Regd. No. C. 2506 বার্ষিক সংখ্যা

৮ম বর্ষ | ৩০শে মে বুধবার, ১৯৪৫, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২ সাল। | বার্ষিক সংখ্যা

দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ

৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ঃ ঃ কলিকাতা।

ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক সর্ত্তে মালপত্র, বিল, জি, পি, নোট, মার্কেটেবল সেয়ার ইত্যাদি রাখিয়া টাকা দেওয়া হয়।

শাখাসমূহ

১। এলাহাবাদ	২০। নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)	৩৯। মেদিনীপুর
২। করিমগঞ্জ (সিলেট)	২১। নিউমার্কেট	৪০। মোকামা
৩। কাণপুর (কালেক্টরগঞ্জ)	২২। পাটনা (কদমকুঁয়া)	৪১। মোগলসরাই
৪। কান্দি (মুর্শিদাবাদ)	২৩। পুরাণবাজার (চাঁদপুর)	৪২। রাজবাড়া
৫। কালিম্পং	২৪। বহরমপুর (পোঃ খাগড়া)	৪৩। লাহেরিয়াসরাই (দারভাঙ্গা)
৬। কিশোরগঞ্জ	২৫। বরিশাল	৪৪। শ্যামবাজার
৭। কুড়িগ্রাম (রংপুর)	২৬। বড়বাজার	৪৫। শ্রীহট্ট
৮। গাইবান্ধা	২৭। বালিগঞ্জ	৪৬। শিলিগুড়ি
৯। গিরিডি	২৮। বেনারস	৪৭। সমস্তিপুর
১০। গোরক্ষপুর	২৯। বোলপুর	৪৮। সাঁইথিয়া (বীরভূম)
১১। চরমুক্তরিয়া (ফরিদপুর)	৩০। ব্রাহ্মণবেড়িয়া	৪৯। সালকিয়া (হাওড়া)
১২। জামসেদপুর	৩১। ভবানীপুর	৫০। সিউড়ি
১৩। টালিগঞ্জ	৩২। ভাগলপুর	৫১। হাওড়া (ময়দান)
১৪। ঢাকা	৩৩। ভৈরব	৫২। হাওড়া (বি, রোড)
১৫। দাশনগর (হাওড়া)	৩৪। মজঃফরপুর	৫৩। হাটখোলা
১৬। দ্বারভাঙ্গা	৩৫। মধুবাণী (দারভাঙ্গা)	৫৪। হিলি (দিনাজপুর)
১৭। দিনাজপুর	৩৬। ময়মনসিংহ	৫৫। হাজিপুর (মজঃফরপুর)
১৮। ধর্ম্মতলা	৩৭। মাণিকগঞ্জ (ঢাকা)	
১৯। নওগাঁ (রাজসাহী)	৩৮। মীরকাদিম (ঢাকা)	

চেয়ারম্যান ঃ
আলামোহন দাশ

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা

ভবিষ্যতের

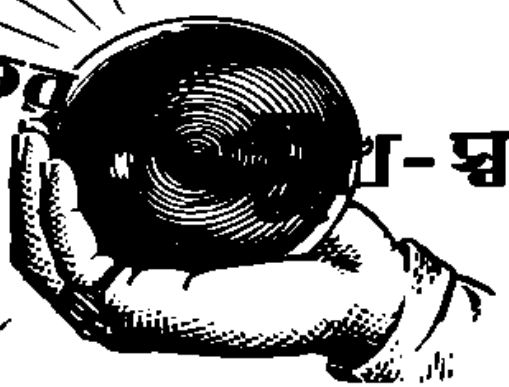

-স্বপ্ন

চাঁদপুর স্টীল ফ্যাক্ট্রি লিমিটেড্

রেজিঃ অফিস —

অন্যান্য অফিস —

ম্যাঃ ডাইরেক্টর— এম্.আর্.দাশ

বিশুদ্ধতা ও নিশ্চয়তা

রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন সঠিক হইলেও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে অনেক সময়েই বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় না। ইহার কারণ কি? সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে ঔষধগুলির রোগ আরোগ্য করার শক্তি প্রমাণ করা হইয়াছে, আজ তাহারা শক্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হয় কেন?

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে যে ঔষধ বিশুদ্ধ হইলেই তাহা রোগ আরোগ্য করিতে পারে। অথচ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ যাহাতে বিশুদ্ধভাবে তৈয়ারী করা হয় তাহার আইনসঙ্গত কোন বাধ্য বাধকতা নাই। কাজেই কৃত্রিম ঔষধে দেশ ছাইয়া গেলেও তাহার প্রতিকারের কোন উপায় নাই।

এ অবস্থায় মাত্র সুপরিচিত ঔষধালয় হইতেই ঔষধ কেনা উচিত। সাধনা ঔষধালয় আজ ৩১ বৎসর যাবৎ স্বদেশে ও বিদেশে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া সুপরিচিত।

অভিজ্ঞ ডাক্তারদের নিজ তত্ত্বাবধানে উপকরণ, পরিমাণ ও প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় শাস্ত্রের সঠিক অনুশাসন অনুযায়ী তৈয়ারী হয় বলিয়াই সাধনার ঔষধগুলির এত শক্তি ও সুনাম। ঔষধের ফল সম্বন্ধে যদি নিশ্চয়তা চান তবে সাধনার বিশুদ্ধ ঔষধই প্রয়োগ করিবেন; কেননা তাহাদের গুণ ও শক্তির কখনও তারতম্য হয় না।

সাধনার প্রত্যেক শাখার অভিজ্ঞ পরিচালনে নিম্নে বর্ণনীতে রোগী চিকিৎসা করেন। রোগের বিস্তৃত বিবরণ নেত্র অঙ্কিত জানাইলে অথবা সাক্ষাতে ব্যবস্থা পত্রও পাওয়া যায়।

ডাঃ— হিমাংশু চন্দ্র ঘোষ, এম্‌এ, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য, এফ্‌সি-এস্‌, (লণ্ডন), এল্‌-সিএস্‌ (আয়ুর্ব্বেদ), ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

বিশুদ্ধতার সর্ব্বক্ষেত্রে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান।
সাধনা ও এতদ্দেশী—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

অরেণ্ডী তৈল—বাতব্যাধিতে: এক ও আধ পাই ঘরে, রাত্রে দুধের সঙ্গে খেয়ে এবং মল দ্বারা মুখবীর্য্য করে। বৃহন্নারায়ণী: চর্ম্মরোগে। অজীর্ণ, পেটব্যথা, পেটকামড়ানি এবং প্রসবের পর অন্যান্য ব্যবহার্য্য। সারিবাদি বালসা। হেপাটোনে এবং রক্তদূষিত বিশেষ ঔষধ। অমৃতারিষ্ট রোগের ও অন্যান্য এবং দুর্বল রোগমাত্রে অব্যর্থ। বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ। সর্দ্দি, কাশি ও ফুসফুসের রোগ নিরাময় করে। সর্ব্বজ্বরহরী। বালেরিয়া এবং অন্যান্য সকল প্রকার জ্বরে অব্যর্থ। রক্তস্রাবক। প্রস্রাবের সঙ্গে সকল রোগই যায়। অর্শঘ্নী। অর্শরোগের মহৌষধ।

১৯৫৮-৫

বিষয়-সূচী

বিষয়

১। আমাদের নিবেদন

২। ভারতবর্ষের মুদ্রাতত্ত্ব পুনরীক্ষণের রীতি
—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

৩। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য
—অধ্যাপক বিমলকুমার সরকার, এম-এ

৪। গ্র্যানিটের খেয়াল
—অর্ধেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মুদ্রোত্তর বিবাহ বিধি ও ভারতবর্ষ
—অধ্যাপক ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

বাংলার বাসনকার্য্য সম্বন্ধে সরকারী কমিটির মন্তব্য
—শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, এম-এস-সি ২৩

ভারত বাণিজ্যে বিদেশী শক্তির সংঘাত
—শ্রীতারাপীতরঞ্জন ঘোষ

৮। অন্ধ-সমস্যা
—সোমনাথ লাহিড়ী

বাংলার ভাবজ শিল্পের সুযোগ-সম্ভাবনা
—শ্রীযোগানন্দচন্দ্র বিশ্বাসী, বি-এল

১০। বাংলার লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানে ছবিবার্য্য
—অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, এম-এ

Telegram : BANKSTOCK

Telephone :—CAL. 5228

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

—হেড অফিস—

কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা :—ঢাকা ও বেনারস।

বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

আমাদের ব্যাঙ্কে
সেভিংস একাউণ্ট খুলিলে
লাভবান হইবেন।
সুদের হার শতকরা ২৲ টাকা,
সপ্তাহে ১০০৲ পর্য্যন্ত
এককালীন তোলা যায়
—বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন—

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

বিষয়　　পৃঃ　　বিষয়　　পৃঃ

ট্রেড ইউনিয়ন এবং
—শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

ডিনেমেশন ও ডিফ্লেশন
—সুধাংশুভূষণ রায়

ব্যবস্থা না অব্যবস্থা
—শ্রীবিমলকৃষ্ণ বসু

মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখার কথা
—দিলীপ রায়চৌধুরী

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা
—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অনুন্নত প্রদেশে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
—শ্রীসুধাময়রঞ্জন পাত্রবিশ

নব শিল্পের প্রয়োজনীয় ও প্রয়োজ্য [illegible]
—ইঞ্জিনীয়ার বিমান, এম-ই-এস (এ-বী আই (ইউ এস এ) [illegible]

ভারতের ব্যাঙ্কিং ও লাইটস লিঃ
—প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়

ভারত ইন্সের পাটা ব্যবসায়
—শ্রীবিমলা চরণ বসু

ইঞ্জিনিয়ারী শিক্ষালয় ও তাহার শিক্ষা
—শ্রীঅমলেন্দু রায়

[illegible]
—অনুপ বসু

ক্লিয়ারিং-এর সর্ব্বপ্রকার সুযোগসহ
একটী উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান !

বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :—চাঁদপুর ।
সেন্ট্রাল অফিস :—৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট :: কলিকাতা ।

কলিকাতা শাখাসমূহ
১৩৩, রাসবিহারী এভিনিউ
৪০, বৈঠকখানা রোড
২৭৮, অপার চিৎপুর রোড

অন্যান্য শাখাসমূহ
বাংলা, বিহার
ও
আসামের সর্ব্বত্র

মিঃ এম, চক্রবর্ত্তী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ।

মিঃ এইচ, এল, অধিকারী, এম-এ
সেক্রেটারী ।

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়ার্কস	৩	ইষ্টার্ণ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	২৮
অল ইণ্ডিয়া এগ্রোনমিক্যাল এণ্ড এগ্রোনমিক্যাল সোঃ	২২	ইষ্টার্ণ ইকনমিক্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৩
আর লিঃ (পারফিউমারী)	৩৩	ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৪
ইউনাইটেড ইলেকট্রিক ট্রেড এসো:	৭	ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৭
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৮৩	ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডিষ্ট্রিজ লিঃ	৫৪ পৃষ্ঠায়
ইউনিয়ন বেডিঙ্গ ব্যাঙ্ক লিঃ	৫১	এডোরা কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	৫১
ইউনিভার্স ক্লাব	৯৩	এডুকেশিয়া লোন অফিস কোম্পানী লিঃ	৭৮
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৮৩	এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স	৭
ইন্সেক্টাইড্স্ লিঃ	১৯	এসোসে ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৩
ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ	৯৩	এসোসে এডভেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৬১
ইণ্ডিয়া এডভেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৬	এরিয়াল ফেব্রার বিজনস্ লিঃ	৭৬
ইণ্ডিয়া সিকিউরিটী ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৯	এশিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৯
ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ: কোং লিঃ	৪৩	এশিয়া ইলেকট্রিক ওয়ার্কস	৯৩
ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স লিঃ	৫৮	অরিয়েন্ট লেম্প এণ্ড ম্যানিফেক্চার ওয়ার্কস	৮৩
ইণ্ডিয়ান ফার্মাস ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৮	অরিয়েন্ট্যাল কটন কার্পেটস্লেদার এণ্ড বিজনস্ লিঃ	৭৯
ইণ্ডিয়ান বিউটুমেন এাইড এসোঃ লিঃ	৬৯	ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৬
ইণ্ডিয়ান ইনসুরেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৮	কমার্শিয়াল ডিউটিজ্ঞার্স	৯৬
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৯৮	কমার্শিয়াল লেদার ডিলার্স সিন্ডিকেট লিঃ	৬৭
ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট লিঃ	৯৩	কর্টিসেন্টাল ব্যাঙ্ক অব এশিয়া লিঃ	৯৩
ইষ্ট ফেসল মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ	৮৭	কল্যাণী ষ্টোরস্	৪

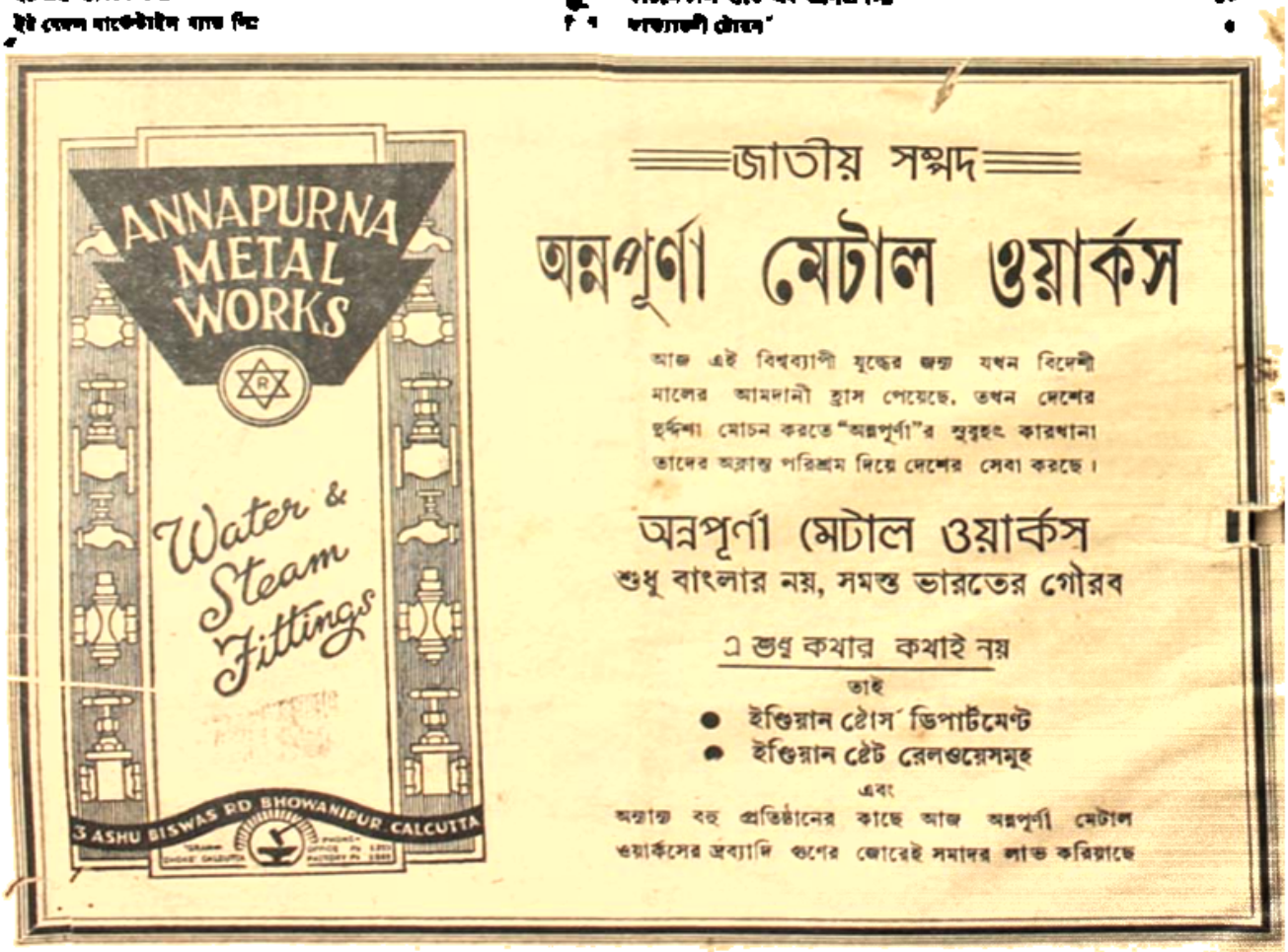

জাতীয় সম্পদ

অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়ার্কস

আজ এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের জন্য যখন বিদেশী মালের আমদানী হ্রাস পেয়েছে, তখন দেশের দুর্দ্দশা মোচন করতে "অন্নপূর্ণা"র সুবৃহৎ কারখানা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে দেশের সেবা করছে।

অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়ার্কস

শুধু বাংলার নয়, সমস্ত ভারতের গৌরব

এ শুধু কথার কথাই নয়

তাই

- ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট
- ইণ্ডিয়ান ষ্টেট রেলওয়েসমূহ

এবং

অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের কাছে আজ অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়ার্কসের দ্রব্যাদি গুণের জোরেই সমাদর লাভ করিয়াছে

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৪
ক্যালকাটা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৩
ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৫
ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ	৮
ক্যালকাটা ক্রাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৯
ক্যালকাটা মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৪
ক্যালকাটা সিল্ক ব্যাঙ্ক লিঃ	৩১
কুইন ফ্রেজারী ষ্টোর্স	৫২
কুইন্সিয়া-ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৪
কুইন্সিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	৫৪
কুমার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং লিঃ	১৭
কিংসলী কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ	৪৯
কিলিক ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৭
কোর ইন্সিওরেন্স লিঃ	৮৩
টাল্যার ব্রাদার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	২৪ কভার
টি, এল, এক্সচেঞ্জিয়ার লিঃ	৬১
টেক্সম্যান, গাব এণ্ড কোং	৪১
টেক্স কেমিক্যাল	৫৫
টি, এস, মল্লিক মোক্তিয়ারী ক্যাটরী	৭৪
ট্রেড্রা এক্সিকেন্ট ইণ্ডিয়েরেন্স কোং লিঃ	৭৮
ঢাকা আন্তর্জাতীয় ব্যাঙ্কারী লিঃ	৬৬
ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ	১১
তমলুক ক্যাশিয়াল কর্পোরেশন লিঃ	৭১, ৭৯
থাল ব্যাঙ্ক লিঃ	১৪ কভার
দ্যাক্সিন ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৬
দামিকানাথ কোং এণ্ড সন্স লিঃ	৪৭
দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ	৩১
দেশবন্ধু মোক্তিয়ারী ক্যাটরী	৫২
ধনকাটি ইণ্ডিয়েরেন্স কোং লিঃ	৭৩
ধনবীন ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৩
ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৩
ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৮৪
ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ট (ইণ্ডিয়া) লিঃ	৮০
ন্যাশনাল সিকিউরিটিস্ লিঃ	৫১
নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৩৬
নোয়াখালি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	২৩
প্যারাডিয়াম এক্সিকেন্ট কোং লিঃ	৭৪
প্যারিজিক ব্যাঙ্ক লিঃ	৫০
পিলস্ সেক্রিটী ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৯
পিং এন, আমাটী এণ্ড কোং লিঃ	
প্রোবেটর ব্যাঙ্ক লিঃ	
বঙ্গলক্ষ্মী ইণ্ডিয়েরেন্স লিঃ	

শুভ বিবাহের

বেনারসী

ও অন্যান্য ফ্যান্সী

সিল্ক ও সুতী শাড়ীর জন্য

কাত্যায়নী ষ্টোর্স

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ● কলিকাতা

কলিকাতার শ্রেষ্ঠ

পোষাক ও বস্ত্র-ব্যবসায়ী

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

অন্যত্র যাইবার পূর্ব্বে আমাদের জিনিষের দর ও রকমারী দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতি ও বলবর্দ্ধক টনিক

দুর্ব্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যে পরম রসায়ন

সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল

কলিকাতা

ফোন : বি, বি, ২৩৩২

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
বঙ্গলা বিজী ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৪
অরু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ	১০
অরু লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ	৫৭
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ	৫৬
ব্যাঙ্ক অব কমার্স	৮২
ব্যাঙ্ক অব ডাবরুল লিঃ	৫৯
বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	৩
বেঙ্গল ক্যাপিটালস্ (১৯৪৯) লিঃ	৬১
বেঙ্গল কটন ক্যাপিটেলস্ এণ্ড ফিনান্স লিঃ	৫৯
বেঙ্গল কমার্শিয়াল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৬২
বেঙ্গল ফরীন এণ্ড ষ্টাইটিক কোং লিঃ	৬৪
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৮
বেঙ্গল মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৮
বেঙ্গল মেরাণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৩
বেঙ্গল মেরাণ্টাইল ফিনান্স কর্পোরেশন লিঃ	৫৩
বেঙ্গল মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৫
ভারত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৬
ভারত আসুরেন্স কোং লিঃ	৬৯
ভারত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স লিঃ	৬৯
ভারত ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৭৪	নেশনাল ওয়ার্বিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৪
অশোক বুলন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৩	নেশনাল ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৩
ওরিয়েন্টাল লিঃ	১৪	নেশনাল ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৭
বুড়বাজার ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোঃ লিঃ	৭৮	নোবাপুর ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৩
পঞ্জাব ব্যাঙ্ক লিঃ	৭২	নেহেলী ডেভারী এণ্ড ওভারটেক্স লিঃ	৬২
শিলি ব্রিকুট কোং	৫৭ ৩৬৮	বাঙ্গলা ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	১৮
ট্রী ব্যাঙ্ক লিঃ	৮	বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৯
বাটি এণ্ড কোং	৭	বিদ্যুৎ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৪৯
ভারতী ঔষধালয়	১	বিদ্যুৎ কো-অপারেটিভ ইন্সিয়ে সোসা লিঃ	৬৩
ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ	৫৪	বিদ্যুৎ ভাণ্ডার লিঃ	৫৩
ভারতী ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৩	বিদ্যুৎ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ	৭
ভিক্টোরিয়া ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ	৭১	বিশ্বকল্যাণ ওভারটেক	৫৭
ভূবনেশ্বর ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৩	ভূবনী ব্যাঙ্ক লিঃ	৫১
		মেসার্স ইন্ডাষ্ট্রিয়াল	৬৫

যুদ্ধ শেষ, ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হয়েছে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধও শেষ হয়ে এলো।

* * *

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সামনে এখনও নিজের ও পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয়শীল হউন। আগামী যুদ্ধোত্তর শিল্পবিপ্লবের দিনে জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে টেনে নিতে অগ্রণী হয়ে দাঁড়ান।

দি

ইষ্ট বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

২০।১।সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা :—ভাঙ্গর (২৪ পরগণা)

জামালপুর (ময়মনসিংহ)

কৃমির উৎপাৎ থেকে
মুক্তি পেতে হলে
ডাক্তার এ, কে, চৌধুরীর

ক্রিমি-নাশিনী

খাওয়া উচিৎ

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স

৩৮, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সাইক্লোন

ডি, সি, ফ্যান

বৈজ্ঞানিক

উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত, সম্পূর্ণ নূতন ডিজাইন। বাড়ীতে ও অফিসে সর্ব্বত্র বিশেষ সন্তুষ্টির সহিত ব্যবহৃত হয়।

ইউনাইটেড ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী

৩০, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

SWASTI & CO.

ENGINEERS & SPRING Manufadurers

PHONE CAL. 1035.
GRAM :— EVESPRING

SPECIALISTS IN MANUFACTURING: SPRINGS & SPRING WASHERS OF EVERY VARIETY

38, STRAND ROAD :: CALCUTTA

সৌন্দর্য যা' ভারত সম্রাটকে চালনা করত

ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে আজো লেখা রয়েছে বৃন্দাবাদের চোখ ঝলসানো প্রেমের কাহিনী। আহাংগীরের জন্যই শুধু নয় তবেই বৃন্দাবাদ, ভলিলাস মোগল সম্রাজ্ঞী চালনায় পেছনের ছিল তার ইতিহাস। বৃন্দাবাদ নামের সঙ্গে আজো বিজড়িত রয়েছে সেই পুরোনোকালের ঐশ্বর্যমণ্ডিত সৌরভ সৌন্দর্য প্রসাধন নতুন নতুন প্রসাধনে এম্ প্রীদের সারাদেহের বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুতি অভিনব।

কমলা পাউডার :—
সৌন্দর্য ক্রীম ও স্নো, পুষ্পসার স্নো ক্রিম, ভেলভেট স্নো, লাইলাক এসেন্স অফার ইত্যাদি।

পি,এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং লিঃ—কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

'ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক'

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ফোন—বড়বাজার ৬৪৮২ কার্য্যালয়—১২১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

(৮ম বর্ষ) | কলিকাতা ৩০শে মে, বুধবার, ১৯৪৫ | (বার্ষিক সংখ্যা

আমাদের নিবেদন

'আর্থিক জগতের' অষ্টম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে উহার বিশেষ বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইল। অন্যান্য বৎসর এই বিশেষ সংখ্যা অধিকতর সংখ্যক প্রবন্ধসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান সংখ্যা অপেক্ষা বৃহত্তর আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু গত কুড়ি মাসে ভারত সরকার 'ডেফেন্স অফ ইণ্ডিয়া রুলস' নামে যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহা দ্বারা সাময়িকপত্র পরিচালকগণের ইচ্ছানুরূপ কোন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের স্বাধীনতা লুপ্ত করা হইয়াছে। এই আদেশের ফলে 'আর্থিক জগতের' বিগত শারদীয়া পূজা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান বার্ষিক সংখ্যা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় প্রবন্ধসম্ভার লইয়া সময়মত প্রকাশিত হইতে পারে তজ্জন্য আমরা ভারত সরকারের নিকট যথাসময়ে আবেদন করিয়াছিলাম। কিন্তু ভারত সরকার কেবল যে আমাদের অভীপ্সিত আকারে এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে অনুমতি দেন নাই এরূপ নহে; উহাদের নির্দ্দেশই অনেক বিষয়ে আমাদের লঙ্ঘনও হয়। ফলে আলোচ্য বার্ষিক সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কিছু বিলম্বে এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হইল। উহাতে অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা করি, পাঠকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর উদাসীনতা দূর করিয়া অর্থনীতিকে ব্যবসা ও শিল্পভিত্তিমূলী করিবার উদ্দেশ্য লইয়া 'আর্থিক জগৎ' প্রকাশিত হইয়াছিল। গত ৭ বৎসর কালের অল্প আমরা এই উদ্দেশ্য সাধনে বাঙ্গালী জাতিকে কতটা সমর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা লইয়া আমরা কোন গর্ব্ব বোধ করিতে পারি না। তবে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী—বাঙ্গালী জনসাধারণ 'আর্থিক জগৎকে' আন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার উন্নতিকল্পে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য উহাদের নিকট আমরা অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। উহাদের সাহায্য ব্যতীত আর্থিক জগৎ এত উন্নতি লাভ করিতে পারিত না।

সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কালের পর সম্প্রতি ইউরোপের মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু এখনও প্রাচ্য দেশের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। এই যুদ্ধের শেষ পরিণতি কি দাঁড়াইবে তাহা কেহ বলিতে পারিতেছেন না। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে সমগ্র জগতে প্রায় ৩ পৃথিবীর বিভিন্নতে এক নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে বলিয়া যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, ইউরোপে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই আশা ভরসা আকাশে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে। সাম্রাজ্যলিপ্সা সম্বেদনে সাম্রাজ্যবাদীদের উগ্র লোভ, আর্থপরতা এবং দুর্ব্বল জাতিসমূহকে শাসনের নিগড়ে আবদ্ধ রাখিয়া শোষণের যে প্রয়াস দেখা যাইতেছে তাহার ফলে সমগ্র জগতে অনধিকারিদের পুনরায় আর এক ভয়াবহ সংগ্রাম আরম্ভ হইবার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মানব জাতির কি অদৃষ্টে লয় উপস্থিত হইয়াছে? সমগ্র পৃথিবী কি সাম্রাজ্যবাদীদের দুর্নিবার লোভ ও আর্থপরতার ফলে রসাতলে পরিণত হইবে?—অনেকে সেই ভয় আশঙ্কা করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে বাংলাদেশ যে প্রকার নিষ্পীড়িত ও লিষ্ট হইয়াছে পৃথিবীর আর কোন জাতি বোধ হয় সেরূপ হয় নাই। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে বাঙ্গলার ৬০ লক্ষ লোক অনশন, অর্দ্ধাশন, রোগ ইত্যাদির ফলে অকালে প্রাণ হারাইয়াছে এবং আরও লক্ষ লক্ষ লোক ভিন্ন ভিন্ন করিয়া মৃত্যুর দ্বারে অগ্রসর হইতেছে। আজ বাঙ্গালী কেবল যে দু'মুঠা অন্নের কাঙ্গাল—এরূপ নহে, বস্ত্রের অভাবেও বাঙ্গালী আজ উলঙ্গ প্রায়। উহার শেষ কোথায় তাহাও অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সত্যিকার অবস্থাও আজ কোন দিক হইতে কেহ কোন আশার আলোক দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু নিরাশার অন্ধকারের মধ্যেই জাতির দুরন্ত পরীক্ষা। বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইবে—মানুষের মত বাঁচিতে হইবে। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া ইংরাজের তোষামদী এবং ভাবপ্রবণতা প্রভৃতির ভাব-বিলাসের ফলে বাঙ্গালী দু'মুঠা অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে অসহায়ের ও অবহেলিত হইয়া যে আত্মসম্বিৎ হারিয়া ফেলিয়াছে এবং যাহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে বাঙ্গালী আজ মুমূর্ষুবৎ হইবার পথে অগ্রসর হইয়াছে, সাময়িক দুর্গতির ফলে বাঙ্গালী তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না। আমরা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বর্ত্তমানের এই অমানিশা যতই ঘোরতর হউক না কেন তাহার অবসান হইবেই। যাঁহারা আর্থসহ জাতিসমূহের বড়যন্ত্রের কথা জানিয়া সর্ব্বাধক ও পীড়িত হইতেছেন একটু অনুধাবন করিলে তাঁহারাই বিকল্পরূপে আলোকের সন্ধান পাইবেন। বর্ত্তমানের এই দুর্গতি বড় সহজ নহে। সমগ্র জগতে যে নূতন ভাবধারা ধীরে ধীরে এবং সুনিশ্চিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে সেই ভাবধারার সঙ্গে নিজেদিগকে খাপ খাওয়াইয়া বাঙ্গালী জাতি পথ চলিতে ও পথের ইঙ্গিত দিতে সমর্থ হইবে কি না, তাহাই আজিকার বড় সমস্যা। 'আর্থিক জগৎ' বাঙ্গালীকে সেই পথের সন্ধান দিতে চেষ্টা করিবে। এই উদ্দেশ্য সাধনে আমরা গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

ভারতবর্ষের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের নীতি

—স্বয়ং-সম্পূর্ণতা, না আন্তর্জাতিক লেনদেন ?

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

যুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশের আর্থিক পুনর্গঠন কি ভাবে হবে, তার উদ্দেশ্য কি, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে অনেকের মধ্যে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ইতিমধ্যে মোটা রকমে আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে, এবং প্রত্যেক দেশেরই অভিজ্ঞ পুনর্গঠন সম্বন্ধে নানা পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বোম্বাই পরিকল্পনা, জাতীয়তা পরিকল্পনা এবং আগরওয়ালের গান্ধীবাদী পরিকল্পনা সব পরে প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত পরিকল্পনার আদর্শগত ও উপায়গত বিভেদ আছে। আর্থিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য কি, এবং কি ভাবে সেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে সে সম্বন্ধে একমত হওয়া সহজ নয়। তার কারণ শুধু যে অর্থনৈতিক তা নয়। প্রত্যেক পরিকল্পনার পিছনেই একটা সুবিধিষ্ট সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ আছে। সেই মূল্যবোধ সকলদেশে এক নয়। একটী সমাজতন্ত্রী দেশে আর্থিক পুনর্গঠনের যে উদ্দেশ্য হবে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে দেশ যে উপায় গ্রহণ করতে রাজী থাকবে কোনও ধনতান্ত্রিক দেশের পক্ষে সেই উদ্দেশ্য ও সেই উপায় গ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী সম্ভব নয়। এই প্রবন্ধে সেই মৌলিক পার্থক্য আলোচনা করার স্থানাভাব। শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সমস্ত বিভিন্ন পরিকল্পনার দু'একটী কথা আলোচনা করব।

বর্তমানে যে সব দেশ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর দাবীতে আছে সে সব দেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের আদর্শ হিসেবে দুটী কথা অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে। একসময় অবাধ বিনিময়ে দেশে দেশে অনেক সময় অনেক গোলযোগ দেখা দেয় এ কথা আজ প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। গত মহাযুদ্ধের পর যখন ক্রমে ক্রমে আর্থিক গোলযোগ, মুদ্রাসঙ্কট, বেকার সমস্যা এক অঙ্গাঙ্গিভাবে দেখা দেয়া হয়ে উঠল তখন প্রত্যেক দেশই ক্রমে ক্রমে অবাধ বাণিজ্যের নীতি থেকে শুল্ক প্রাচীর, শুল্ক বৃদ্ধি, সরকারী বিনিময় ইত্যাদি নানারকম বাধানিষেধ প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। সেইজন্য এই মহাযুদ্ধের পর যখন পুনর্গঠনের সময় আসবে তখন যে সম্পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য এবং পুরোপুরি "চলতে দাও" নীতি কিছিন্ন আদৌ সম্ভব বা উচিত হবে না একথা সকলেই মানতে বাধ্য। এই কারণেই যে সব দেশ রাষ্ট্রের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে রাজী নয় সে সব দেশেও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। এই নিয়ন্ত্রণ দুদিকে চালানার প্রয়োজন। প্রথমতঃ, যারা কাজ করতে পারে তাদের প্রত্যেকেরই কাজ মিলতে হবে, কার্যক্ষম কোন লোক যাতে বেকার হয়ে বসে থাকতে বাধ্য না হয়। এর নাম Full Employment বা পূর্ণ-নিয়োগ। দ্বিতীয়তঃ, যারা কাজ করতে সক্ষম নয় তাদের জন্য সমাজ বা রাষ্ট্রকে কিছি প্রদান করতে হবে,—বৃদ্ধ, শিশু, অক্ষম, রুগ্ন বা বিশেষ ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বেকারদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থার দায়িত্ব সমাজের। একেরই নাম সম্পূর্ণ social security, বিশ্বকবির সামাজিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা হলে যারা কাজ করতে পারে তাদেরও যেমন ভাবনা থাকবে না কোনরকমে যারা কাজ করতে পারবে না তারাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। ইংলণ্ডে এই দুটী আদর্শ ক্রমেই অগ্রসর হয়ে উঠেছে, অন্যান্য দেশেও এই দুটীই আর্থিক পুনর্গঠনের আদর্শ হিসেবে গৃহীত হচ্ছে। বোম্বাই পরিকল্পনাতেও এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে :—Of all the measures that we suggest for raising the general level of income in India, provision of fullen scope for employment is the most important. Although no reliable information regarding the extent of unemployment or under employment in the country is available, it is recognized that lack of employment is one of the major causes of the poverty of our people. Provision of full employment for the working part of the population would no doubt present formidable difficulties but without it the establishment of a decent standard of living would remain merely a pious hope (Part II. Para 12) .....We are aware that our proposals do not constitute a complete scheme for providing security of income or freedom from want, which must be the ultimate objective of economic planning.....Although the need for such a scheme is urgently felt in India we do not think it will be possible to introduce it until (i) a policy of full employment has had time to work itself out and some approximation is made to a position of stable employment for the greater part of the population i. e. until the risks insurable are reduced to manageable poportions, & until (ii) the average individual income has risen sufficiently to meet the contributions necessary under a scheme of insurance (Ibid. Para 30). এঁরা স্পষ্টাক্ষরেই বলেছেন যে, সামাজিক বিমার ব্যবস্থা সম্ভব হবে না যদি না তার আগে পূর্ণনিয়োগ-নীতির আধিকাংশ সুফল ফলে থাকে। সুতরাং পূর্ণ-নিয়োগ-নীতিই আপাততঃ আমাদের উদ্দেশ্য হবে এঁরা বলেছেন।

কিন্তু এইখানে কয়েকটী প্রশ্ন বিচার্য আছে। যারা কাজ করতে সক্ষম তাদের প্রত্যেকেই কাজ পাবে এবং তার জীবিকা হবে স্বচ্ছল জীবনযাপন হবে—এ কথা শুনতে ভাল এবং আদর্শ হিসেবেও গ্রহণ করা চলতে পারে। কিন্তু সেইদিকে সম্পূর্ণ এবং কার্যের আগে কয়েকটী জিনিষ মনে রাখা দরকার।

প্রথমতঃ, মনে রাখতে হবে এখন এদেশে যে পরিমাণ উৎপাদন হয় তা দিয়ে সকল লোকের স্বচ্ছল জীবিকা চলা দূরের কথা, অনেক লোকই বেকার থাকে এবং যারা কিছু কাজ করে তাদের সেই সব কাজ থেকে যা আয় হয় তাও অত্যন্তভাবে জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং আমাদের দেশে প্রত্যেক কার্যক্ষম লোককে উপযুক্ত কাজ দিতে হলে আমাদের কাজ অনেক বাড়াতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে। এই বাড়াতে হলে আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করতে পারে, অনেক জিনিষ আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করে দিতে হতে পারে। তাতে আমাদের পরিণামে ক্ষতি, না লাভ? এখনকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয় তার পিছনে একটা আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগের নীতি আছে। সব জিনিষ সব দেশে সমানে উৎপন্ন হয় না। সেইজন্য যে জিনিষ যে দেশে আপেক্ষাকৃত কম খরচে হয় সে দেশ যদি শুধু সেই সব জিনিষ উৎপাদন করে তার বদলে অন্য দেশে যে সব জিনিষ আপেক্ষাকৃত কম খরচে হয় সে সব জিনিষ আমদানি করে, তাহলে উভয় দেশেরই আপেক্ষিক লাভ। এর নাম Law of Comparative Advantage বা আপেক্ষিক সুবিধার নীতি। একদা এক সময় ছিল, যে সময় এই আপেক্ষিক সুবিধার নীতির সঙ্গে পূর্ণ-নিয়োগের নীতির কোনও বিরোধ ঘটেনি। যেমন, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক লেনদেন এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যাতে ইংলণ্ডের প্রায় পূর্ণ ছিল অধিনিবাসিক, সমস্ত জমি, তখনও শিল্প বাণিজ্য সে রকম অগ্রসর হয়নি, অন্যান্য দেশের পক্ষে শিল্পায়নের জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাদেরই সে সময় অন্যান্য দেশ উপনিবেশ সরবরাহ করত, ইংলণ্ড প্রভৃতি যার কয়েকটী

দেশ নিজের জন্য সংরক্ষণ করত। এইভাবে নিজের নিজের দেশে যতটুকু পূর্ণ-নিয়োগ সেকালে সম্ভব ছিল তখন প্রায়োক দেশেই তা প্রায় হয়েছিল। অবশ্য তা হতে এমন কথা হলে না যে ইংলণ্ডে মাথাপিছু আয়ই বা ছিল আমেরিকা মাথাপিছু আয়ই তাই ছিল। বাস্তবিক তা ছিল না—দুয়ে অনেক তফাৎ। কিন্তু তখন আন্তর্জাতিক বা অন্য দেশের এমন সম্ভাবনা ছিল যে তাতে নিজে অগ্রসর দেশগুলির দুর্বলতাকে তা ঢেকে রাখতে পারত। সেইজন্য আন্তর্দেশিক সুবিধার নীতি ও পূর্ণ-নিয়োগের নীতির মধ্যে বিরোধটা তখন তেমন পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। কিন্তু অগ্রসর দেশগুলি যেমন ক্রমশঃ ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে উঠবে, তাদের নিজ অবস্থা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বেড়ে উঠবে, আর অন্য দিকে যে সব দেশ এ পর্য্যন্ত অগ্রসর ছিল সে সব দেশগুলি অর্থনৈতিক লেনদেনের মাঝে-মাঝে ও শোষণ আরম্ভ করবে, তেমনি অর্থনৈতিক জগতে লড়াই তীব্র হয়ে উঠবে এবং আন্তর্দেশিক সুবিধার নীতি ক্রমেই একতরফা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেইজন্যই উদারনীতি শুল্ক প্রাচীর এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ এত প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং প্রত্যেক দেশই, বিশেষতঃ পশ্চাৎপদ দেশগুলি, আন্তর্জাতিক কারবারের ক্ষেত্রে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার আদর্শেই বেশী আস্থাবান হয়ে উঠেছিল। যতদিন বড় বড় দেশগুলি আন্তর্জাতিক কারবারের মারে শুধু নিজেদের সুবিধাই দেখবে এবং ছোট ছোট বা অগ্রসর দেশগুলিকে শোষণ করতে চাইবে, ততদিন আন্তর্দেশিক সুবিধার নীতি বাস্তবিক খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তবু চীলার করতে হয়, সত্যাগ্রহভাবে না হোক, আন্তর্জাতিক কারবারের অন্তরে কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও পারস্পরিক সুবিধার সম্ভাবনা আছে। যদি পূর্ণ-নিয়োগের নীতি বজায় রাখবার জন্য সেই সব কারবার বন্ধ করতে হয়, তাহলে একদিকে লাভ করতে গিয়ে অন্য দিকে লোকসান হতে পারে। এই লাভ ও লোকসান খতিয়ে দেখা পর্য্যন্ত লাভ হল না লোকসান হল তা হিসেব করে দেখা দরকার।

এই হিসেব খতিয়ে দেখবার আগে আরও দু'একটা জিনিষ মনে রাখা দরকার। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জগতের আর্থিক অবস্থা কি দাঁড়াবে তার একটা আন্দাজ এই প্রসঙ্গে ঠিক করতে হবে। যুদ্ধের পর যে সব দেশ এই রকম পূর্ণ-নিয়োগ নীতি অবলম্বন করবে, তাদের প্রত্যেককেই কারবার বাড়াবার কথা ভাবতে হবে। বিশেষতঃ যে সব দেশের উৎপাদন ক্ষমতা অধিক, যেমন ইংলণ্ড বা আমেরিকা, তারা পূর্ণ-নিয়োগ নীতি অবলম্বন করলে তাদের দেশবিদেশে কারবার প্রসারিত করতে হবে। কিছুদিন পূর্ব্বে 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা সেইজন্য মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে একটা চুক্তি হলে ভাল হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও চলবে অথচ পূর্ণ-নিয়োগ নীতি বজায় থাকবে। ইকনমিষ্ট পত্রিকা যে কথাটা ভেলভেল ভেবে নিয়েছেন সেটা হচ্ছে এই যে, এ ব্যবস্থায় সর্ব্বত্র পূর্ণ-নিয়োগ নীতি সফল হতে পারে না; যদি ইংলণ্ডে তা সফল করতে হয় তাহলে তার জন্য উপনিবেশ ও অধীন দেশগুলিকে আত্মত্যাগ করতেই হবে, নিজেদের কষ্ট স্বীকার করেই ইংলণ্ডকে তাদের বাজার ছেড়ে দিতে হবে। আমেরিকার National Planning Association-ও ঠিক বলেছেন যে, যুদ্ধের পর আমেরিকায় যদি পূর্ণ-নিয়োগ নীতি চালাতে হয়, তাহলে তার আন্তর্জাতিক কারবার অনেক বাড়াতে হবে, নতুন নতুন বাজার দখল করতে হবে। বর্ত্তমানে যে হারে আমেরিকার বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ করে তাতে দেখা যায় ১৯৫০ সালে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বেই বটে, কিন্তু যথেষ্ট বাড়বে না। তা অন্ততঃ বাড়া উচিত সে হিসেবও তাঁরা করেছেন :—

(দশ লক্ষ ডলারের হিসেব)

	বর্ত্তমান হারে বাণিজ্য বাড়লে ১৯৫০ সালে যা হবার সম্ভাবনা	১৯৫০ সালে যা হওয়া উচিত
১। বিভিন্নদেশের কারবার		
রপ্তানি	৭০০০	১৮,০০০
আমদানি	৫০০০	৮০০০
নীট পাওনা	৫০০০	৫০০০
২। Service এবং অন্যান্য চলতি কারবার নীট দেয়		
৩। মূলধন চলাচল		
দীর্ঘকালের জন্য মূলধন লগ্নী		
ঝোঁপা ও ঝড়-		
মেয়াদী মূলধন	৭০০	৭০০
ঝোঁট মূলধন লগ্নী	১৭০০	৩৭০০
	৫০০০	৪০০০

এমন যে হারে আমেরিকার বাণিজ্য বাড়বে এঁরা তার অন্তরে ডিগুণ বেশী বাণিজ্য চান। আমেরিকার সমর-বার্ত্তা আলিম সেদিন মত দিয়েছেন যে, Wall Street Journal-এ নতুন নতুন বাজার দখল করবার পরিকল্পনা উদ্ভিদবোই প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, ওহিয়োর জেনারেল রেডিও কর্পোরেশন সভাপতি। একটী প্রতিষ্ঠান যাতে আন্তর্জাতিক রেডিও ও ইলেকট্রিক বিনিময়ের ভার নেবার চেষ্টা করেন। রেডিও কর্পোরেশন অফ আমেরিকা, ওয়েষ্টার্ণ ইলেকট্রিক অ্যাণ্ড মার্কণ্টাইলকারিণী কোম্পানী, জেনারেল মোটরস ইত্যাদি সব প্রতিষ্ঠানই দেশ-বিদেশে এই রকম ব্যবসা বিস্তারের চেষ্টায় আছে।

যুদ্ধান্তে বড় বড় দেশগুলির নীতি যদি এই হয়, দেশকে দেশে পূর্ণ-নিয়োগ ব্যবস্থার সফলতার জন্য দূরের কথা, কেবলমাত্র আত্ম-রক্ষার জন্যই তাদেরকে আন্তর্জাতিক কার-বারে নানা বাধানিষেধ বসাতে হবে। আমা-দের দেশের শিল্প-বাণিজ্য বাড়া দূরে থাক্, বর্ত্তমানে যেটুকু আছে সেটুকুও যদি অন্য বড় বড় দেশের পূর্ণ-নিয়োগ নীতির সফলতার জন্য ক্ষয় পায় তাহলে আত্মরক্ষার জন্য তাদেরকেও এই অর্থনৈতিক আক্রমণ প্রতি-রোধ করতে হবেই। বাস্তবিক পক্ষে যুদ্ধের পর প্রত্যেক দেশেরই যদি চেষ্টা হয় যে, নানা রকম বাধা নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে নিজের দেশের ভিতরে বাইরের আঘাত লাগতে না দেওয়া, অথচ বিভিন্ন দেশের বাজার দখল করে নিজের দেশের আধিপত্য —তাহলে ফল দাঁড়াবে এই যে, অথচ বাণিজ্য চলতে একেবারেই চলবে না, অথচ দেশের বাজার দখল করতে পারুক আর নাই পারুক, অন্ততঃ নিজেদের দেশকে বাইরের আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্যও সকলে বাধা-নিষেধের প্রাচীর তুলবে। আর, আন্তর্জাতিক ব্যবসার মধ্যে সত্যিকারের আপেক্ষিক সুবিধা বলে যাকে বলে আন্তর্জাতিক কারবারের

ঢাকেশ্বরীর কাপড় আজকাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। এমন সব কারণে এটা ঘটেছে, যার উপর মিলের কর্তৃপক্ষের কোন হাত নেই। তবে আশা করা যায় যেদিন আবার সবাই প্রয়োজনমত ঢাকেশ্বরীর কাপড় পাবেন, সেদিন খুব দূরে নয়।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ

কর্তৃক প্রচারিত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

শ্রীসূর্য্যকুমার বসু।

নয়ন বজায় আন্তর্জাতিক লেনদেন ও মূল্যই এখন হয়ে পড়ে, এবং দেশের লোকদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ান। সম্ভব মাত্র হবে যখন দেশের সমস্ত লোক, তখন সে ব্যবস্থা তার ফলেও সমস্ত দুর্বল শ্রেণির দেশগুলির বিদেশ ভোগ করি নেই। সেদিক থেকে আন্তর্জাতিক লেনদেনের অপেক্ষা খাদ্য-সম্পূর্ণতার দিকে বেশী ঝোঁক পড়া ভারতের জন্যও খুব স্বাভাবিক নয়।

ভূতোরের ভারতে খাদ্য-সম্পূর্ণতার দিকে ঝোঁক পড়বার কারণ এ ছাড়া আরও দুইটার সম্ভাবনা আছে। গত মহাযুদ্ধের বেলা দিয়েছিল, যুদ্ধ যেন হঠাৎ সমস্ত সভ্য সমাজের অসমাপ্তাদের চাহিদা (এবং সেই সঙ্গে তাদের ক্রয়ক্ষমতা) খুব বেড়ে উঠল, তখন তার অন্যান্য মত বাড়ল। এই বেশী বাজার কিন্তু স্থায়ী হয়নি, বস্তুতঃ তা স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। অধিকের জন্য চাহিদা প্রথম দু'এক বৎসর বেশ চড়া হইল, কিন্তু তার পরই পড়ে গেল। এই ভয়ন লোকসানের অন্যে যখন মূল্যবৃদ্ধি ও বিনিময়-হার স্থিরীকৃত হল তখন সে মূল্যবৃদ্ধি ও বিনিময়হারের সঙ্গে আসল অবস্থার কোনও যোগ ছিল না। তার উপর আন্তর্জাতিক মূলধন চলাচলের ব্যোগা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সব কারণে অন্যা বেশী ছিল। এবার মহাযুদ্ধে যা ক্ষতি হয়েছে তা গত মহাযুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশী, এবং যা উৎপাদন হয়েছে তা-ও গত মহাযুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং এবার খুব বাড়ীতে আরও বেশী গোলমাল বেশী বেশার সম্ভাবনা। তাঁতাগাল, মূলধন এবং পূর্ণবীরনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষের চাহিদা খুব তীব্র হয়ে উঠবে, অন্য সব দেশের বিদেশ থেকে জিনিষ কেনবার ক্রয়ক্ষমতা থাকবে না; বেচার সমস্যা আরও বেশী দিয়ে পারে; আন্তর্জাতিক মূলধন চলাচল এমনভাবে স্তম্ভিত পড়বে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যদি তার অনুরূপভাবে পড়ে না ওঠে তাহলে মূল্য বিনিময় বাধবে এবং তা হয়ে গোলমালের মূলধার হয়ে পারে। নীচে অন্য দেশের সম্প্রতি প্রকাশিত একটী রিপোর্ট—(*Transition from War to Peace Economy*) এই সমস্ত কথা আলোচনা করে বলা হয়েছে Trade is the means by which depressions are spread from one country to another, সেইজন্য ইংলণ্ড বা ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মত যে সব দেশকে বৈদেশিক বাজারের উপর খুব বেশী নির্ভর করতে হয় না, যে সব দেশ এখন শিল্পে আগে অন্য দেশের বিদেশের আভ্যন্তরীণ বাজার রক্ষা করে, তাদের পক্ষে বাইরের বাজার থেকে নিজেদের টানিয়ে রেখে নিজেদের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ছিন্ন সব দেওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এই দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় বাইরের যোগাযোগ এড়ালে ভারতবর্ষের লোকদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ান সম্ভাবনাই বেশী। ঠিক এই অভিপ্রায়ের পরিচয় যোজনা পরিকল্পনা, এমন কি অন্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়। কৃষি সম্বন্ধে তাঁরা লিখছেন, Our idea is that in respect of agricultural commodities, India should as far as possible aim at feeding her own population adequately and should not aspire in the initial years of planning to export to foreign markets. এখনে কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ১০০ ভাগের বেশী বাড়লে তা বিক্রি হবে না অল তাঁরা শতকরা ১০০ ভাগের বেশী বৃদ্ধির চেষ্টাই করেন নি, বিদেশের চাহিদার কথা তাঁরা ধরেন নি। As the demand for food crops which form the bulk of our agricultural products is comparatively inelastic, even after taking into account the probable increase in population and the higher level of income which the plan will bring about and the larger demand for industrial raw materials, it is not likely that more than a 130 p. c. increase will be absorbed in the country. নিজের অন্যেও এঁরা বেশী ঝোঁক দিয়েছেন দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার বেড়াবার দিকেই। বাইরে থেকে ফসল বার করবার বেশী সম্ভাবনা এঁরা করেন; সেই হওয়ার দশ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ইনিশি পাওনার কথা না ধরলে বৈদেশিক মূলধন মাত্র সাত শত কোটি টাকার হবে অল এঁদের ধারণা।

কিন্তু আসলে সত্যিই কি ভূতোরের ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি করতে হলে বাইরের সমস্ত প্রভাব দূর করে খাদ্য-সম্পূর্ণ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই? এ প্রশ্ন বিচার করবার আগে আরও একটী প্রশ্ন বিচার করা দরকার। পুরোপুরি খাদ্য-সম্পূর্ণতা যদি উচিতও হয়, কাজের বেলায় তা সম্ভব হয় কি? ভারতবর্ষের পক্ষে তা সম্ভব হইবে কি? এর উত্তরে বলতেই হয়, বাইরের প্রভাব কমই গোলমালের ঝোঁক না কেন একেবারে খাদ্য-সম্পূর্ণতা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, এ পর্যন্ত কোনও দেশই একেবারে খাদ্য-সম্পূর্ণ হতে পারেনি, তার একটা কারণ দেশের লোকেদের যে সমস্ত খাদ্য বিভিন্ন জিনিষ খাওয়ার তার প্রত্যেকটীই দেশের উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হয় না। জার্মানি বা ইটালি প্রভৃতি যে সব দেশ খাদ্য-সম্পূর্ণ হবার চেষ্টা করেছিল তারাও পুরোপুরি খাদ্য-সম্পূর্ণ হতে পারেনি। জার্মানি খাদ্য-সুরক্ষার দেশগুলি নিয়ে একটা দল গড়ে তুলে তার মধ্যেই ব্যবসা চালাচ্ছিল, অন্যান্য দেশের সঙ্গেও তার ব্যবসা ছিল না তা নয়। সোভিয়েট রুশিয়া আর একটী প্রায় খাদ্য-সম্পূর্ণ দেশ; তার বিরাট উৎপাদন-সম্ভার, তার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি, লোকসংখ্যা অল্প—সেইজন্য তার পক্ষে খাদ্য-সম্পূর্ণ হওয়া অনেক সহজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোভিয়েট রুশিয়া হতে সোনা, পেট্রোল প্রভৃতি কিছু কিছু জিনিষ রপ্তানি এবং প্রয়োজনমত জিনিষ আমদানি করতে হয়েছে। লীগ অফ নেশনস কর্তৃক প্রকাশিত *Review of World Trade (1937)* থেকে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণ ভাণ্ডারের হিসেবে ১৯২৯ সালে রুশিয়ার পরিবর্তনিয়ের পরিমাণ ছিল ৯১৮,০০০,০০০ স্বর্ণ ডলার মূল্যের, ১৯৩৭ সালে তা অবশ্য কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩৪৪,০০০,০০০ স্বর্ণ ডলারের মূল্যে। ১৯৩৭ সালে সোভিয়েট রুশিয়ার রপ্তানির মধ্যে ছিল সবচেয়ে বড় উৎপন্ন বেশী Cereals। তাছাড়া রপ্তানি হয়েছিল মাখন, পশম, পেট্রোল, কাঠ, তুলা ইত্যাদি। সুতরাং ভারতবর্ষ যদি মূলধন বেশ হোক না কেন তাকে পরমুখাপেক্ষী একেবারে হতে হবে না এ কথা বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের পর জগতের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের অবস্থা বিচার করলে মনে হয় যে কতকগুলি জিনিষের জন্য, যা কতকগুলি কারণে ভারতবর্ষকে বাইরের উপর অন্ততঃ কিছু কিছু নির্ভর করতে হবে।

জগতের ভূতোরের অর্থনৈতিক চেহারা যে রকম দাঁড়াবার আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ যখন শিল্প ও কৃষির উন্নতিমূলক পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে চাইবে সে সময় প্রধান অভাব হবে মেশিন-টুল এবং যৌথিক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির। বাস্তবে আশ্চর্যজনক উৎপাদন শিল্পের Consumers' Goods Industries) অভাব হতে পারে, কিন্তু সে অভাব পরিপূরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে বলে মনে হয়। এই সব যন্ত্রপাতি ইত্যাদির

সখ, সৌখিনতার দারিদ্র ভুলবেন না—
ঝোঁকে পড়ে—সখ, করে বিদেশী কেনা মানে
—দেশদেবক স্বাধীনতা বন্ধনকরা—
মা-বৌ বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী কর্ত্রী—
মা'র নজর থাকলে—
দেশী ছাড়া বিদেশী মাল বাড়ীতে ঢুকতে কখনও পারে না
সকল দেশী জিনিষের সন্ধানের জন্য আজই চিঠি লিখুন—
কমার্শিয়াল মিউজিয়াম
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট : : কলিকাতা

এদেশে তৈরী হচ্ছে অথচ এগুলি বিদেশ থেকে আমদানি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, কেননা এগুলি ছাড়া কোনও পরিবর্ত্তনের কিছুই স্থাপিত হতে পারে না। সেইজন্য যুদ্ধ থামবার পরে কিছুদিন পর্য্যন্ত -অন্তত এইদিক থেকে বৈদেশিক কারবার এইসব আগের মতন চালাতে হবে। এটি তার নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যদিকে অন্তত কতকগুলি জিনিষ রপ্তানি করলে তার সত্যিই সুবিধা হতে পারে। যুদ্ধের পর জগতে কৃষির অবনতি হবার সম্ভাবনা আছে। এ পর্য্যন্ত যে সব দেশ কৃষির দ্রব্য রপ্তানি করত (যেমন তালাতা, আর্জেন্টাইন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি) সে সব দেশ এই যুদ্ধের সময় শিল্প সর্ব্বস্ব হয়ে উঠেছে, যুদ্ধের পর তারা আর কৃষির দ্রব্য রপ্তানি করতে পারবে কি না সন্দেহ। খাদ্যদ্রব্য ইংলণ্ডের বাজার সেইজন্য কিছুদিন বেশ চড়া থাকবে। সেইসময় সুযোগ বুঝে ইংলণ্ডও খাদ্যদ্রব্য যদি রপ্তানি করা সম্ভব হয় তাহলে তা হবে ভারতবর্ষের প্রচুর লাভ থাকতে পারে।

অবশ্য খুব বেশীদিন এরকম অবস্থা চলতে পারে না। ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতির সঙ্গে তার বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করবার দরকার কমে যাবে। অন্যদিকে এ দেশে শিল্প বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এবং জীবনযাত্রার উন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের ও অন্যান্য দেশের তাহিদা এ দেশেই থাকবে, তা বাইরে পাঠান চলবে না, বা বাইরে পাঠাবার দরকার হবে না। কিন্তু সে সময়ের পুরোপুরি অঙ্ক-সম্পূর্ণতা চলতে পারে কিনা সন্দেহ আছে, আর যদি বাইরের ঘোলসাল বাঁচিয়ে বাইরের কারবার চালান যেতে পারে তাহলে যে যে ক্ষেত্রে সত্যই আপেক্ষিক সুবিধা আছে অন্তত: সেইসব ক্ষেত্রে বাস্তবিকই সুবিধা হবে।

সুতরাং সব দিক বজায় রেখে চলতে হবে: জগতে যখন কারবারের নামে খোলা চলবে তখন ভারতবর্ষের মত অধীন এবং অনগ্রসর দেশের সঙ্গে একেবারে অবাধ বাণিজ্য নামে সেই শোষণের কর্ম্মসিদ্ধ হওয়া। ইংরেজ সাম্রাজ্য ভারতে স্থাপিত হবার সময়ে অবাধ বাণিজ্যের নামে এইরকম শোষণনীতিই চলেছিল। সেইজন্য বাইরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য এবং অন্যদেশে কৃষিশিল্পের উন্নতি ও পূর্ণ-নিষ্ক্রোশ-নীতি সফল করবার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক প্রাচীর তুলে রাখতেই হবে। কিন্তু সেই প্রাচীরের মধ্যে দরজা রাখাও দরকার, প্রয়োজনমত সেই দরজা খুলে বা বন্ধ করে কারবার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

সেইজন্য আমাদের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের নীতি হওয়া উচিত এ দুইটির সমন্বয় সাধন। গত মন্বন্তর পর থেকে বিশ্বের দেশে অনেক অর্থনৈতিক কলাকৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সাহায্যে কোন দেশের বাইরের কারবারের সঙ্গে আত্মস্থায়ীন কারবারের অনেক যোগাযোগ (যা গত শতাব্দীতে ছিল) ফিরে পাওয়া সম্ভব। কাজেই বাইরের ঘোলসালের হাত এড়িয়েও বাইরের সঙ্গে কারবার করা বর্ত্তমানে একেবারে অসম্ভব নয়। যে রকম আরও কি কলাকৌশল যুদ্ধোত্তর যুগে দরকার হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত, কারণ এইরকম কলাকৌশলের যথেষ্ট উন্নতি করতে পারলে আমরা অনেকে কৃষিশিল্পের উন্নতির উন্নতি এবং সেই সঙ্গে পূর্ণ-নিষ্ক্রোশ-নীতির প্রয়োগ করতে পারব অথচ যেখানে যেটুকু সুবিধা সেখানে আন্তর্জাতিক কারবার করবার অসুবিধা ভোগ করব না। অবশ্য, বলা বাহুল্য যে, দেশে যদি সমাজবিপ্লব হয় এবং কোনও রকম সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক ঢেলা-ঢেলি দেখা দেয় তাহলে পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত, এবং অনেক ক্ষেত্রে উপায়ও, বদলে যাবে।

USE ASIA FAN

CONTROLLED PRICE

3 YEARS GUARANTEED

Manufactured by :—

ASIA ELECTRIC WORKS

7, CLIVE STREET, CALCUTTA.

SOLE AGENTS

Suppliers Syndicate

7, CLIVE STREET, CALCUTTA.

ভারতের অন্তর্বাণিজ্য

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম-এ

ইউরোপীয়রা বলে থাকেন ভারতের অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্যের তিনি ভাগ। অবশ্য এইরূপ ধারণা করবার কারণ রয়েছেই যথেষ্ট। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় (Tropical) হওয়ায় প্রকৃতিজ অবস্থাগুলি নানাপ্রকার শাক-সব্জী, খনিজ দ্রব্যাদি উৎপন্নের পক্ষে অনুকূল। এছাড়া যে দেশে লাল উৎপন্ন এবং উপভোগের বহু বেশী সুযোগ আছে, অন্যান্য দেশের তুলনায় সেই দেশের পক্ষে অন্তর্বাণিজ্যের সুবিধা অত্যন্ত বেশী হয়েছে। এই অজুহাতে ইউরোপীয়েরা অন্য কোন কথা চিন্তা না করেই সোজাসুজি এই মন্তব্য করেন। তাঁদের এই ধারণা অযৌক্তিক ও ভ্রান্তিপূর্ণ। ভারতবর্ষে যুদ্ধারোহ পর্যাপ্তমাণ রয়েছে, অথচ সিঁড়িপথের সংখ্যা খুবই কম; নদী, নালা, খাল বিলের অভাব নাই, অথচ প্রয়োজনীয় সেতুর অভাব খুবই বেশী। রেলপথ এবং সড়কের মাইল হিসাবে দৈর্ঘ্য যথেষ্ট কম। সারা ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য পরিমাণ ৪৪০০০ মাইল এবং পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য পরিমাণ প্রায় ৮৫০০০ মাইল। এ ছাড়া কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য পরিমাণ প্রায় ১,২৫০০০ মাইল। অন্তর্বাণিজ্যের পক্ষে রেলপথ এবং পাকা রাস্তার প্রয়োজনীয়তা বেশী। কাঁচা রাস্তায় যাত্রী ও মাল বহন কার্য অধিক মূল্যের পথে ও রাস্তাগুলিকে সারা বছর ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়। অন্তর্বাণিজ্যের পক্ষে আরও একটি বিশেষ বিঘ্ন রয়েছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের স্বীকৃতি ও উন্নতি লাভের পর হতে যতই বছর যাচ্ছে ততই নানা প্রদেশের উপযোগী এক নীতি (Uniform Policy) দূরে সরে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রদেশের কর সংস্থাপনের সাধারণ নীতি এবং আরও প্রাদেশিক স্বার্থ বিরোধ অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বাণিজ্যের আশানুরূপ বৃদ্ধি পাওয়া হতে পারে না। এই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ফলে লোকাল বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটি ও জিলেদের সীমানার মধ্যে নানা-প্রকার চুঙ্গী (Octory) ও প্রান্তীয় কর (Terminal tax) বসাইয়া অন্তর্বাণিজ্যের অন্তরায় সৃষ্টি করে তুলেছে। আধুনিককালে এই প্রকারের অসঙ্গতির মাত্রা বেশী। ভারতীয় করসংস্থাপনমূলক যে প্রকার নীতি-রীতি চালাচ্ছে, তাতে করে অন্তর্বাণিজ্যের প্রসার ও প্রতিষ্ঠিত আশা করা যায় কি?

কর সংস্থাপন নীতি

বিভিন্ন প্রদেশের করনীতি আলোচনা করে দেখা যায় যে, করের পশ্চাদ্ভার (Incidence of taxation) একটাকারে পড়ে না। এরে করে অন্যায় প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং অন্তর্বাণিজ্যের গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসিত মহাসভেরা নিজেদের ইচ্ছামত যে যে প্রদেশে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য বিক্রয়ের উপরে এবং সময়ে সময়ে সম্পত্তি ইত্যাদির উপরে নূতন নূতন কর বসাইয়া আর্থপ্রসারের পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সমস্ত নূতন নূতন কর বসানোর রীতিনীতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ পর্যন্ত লোকাল বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটির সীমানার মধ্যে যারা যারা ছিল, তাদেরকে প্রাদেশিক স্বার্থসংঘের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যেমন বলা যেতে পারে সেতু শুল্ক, পানাহার, লাইসেন্স ফী, আবোয়াব, ইত্যাদির কথা। এইগুলি আগে লোকাল বোর্ডের এলাকাভুক্ত ছিল। ক্রমে ক্রমে প্রাদেশিক মন্ত্রী মহাশয়েরা লোকাল বোর্ডের হাত থেকে নিজেদের কোলে ঝোল টেনে নিচ্ছেন। প্রদেশের সড়কগুলি রক্ষা করা এবং অন্তর্বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সড়কের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়ানোর ভার জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডেরই উপরে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ফলে জেলা বোর্ডের আয় কমে যাওয়ায় সড়ক উন্নতভাবে চালু রাখা ও বাণিজ্যের সুবিধা করে দেওয়া জেলা বোর্ডের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই দেখা যায় যে, সারা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত কাঁচা-পাকা রাস্তা যাত্রী, গাড়ী ও মাল বহন কার্যের পক্ষে আগে অনুকূল নয়। অবশ্য বর্তমানকালে এই সুবিস্তীর্ণ যুদ্ধের ফলে ভারতের যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেক কাঁচা রাস্তা ও কিছু পাকা সড়ক তৈরী হয়েছে। বলা বাহুল্য

সম্ভাবনার সীমা

অনন্তস্বরূপা আমাদের নিত্য সহচরদের মধ্যে। আজ অনেকেই বোধ হয়ে... আমাদের আজ আমাদেরকে সকল করে তুলতে নিত্য-নতুনের ডাকে আজ সাড়া দিচ্ছি। এ বিষয়ে আমাদের সাফল্য যেটা করেই আমরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নীচে আর বিবরণ পাবেন।

● **আমাদের এনগ্রেভিং বিভাগ**

আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এনগ্রেভিংএর কাজ বোধহয় আমরাই সর্বপ্রথম আরম্ভ করি। এই বিভাগে ব্লকের সাধের ফীনিশিংএর (যেমন প্লেটিং ও মিনে করা) কাজ আমরা অত্যন্ত যত্নে করি। ব্যবসায়ী লেটারহেডে চিঠিপত্রের জন্য নিত্য নামের এনগ্রেভিংএর ব্যবস্থা করে থাকেন। এ বিভাগের অন্তর্গত প্রস্তুত হয়ে—সিঙ্কোর ফীনিশিংএর, মেল-প্লেট, টীল ষ্টাম্প, রবার মার্কিং, সিঙ্ক থ্রোয়িং, এমবসিং ডেস, চেকের ইত্যাদি।

● **আমাদের মেকেন্স বিভাগ**

মেকেন্স, এনগ্রেভিং ও ফীনিশিং কাজ এখানে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। দক্ষ কারিগরদের অধীন থাকায় যেকে আর সময়ের মধ্যে অধিক কাজ প্রস্তুত করা এই বিভাগের বিশেষত্ব।

● **আমাদের রবার বিভাগ**

এখানে বিশেষ উন্নত উপায়ে প্রস্তুত হয় রবার ষ্টাম্প, ফেইস ষ্টাম্প, ফিঙ্গারপ্লেটিং, ষ্টাম্পিং প্যাড এবং অফিসের নৈমিত্তিক ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী আরও অনেক জিনিষ।

বিশেষ বিবরণ ও মূল্যাদির জন্য
পত্র লিখুন

রয়কো ইণ্ডাষ্ট্রীস
লিমিটেড
১-৩৪, বিডন রো, কলিকাতা।
ফোন: বি বি ১৪০০ টেলিগ্রাম: STAMPIT

১৯৪৪ সালের

উন্নতির পরিচয়

● নূতন বীমার বৃদ্ধি — ১০০%
● প্রিমিয়াম আয়ের বৃদ্ধি— ৭৫%
● লাইফ ফাণ্ডের বৃদ্ধি— ১০০%

বঙ্গলক্ষ্মী
ই সি ও রে ন্স
লিমিটেড

১২, নাইভ ষ্ট্রীট :: কলিকাতা।

একটি সৌধ প্রয়োজনে নির্মিত হয় নি। তবে মৃত-অঙ্গে জলসাধারণ এই রাস্তাগুলিকে অর্থদাত্রিদের কাছে লাগাতে পারবে।

শ্রমিক বিধি

যুদ্ধের পরের প্রবর্তিত হবার পরে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই শ্রম বিভাগ খোলা হয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারী অনুসন্ধান কমিটিগুলি শ্রমিকদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। ফলে মজুরী, বৃদ্ধি, দায়ভাগের অনুপাত (Dissensity benefit), চিকিৎসা সাহায্য, আবাস স্থলের সুবিধা ইত্যাদি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদিগের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে ও ভারতীয় করদরাজ্যসমূহে যদি একটি সার্বশ্রমিক সুবিধার সাধারণ নীতি প্রবর্তিত হোত, তাহলে ভাল হলেই পারতো হোত। অবশ্য বর্তমান সমিতির আলোচনে ভারত সরকার ভারতের বিভিন্ন অংশকে একই আইনে আবদ্ধ করবার প্রশ্ন তিন্না করছেন। সত্যই বিভিন্ন প্রদেশে ও ভারতীয় করদরাজ্যসমূহে যেভাবে শ্রমিক আইন তৈরী হতে সুরু করেছে, তাতে করে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের অসুবিধা খুবই ঘটবে। বর্তমান শ্রমিক আইন কেন্দ্রীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, অথচ প্রদেশসমূহকে তাদের স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাদেশিক আইন বিধিবদ্ধ করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক প্রদেশই 'চাচা আপন বাঁচা' নীতি অনুসরণ করায় প্রগতিশীল হচ্ছে তো নয়ই, বরং উচ্ছৃঙ্খলতার দিকেই চলেছে। ফলে অন্তর্বাণিজ্যের বিধি ও ব্যাপকতার পক্ষে দিনের পর দিন বাধাবিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা দেখা দিচ্ছে।

বৃটিশ ভারত ও ভারতীয় করদরাজ্যসমূহের মধ্যে শুল্ক-প্রাচীর

ভারতীয় করদরাজ্যসমূহ যেভাবে শুল্ক-প্রাচীর তুলতে সুরু করেছে তাতে করে বৃটিশ ভারতীয় ফেলসমূহের পক্ষে বাণিজ্যিক লক্ষ্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। অবশ্য করদরাজ্যসমূহে আমদানী বা স্থানীয় মালসমূহের উপরে যে পরিমাণ শুল্ক ধরে তা কোন ক্ষেত্রেই মূল্যসমূহের শতকরা পাঁচ টাকার বেশী হবে বলে মনে হয়। এই পরিমাণটি দেখতে খুবই সামান্য হলেও, কিন্তু বাণিজ্যের গতি শুল্ক ও শিল্পের এককেন্দ্রিকতা (Localisation of industries) রচিত করবার পক্ষে অসাধারণ ক্ষমতা রাখে। অবশ্য এটা খুবই সত্য যে, এতদ শুল্ক ধার্য না করলে রাজ্যের আর্থিক রাজস্বের আয় কমে যায় এবং শিল্পপ্রসার খুব হয়ে পড়ে। ভারতীয় ফেডারেশন যখন পুরোপুরি চালু হবে, তখন ভারতীয় করদরাজ্যসমূহকে শুল্ক-প্রাচীর তোলবার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। তবে অনুরোধের রাজাটা বিচেনাকে ছাড়িয়ে না যায়। কেন না করদরাজ্যসমূহকেও তো বাঁচতে হবে। বৃটিশ ভারত আর এদের মধ্যে যাতে অন্তর্বাণিজ্য অবাধভাবে পড়ে উঠতে পারে তার চেষ্টা খুব সতর্কই করা দরকার। বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহে যে প্রকার কড়া ব্যবস্থা চলেছে তাতে করে গত পনের ষোল বৎসর ধরে বৃটিশ ভারতীয় ফেলসমূহের শিল্পপ্রসার ভারতীয় রাজ্যসমূহে ঢেউ দিতে পারে নি। এই শিল্পপ্রসারের বাধকে ভারতীয় করদরাজ্যের বাইরে বৃটিশ ভারতের সণ্যের বাজারে আসতেই হবে। কেন না সেখানে বাজার এখনকারের তুলনায় অনেক বড়। এদিক দিয়েও করদরাজ্যসমূহ এবং ভারতের বাকী স্থানগুলির মধ্যে বেশ কড়া বাণিজ্যনীতি প্রবর্তিত হওয়া দরকার।

ফেলপথের নীতি

কোন দেশের আর্থপ্রগতি বা অবনতির জন্য রেলপথের শাসন পদ্ধতি অনেকখানি দায়ী। ভারতীয় ফেলসমূহে যে পরিমাণ মূলধন খাটে তার প্রায় সমস্তই ভারতীয় রাষ্ট্রের এবং অধিকাংশ ফেলপথই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, জার্মানীতে রেলপথের ব্যাপারে ব্যক্তিগত মূলধন যথেষ্ট পরিমাণে খাটে, তবু সেই সমস্ত স্থানে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নীতিই প্রতিপালিত হয়ে থাকে। সুতরাং এই ভারতে যেখানে রাষ্ট্রীয় মূলধনই ভারতীয় ফেলসমূহের আয়ের জোগাইতেছে এবং পন্থা নির্দেশিত করিতেছে সেখানে রেলপথের শাসন পদ্ধতিতে জাতীয় স্বার্থ অনুসৃত না হওয়ার কোনই কারণ দেখি না। রেলপথের ব্যয় বিষয়ক খুঁটিনাটিগুলিতে যেতে বর্তমান সময় নিতান্তই অনুপযুক্ত। এ-ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প এবং উহাদিগের উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাজারে চালু হবার সম্ভাবনা রেখে যথোপযুক্ত নীতি অনুসরণ করা উচিত।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলভুক্ত একটী উন্নতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডিরেক্টর বোর্ড এর সদস্যবৃন্দ

১। মিঃ জে, সি, মুখার্জি, বার-এট-ল	ফুলফুরী টাকা এসোসিয়েটেড অভিসার—কলিকাতা ফর্পোরেশন, ডিরেক্টর—বালার ফেলস লিমিটেড ফোর লিঃ প্রভৃতি।
২। রায় বাহাদুর এস, এ, বসিম ... সি-আই-ই	ডিরেক্টর :—লিঃ এসিয়াটিক ইলিনিয়েশন কোং লিঃ, আসোসিয়েটেড ইলিনিয়েশন কোং লিঃ প্রভৃতি।
৩। মিঃ সি, সি, মোরাইকা	প্রোপাইটর :—মোরাইকা আয়রন ফিলড্, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মোরাইকা ডেভিলপমেণ্ট এণ্ড ফিনান্সেস কোং লিঃ, মোরাইকা ভারতীয়াইজার লিঃ, মোরাইকা ট্রাক্ট আয়রন এণ্ড মার্কিণ্ট কোং লিঃ, মোরাইকা এসোসিয়েটেড এণ্ড বুধ এক্সপোর্ট এসোসিয়েটেড লিঃ।
৪। মিঃ এম, সি, ঘোষ	ডিরেক্টর :—ভাগবাস ইলেক্ট্রিসিটি কর্পোরেশন লিঃ, বালসী ওইল মিলস্ লিঃ, ডিলেক্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ, মহাবলী ওইল মিলস্ লিঃ প্রভৃতি।
৫। মিঃ বি, সি, ঘোষ	ম্যানেজার, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইলিনিওরেন্স সোসাইটী লিঃ।
৬। মিঃ সি, এম, বসু ...	অবৈতনিক এজেন্ট কিং এণ্ড কোং।
৭। মিঃ এস্, বসু ম্যানেজিং ডিরেক্টর	ডিরেক্টর :—এইচ, বসু এণ্ড সন্স লিঃ, ব্যাঙ্কসমিলস্ লিঃ কোং লিঃ, ইণ্ডিয়া ফলেস্টাইল কার্পেট্ লিঃ প্রভৃতি।

ফেনারেল ম্যানেজার—মিঃ জে, এন, সেন, বি, এ, এস্-আর-ই-এস্, (লণ্ডন)।

পরিবর্তনশীল অবস্থাদির অধিক্ষেপ প্রয়োজন বলে ঘটে রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়া দরকার। ১৯৪০ সালে ব্যাবহারার্থ কমিটি যে অনুসন্ধান বিবরণী দাখিল করেন তা পড়ে দেখা যায় যে বিভিন্ন রেলওয়ে তাহার চার সম্পর্কে যেরূপ এক্সপেনডিচার পলিসি গ্রহণ করেছে তা খুবই সাহায্যক। যেমন বলে বলা যেতে পারে মাদ্রাজের বাকিংহাম খালের কথা। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অবিবেচনাপ্রসূত ভাড়ার খালের কর্তৃপক্ষরা লাভের আশা না দেখে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে ট্রেফিক ভাড়া হ্রাস করে যখন যাহে তখন একদিকের প্রয়োজনে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দিয়ে আর এক দিকের প্রয়োজনে খুব কম দেন। ১৯১৮ সালের প্রথম ভাগে রেলওয়ে বোর্ড স্থায়ী আদেশ দেন যে, দেশীয় শিল্প যাতে কাঁচা মাল ও তৈরী প্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ হারে বহন বা প্রেরণ করতে পারে সে বিষয়ে বিভিন্ন রেলওয়ের মালের পদ্ধতি যেন অবহিত থাকে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত এই স্থায়ী আদেশকে সর্বতোভাবে মেনে চলেন নাই। রেলওয়ে বোর্ডের পরামর্শ কমিটির বার্ষিক বিবরণীতে যে প্রকার জটিল ও বাহুবহুল পন্থা নিয়ে নিয়ে করে থাকে তাতে করে এরূপ পরামর্শ কার্যকরী হবার আশা সুদূর পরাহত। তাই মনে হয় মাল বহন বা প্রেরণ সম্পর্কে যত প্রকারের পথ খুলে রাখা যায়—সে পথ জলেই হোক্, মোটরেই হোক্, কি মো-আইটের হোক্—তদ্বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের সজাগ হওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি মোটরযান আইনে প্রাদেশিক এবং মূলধনীয় (Regional) মাল প্রেরণ কর্তৃপক্ষের নিয়োগ ব্যবস্থা করে অন্তর্বাণিজ্যের আরও অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। রেল এবং সড়কের এলাকায় কোন্ জাতীয় মাল চলাচল করবে এবং তাদের ভাড়ার হারই বা কিরূপ হবে এ সমস্তই নির্ভরিত করবার ভার পড়েছে এই নতুন কর্তৃপক্ষদের হাতে। প্রাদেশিক সরকারও পেট্রল এবং অন্যান্য আলানী তেলের উপরও বিশেষ কর ধার্য করেছেন। এতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন কোন রাস্তাঘাট ব্যবহারে মাল চলাচলের খরচ বেড়ে অন্তর্বাণিজ্য এবং দেশীয় শিল্পপ্রসার বিঘ্নিত হয়ে পড়ে।

আভ্যন্তরীণ জলপথ

ভারতীয় সমবনীয় পর্ত অবস্থিতি ও তৈলবহ। এই আভ্যন্তরীণ জলপথে ছোট ছোট দেশী নৌকা ছিন্ন ছাড়া বড় ষ্টীমার সব সময় চলতে পারে না। প্রতিদ্বন্দ্বী রেল এবং সাগরগামীর পোতবাহিনীর ভাড়া কাটাকাটির ফলে আভ্যন্তরীণ জলপথে মাল চলাচলের সুবিধা থাকে না। অতীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোন কোন সভ্য জলপথে মাল ও যাত্রী চলাচলের নিয়ন্ত্রণ হার বেঁধে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোন ফলই হয় নাই। এখনো বাকিংহাম খাল বহু অর্থব্যয়ে তৈরী হয়েছিল; কিন্তু এখন উহার নাম মৈথ্যব্যাপী এক ধাত ফলও পাওয়া কি না সন্দেহ। বণিক এবং নৌকা-চালকদের পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্ত্বেও মাদ্রাজ সরকার এই খালের প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা করেন নাই বা অন্যান্যদের সুবিধার জন্য লাইসেন্স ফী অবিধানা ইত্যাদিও কমান নাই। এইরূপ ইচ্ছাকৃত অবহেলার ফলে অন্তর্বাণিজ্য আশানুরূপ লাভবান হতে পারে না।

উপকূলীয় বাণিজ্য

ভারতীয় উপকূল জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা মূলতঃ বিদেশী স্বার্থের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাগরগামীর জাহাজগুলি খুব কমই সাহায্য করে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী ইত্যাদি সাতটী বড় বড় বন্দর ছাড়া অন্যান্য ছোট ছোট বন্দরগুলি প্রাদেশিক সরকারের এলাকাধীন। ছোট ছোট বন্দরগুলির স্থানীয় আবশ্যকীয় বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা ও উন্নতির জন্য প্রাদেশিক সরকারই দায়ী। বাস্তবে তাহা, তাদের কোনো কিছুই হচ্ছে না। ভারতের অন্তর্বাণিজ্যের প্রসারের জন্য উপকূলীয় বাণিজ্য কিছুটা সাহায্যের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যথেষ্ট দাবী জানানো হয়েছে। কিন্তু সরকার থেকে তীব্র বাধা আসায় কোন ফলই পাওয়া যায় নাই এবং ভারতীয় মূলধন সাহায্যে যে সাগরগামীর বাণিজ্যের প্রয়াস দেখা দিয়েছে, তাও হয়তো বা একদিন একেবারে বিলীন হয়ে যাবে।

বর্তমানে রেলবোর্ডের হাতে মাল ও যাত্রী চলাচলের একচেটিয়া অধিকার দেবার জন্য সরকারের খুব ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে। মাদ্রাজের অনেকগুলি রেলবোর্ড ইতিমধ্যে এই অধিকার পেয়েছে। এতে ব্যক্তিগত প্রয়াস নীরবই হয়ে যাবে এবং ফলে যাত্রী সাধারণ ও মাল বহনের খরচা খুবই বেড়ে যাবে। পাশ্চাত্য দেশে রেলওয়ে এবং সড়কের চলাচলের জন্য কিছুটা সমন্বয় বা সমন্বয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়েছে। রাজ্যবাদ এবং মিশরেও এইরূপ প্রয়াস কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছে। ভারত সরকার বৃহত্তর জাতীয় প্রয়োজনমূলে এই সমন্বয়ের নীতি অনুসরণ করলে অনেক জটিল সমস্যার গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়বে।

উপসংহার

ভারতীয় অন্তর্বাণিজ্য সম্পর্কে সম্যক্ আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, কর্তৃপক্ষ তিন প্রকারের—কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয়। এই আদেশদের ফেরে পড়ে অন্তর্বাণিজ্য খুবই বাধা পাচ্ছে। তাহাতে যাতে মাল ও যাত্রী সাধারণের চলাচলের সুবিধা ঘটতে পারে তার জন্য বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সমন্বয়ন্ত্রণতা রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া দরকার। যেমন এ এমন করতে পারলে অন্তর্বাণিজ্যের আজ এবং প্রসারের জন্যই যে কেবলমাত্র বাড়বে তাহা নয়, পরন্তু দেশীয় শিল্প যেন সস্তা খরচে এবং তাড়াতাড়িতে দেশেরই হাটে বাজারে মহে বিকিকিনি হতে পারবে। আধুনিক যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে স্পষ্টই বলা যায় যে কোন দেশই বিদেশী জোরা-বিক্রয়ের উপরে নির্ভর করে নিজ-প্রয়োজনে সাজ ও উপকরণ করে তুলতে পারে না। সুতরাং আমাদের নিজেদেরই প্রয়োজনে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যগুলি —তা' দিনের পর দিন ধরে সংখ্যায় ও তীব্রতায় বেড়ে চলেছে—তাকে যদি নষ্টিয়ে দিতে না পারি তাহলে বিদেশেরই হাতে পড়া করতে হবে শেষ নিশ্বাস ফেলতে হবে। রেলওয়ে, সড়ক এবং আভ্যন্তরীণ জলপথ সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় পরিচালনার জন্য একটী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা তো দরকারই, তাছাড়া এই উদ্দেশ্যে ব্যাপারে কেন্দ্রের জাতীয় নীতি সর্বতোভাবে অনুসরণ করা দরকার।

কলিকাতার বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত

এশিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

১২, জ্যাকসন্ লেন, কলিকাতা

স্থাপিত : ১৯২৮ সন

একটি আধুনিক সমস্ত নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান

গত ১৬ বৎসর যাবৎ অতি বিশ্বস্ততার সহিত জনসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ এম, সি, দাস।

প্রদত্ত দাবীর পরিমাণ ৪,০০,০০০৲ টাকার উপর

ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স

লিমিটেড

পি-৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা

এজেন্সীর সর্তাদির জন্য আবেদন করুন

কে, ডি, ব্যানার্জী

ম্যানেজার।

প্ল্যানিংয়ের খেয়াল

-বর্ধমান ভট্টাচার্য্য

আমাদের ভারত সরকারের কোনও প্ল্যানিংয়ের কথা শুনলেই বেলেবেলার শোনা ছড়াটার সেই কবিতাটি মনে পড়ে :

এক যে ছিল খেয়াল,
তার বাপ বিয়েছিল খেয়াল,
তার ছেলে সে কম যা কিসে
তার হল এক খেয়াল।

খেয়াল ছাড়া আর কী বলব? বৃটিশ সরকারের খেয়ালেখি ভারত সরকারও বৃদ্ধ লাভ করার বহু আগে থেকে মুখোশের পুনর্গঠন নিয়ে মস্তবড়বো মাথা ঘামাচ্ছেন। মোটা মোটা খেরচের বিল আর বিদেশজ নিয়ে গঠিত হরেক রকমের কমিটি আর সাব-কমিটির 'sound and fury' শুনে' শুনে' কত ভালো লোকও ভুল করে মনে করেন, এত আয়োই এত টাকার প্রাণ কি আর বাকিরা হচ্ছে—এবার তাই একটা কিছু না হয়েই আর যায় না। হায় রে আশা।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে দুনিয়ার অর্থনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে প্ল্যানিং কথাটা প্রথম চালু হল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট থেকে আরম্ভ করে অনেকে বীমারিক ও এমেনে স্যার জোসেফ ভোর পর্য্যন্ত কত প্ল্যানার, কত যে প্ল্যানিং। প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বোধ হয় আর সকলকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। বিভিন্ন দিকের এত পরিকল্পনার কৃতির আর কোনো দেশের অর্থবৈদেরই আছে কিনা সন্দেহ। আর সব দেশে পাঁচ বছরের, দশ বছরের, কোথাও বড় জোর পনের বছরের পরিকল্পনা'র কথা শোনা গেছে। ভারতবর্ষ এ বিষয়ে রেকর্ড রেখেছে। চল্লিশ বছরের মেয়াদী পরিকল্পনা আইনতঃই বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে।

ভারত সরকারের বৈশিষ্ট্য আরো কত না দিকে! এত সব কমিটি আর সাব-কমিটি কলম হচ্ছেন, যাদের নাম-ধাম সব মনে রাখার মতো বী-শক্তি আমাদের সাধারণ লোকের নেই। কতকগুলি কমিটি তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেছেন। কতকগুলি কমিটি এখনো তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারই ভূখোদের পুনর্গঠন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এমন নয়। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারেরও যার যার পরিকল্পনা তৈরি করার কথা। কেউ রিপোর্ট দিয়েছেন, কেউ বা দেদো-দেদো করছেন। কোনো কমিটি ৭ বছরের, কোনোটা ১০ বছরের; কারো কারো কমিটি ৫০ বছরের, কারো বা একটানা ৪০ বছরের পরমায়ু।— ভারতের অর্থসাধারণের মতপক্ষতা আছে প্রায় বিস্তর!

ভারতের আয়-ব্যয়ের এ সব সাতরং সংপ্রচেষ্টাকে কেন যে খেয়ালের খেলা বলেছি সে কথাটা বুঝবার চেষ্টা করা যাক্।

প্রথমে শিক্ষার কথাই ধরা যাক্। এদেশের পর্যবেক্ষ-প্রধান শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থার তুলিয়ে দেবার জন্য একদিনে গবর্ণমেণ্টের নাকি চৈতন্য হচ্ছে। পরিকল্পনার ভার পড়ল সেন্ট্রাল এডুকেশনাল বোর্ড অফ এডুকেশনের উপর। শিক্ষা বিস্তারের তীব্র ইচ্ছার কমিটির চেয়ারম্যান হলেন জন্ সার্জেন্ট। মিঃ সার্জেন্ট তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেছেন। তাঁর কমিটি আগামী ৪০ বছর থেকে ছোক বছর অন্তর পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছেলে আর প্রত্যেক মেয়েকে ছেলে মেয়েদের সর্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা করে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের পথ সাধারণের পক্ষে সুগম করার এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমতো তাদের ব্যবসায়িক শিক্ষার শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপক বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ভালো ভালো নির্দেশ রয়েছে সার্জেন্ট রিপোর্টে।

সার্জেন্ট রিপোর্টের ভালোর দিক ও মন্দের দিক নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহল আলোচনা করেছেন। এই রিপোর্টকে মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক বলে আপাততঃ মনের ভালো হিসেবে মেনে নিয়ে এবার আসল কথায় আসা যাক্।

কথার কথা, টাকার কথা বলছি। সার্জেন্ট রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি কেবল কাগজে পত্রে লীমাবদ্ধ রাখাই যদি গবর্ণমেণ্টের মনোগত বাসনা না হয়ে থাকে, তা হলে তাঁদের প্রতি বছরে ২৭৭ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। ভারতের ক্ষয়া বহু নিরক্ষরতা ও কিছু কিছু অজ্ঞান-জ্ঞান সত্ত্বেও আমাদের দুনিয়ার অজ্ঞতার কথা বিস্মৃত না হলে বলতেই হবে ২৭৭ কোটি টাকার বরাদ্দ আলো বেশিরকম। প্রথম পাঁচ বছরে ১ হাজার ৬০ কোটি ব্যয় করতে হবে বলে সার্জেন্ট কমিটি জানিয়েছেন। এ ধন কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে? টাকা দেবেন কে?

বিভিন্ন আর্থিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে হলে কোন্ দিকে কত অর্থ ব্যয় করা হবে বা যায় করা যেতে পারে সেই আসল প্রশ্ন নিয়ে বাধা বাধাবার ও বিরোধিতা জানাবার ভার দেওয়া হয়েছে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইসম্যানের উপর। তিনি জানিয়েছেন, আর্থিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে ভারত সরকার প্রথম ৫ বছরে ১ হাজার কোটি টাকা নিয়োগ করবেন। এর ফলে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার ব্যয় মেটাতে, আর ফলে আশা যায় বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার যেসব বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছেন ও করছেন সে সবের কাজে লাগানো করতে। অবশ্য বলা বাহুল্য, শিক্ষা সম্পর্কিত সার্জেন্ট পরিকল্পনাই প্রথম পাঁচ বছরে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা চায়। স্যার জেরেমি রেইসম্যান তথা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রথম পাঁচ বছরে সকল দিকের জন্য মোট ১ হাজার কোটি টাকার বেশি নিয়োগ করতে নারাজ কিনা জানিনে। আর সবাইকে দিয়ে থুয়ে শিক্ষা তবে কাদের ভাগে কত পাবে? সার্জেন্ট তাঁর দিকের কথা বলবেন।

আর সব পরিকল্পনার কথা বিশেষ কিছু না বললেও চলবে। কৃষি-পরিকল্পনার গবর্ণমেণ্টকে প্রথমে ১ হাজার কোটি টাকা এবং পরে প্রতি বছর ১০ কোটি টাকা করে ব্যয়-বরাদ্দ করতে বলা হয়েছে। রেলওয়ে পরিকল্পনার এদেশে রেলের ইঞ্জিন ও বগলার তৈরীর ব্যবস্থা এবং সাত বছরের মধ্যে আড়াই হাজার মাইল নতুন রেলপথ তৈরী বাবদ ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে চলে জানানো হয়েছে। ভারতের যাতায়াতের ইতি বিষয়ক পরিকল্পনার কমিটি ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করে তিন বছরে ৪ লক্ষ মাইল নতুন রাস্তা তৈরীর নির্দেশ দিয়েছেন। এই কিন্তু সব নয়। আরো আছে। ঘুষের সঙ্গে যেসব তৈল যোগান হবে তাদের নানাভাবে

—BUY—

PERFECT & RELIABLE

POTTERY MACHINES

—MAKERS—

Kusum Engineering

Company, Limited.

Patron :

Kumarbir ALAMOHAN DASS

Managing Agents :

H. P. BOSE & BROTHERS LIMITED.

Registered Office :

25, SWALLOW LANE CALCUTTA.

Factories :—54, B. T. Road, Belghoria, Calcutta.
99, B. T. Road, Belghoria, Calcutta.

শেয়ার মার্কেটের সোনার হরিণ

●

বিদেশীর ব্যবসাবিজয়ীর জীবনের আর্থিক প্রসারে যারা আছেন। জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে আমের জীবনের উন্নয় ও শক্তি নিয়োগের হইয়া যায়। পরিশ্রম করলে সংসারের সকল কিছুই থাকে না। অনাগত অনাগতিক দুর্দিনে ভবিষ্যৎ সংস্থানের মূলা বলিয়া হাতে করিয়া ইহারা পৃথিবী হইতে বিদায় লয়। ইহাদেরই জন্য গড়িয়া তুলিয়াছেন বেলিয়াস এবং আকর্ষণমূলক প্রস্তাবাবার ইহাদিগকে প্রচুর করিবার সব রকমের প্রতিষ্ঠান আজও তাঁর পাশিয়া বসিয়া আছে। যাহারাতি সংসারে ইহাদের আসার ইহাদের আসেরেই শেয়ার মার্কেটের সোনার হরিণের পেছনে ছুটিয়া বেড়ায়। এই ব্যবসাবিজয়ী যাহাতে সকলের নিরাপদ সুযোগ পায় সেই উদ্দেশ্যেই এই

মিউচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট লিঃ

অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞতালব্ধ সুদূরপ্রসারী ব্যবসায়ীদের সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এদেশে এই Planned Investment-এর পরিকল্পনা এই সর্বপ্রথম।

●

ট্রাস্টের উদ্দেশ্য

১। আপনার টাকা নিরাপদে খাটানো।
২। সর্বাপেক্ষা বেশী সুদ বা আয় দেওয়া।
৩। যে কোন সময় সহজে টাকা লগ্নী করার সুবিধা দেওয়া।
৪। দেশের বাজারের যে কোনো 'ইউনিট সার্টিফিকেট'-এর সহজ পরিবর্তন সৃষ্টি।
৫। উপরের সমস্ত সুবিধাগুলি একত্রে 'ইউনিট সার্টিফিকেট'-এ দেওয়া।

ট্রাস্টের 'ইউনিট সার্টিফিকেট' কিনিয়া যে কোনো অভিজ্ঞ ভবিষ্যতের সুচিন্তিত সংস্থান করিতে পারেন, যাহা আমিনার জন্য কোনরূপ মাথাব্যথার প্রয়োজন হইবে না, অধিকন্তু আমাদের 'পরিকল্পিত লগ্নী' (Planned Investment) সুবিধা পাইবেন। প্রতি ইউনিটের মূল্য—১০৲ টাকা।

●●

মিউচুয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিঃ

হেড অফিস :—৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখা—বোম্বাই, মাদ্রাজ, আহমেদাবাদ, রাজকোট, আমেদাবাদ, নাগপুর, বিহার দিল্লী, রাজিন্দর প্রভৃতি।

ফোন : — ক্যাল ২৯৮১ | তার : ক্যাপিটলমার্ট

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সাব-এজেন্ট আবশ্যক

উন্নতির পরিচয়

	১৯৪৩	১৯৪৪
নূতন বীমা	১২,০০,০০০৲	২৪,০০,০০০৲
ডিপোজিট	১,০০,০০০৲	২,০০,০০০৲
বীমা তহবিল	৬,০০০৲	৭২,০০০৲ (৬৩৫ গুণ বেশী)

বর্ত্তমান ডিপোজিট ৪,৫৩,০০০৲

●●

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

—চেয়ারম্যান—
কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ।

৩০ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড : : কলিকাতা।
ফোন—কলি : ৭৩৭

ইণ্ডিয়ান
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
ক্লিয়ারিং-এর সুবিধাযুক্ত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান

- সহজ সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং বিল ডিস্‌কাউণ্ট করা হয়।
- ফিক্সড ডিপোজিট এবং অন্যান্য আমানতের উপর সুদের হার লাভজনক।

ব্যাঙ্কের পাইড-টু-ইনভেস্টারস-এর জন্য আবেদন করুন।

ব্রাঞ্চসমূহ

ঢাকা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নকশী (আসাম), বাঘিয়া, সাইরিয়া (রাজ) ও বেড়া (পাবনা)।

আর, রায়—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

পুনর্বিন্যাস সম্ভাব্য পরিকল্পনা বাবদ ৫ শত কোটি টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে আছে। তার চেয়েও চোখের অন্তরালস্থ সম্পর্কিত পরিকল্পনার হিসেবটা এখনও বার হয় নি। তাহলেও অন্তত কোটি টাকার কথা বলা হয়ে গেছে বই। অনেক প্রাথমিক সরকার এখনও তাঁদের পরিকল্পনার অর্থাৎ কত টাকা লাগবে সেকথা জানান নি। কিন্তু কোটির কমে যে কেউ কথা বলবেন না এবং বলা যে যায়ও না তা না বললেও চলে। বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের গবর্নমেন্ট তাঁদের পরিকল্পনা পেশ করেছেন। বোম্বাইএর বরাদ্দ ১৭২ কোটি এবং যুক্তপ্রদেশ চাইছে ১৯ কোটি টাকা।

এতাবৎ যে হিসাব পাওয়া গেছে তাই যথেষ্ট। অর্থাৎ গবর্নমেন্টেরই নিজের উদ্যোগে যেসব পরিকল্পনা করা হয়েছে তাদের বাস্তব রূপ দিতে গেলে প্রতি বছর কম করেও তার চেয়েও প্রতিগুণ পরিমাণের দিন গুণ অর্থ চাই-ই চাই। কিন্তু অত টাকা পাওয়া যাবে না, খোদ অর্থসচিব জানিয়েছেন। তাই যদি অবস্থা, তা হলে অত ঘটা করে এত সব কমিটি সাব-কমিটি বসানোর কী প্রয়োজন ছিল?

এখানেই ভারত সরকারের পেটের কথা বলা পড়ে যায়। আমাদের সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে, তাঁদের মুখোশের অর্থনৈতিক সুপরিচিতের হাকডাক সব মূলতঃ এক লোক-দেখানো ব্যাপার। প্রথমের প্রথমে ভুল করে 'স্বেচ্ছাল' বলেছি। আদৌ স্বেচ্ছাল নয়। ভেবে চিন্তে রীতিমতো এক পরিকল্পিত অভিযান। ভারতবর্ষ ইংরেজের দাস জানুক, দুনিয়ার লোকের মনে এমন একটা ধারণা আছে এবং থাকাটা যে সেই পক্ষেই ঠিক সে-কথা রোজাইট হল থেকে মন্ত্রাজিল্লী পর্যন্ত ছোটো বড় সব স্বেচ্ছাসেবকরাই জানেন। জানেন, কিন্তু মানেন না। মানতে গেলে আজও পৃথিবীর শুষ্ক সমালোচনার সামনে মাথা উঁচে না। বিশ্বশান্তি ও স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা বছরের পর বছর ধরে বিশ্বজোড়া প্রবন্ধের অপব্যয়ের সঙ্গে যোগান, তাঁরা সুপ্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য-পুষ্ট একটা দেশকে দুশ বছরের একটানা শোষণের পরও আরও শক্ত খুঁটো দিয়ে বাঁধতে চাইবেন, এমন কথা দুনিয়ার প্রকাশ্য দরবারে যেন ওঠে না—উঠলেও তা চাপা দেবার জন্যে ব্যবস্থার যেন অভাব না ঘটে। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যাঁরা বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা ফেলে মার্কিন মুলুকাদিতে ভারত সম্পর্কে অর্ধ-সত্য, বিকৃত সত্য ও জলবৎ মিথ্যার ফোয়ারি ছাড়ান বা প্রচার যেন কিংবা আপত্তি না জানিয়ে পরোক্ষে সাহায্য করেন, তাঁরা সম্ভবতঃ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে আজ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব ক্রমশ টাট বাড়া থেকে রাষ্ট্রের কাজে অধিক প্রযুক্ত হতে দেবেন। এ প্রসঙ্গে দু'দশ বছর আগের একটা দৃষ্টান্ত স্মরণ করব। ওয়াশিংটন থেকে এক বৃটিশ লিবারেল সংবাদদাতা মার্কিন সংবাদপত্রের খবর থেকে সংবাদ তৈরি করে ভারতে পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন, সমগ্র ভারতে বিনা খেসারতে যাযাবর-মূলক নিজা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। ওখানে কিন্তু লাঙ্গেই হিসেবটা বার হয় নি। কে বা কারা আমেরিকার অমন সত্য সংবাদ ঘটিয়েছিল? ওয়াশিংটনের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ঐ তারা মিথ্যার প্রতিবাদ করেছিলেন কি? আমরা কোনো কথাই জানি নে।

ভারতের আমাবিবাতারা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে কতখানি আগ্রহী তার প্রমাণস্বরূপ প্রমাণ মুখোশের সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে ভারত সরকারের অনুসৃত দোদুল আর্থনীতি। ভারত সরকার জানিয়েছেন, ভারতের লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, খোলাকলী বৈদ্যুতিক শিল্প, যন্ত্রপাতি, সামরিকসম্ভার নির্মাণের শিল্প, জাহাজ শিল্প, ট্রাক্টর তৈরীর শিল্প, সুবাসার ও সিমেন্ট শিল্প প্রভৃতি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে। একেবারে nationalisation! - মাথা নেই যার, তার মাথা ব্যথা! National Government-এর এখনো দেখা নেই, কথা উঠেছে nationalisation-এর! অবশ্য 'কেপায়' বলতে যদি বৃটিশ কেপারের আর্থের কথা বোঝায়, তা হলে কথাটার আপত্তি নেই! ও'রাভের সঙ্গীর মতো তাদের গবর্নমেন্টের কল্যাণকামী মনের বল অবধি স্পষ্ট দেখা যায়। তাঁদের সন্দিহান প্রমাণ পেছে বেশী যাযা যাযাবার প্রয়োজন পড়ে না। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে আসার ঈপ্সিত তালিকায় পাট শিল্প নেই, চা শিল্প নেই, কাগজ শিল্প নেই—এ তিনের মালিকেরা পর্যন্ত নেই। থাকবে কেমন করে? কে না জানে, ঐ তিনটি শিল্প যে মূলধন খাটে তার অধিকাংশই বৃটিশ বণিক ও বণিকের—ঐ তিনটি শিল্পের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওঁরাই মোড়লি করেন। ঐ তিন শিল্পের লোলুপে বিলাতের কত শত পরিবার বিশ্বিতে পায়ের উপর পা রেখে প্রতি বছর ভারত-থেকে-আসা মোটা লভ্যাংশ ভক্ষণ করার সুখে মেতে। সুতরাং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ভারতের উন্নতির জন্যেই সমীচীন বলে বিবেচিত হতে পারল না। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে যদি কিছু আসবেই হয় তবে সবার আগে কয়লা শিল্পেই আসা উচিত। সবখানে তা-ই হয়। যেখানেই 'জাতীয়করণ' (nationalisation) হওয়ার প্রস্তাব হয়েছে সেখানেই কয়লা শিল্প প্রথমের দিকে। এমন কয়লা সম্পর্কে ভারত গবর্নমেন্ট মন স্থির করতে পেরে উঠেন নি। তাই একটা স্থির সিদ্ধান্ত না করা পর্যন্ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য কয়লা শিল্পের নিয়ন্ত্রণের ভার ইউস বৃটিশ শিল্প ব্যবসায়ীদেরই হাতে।

আবার সেই টাকার কথায় আসা যাক। স্যার জেরেমি রাইসের ১ হাজার কোটির বেশী টাকা যায় করতে পারা যাবে না বলে জানিয়েছেন। তাঁর কোনো দোষ নেই। লক্ষ্যি তো, টাকা তাঁরা দেবেন কোথা থেকে? ইংরেজ শাসনে এ রকমের অভাব আমরা চিরকাল ভোগে আসছি। অন্নবিদ্যার টাকা নেই, জনস্বাস্থ্যে টাকা নেই, বন্যাবারী রুখতে টাকা নেই, মন্বন্তর ঠেকাতে টাকা নেই। যে দেশের লোকের গড়পড়তা বার্ষিক আয় ৬৫৲ টাকা মাত্র এবং গড়পড়তা আয়ু যেখানে ২৭ বছরের বেশি নয়, সে দেশের লাট বড়লাট থেকে ও অন্যেরাও উচ্চপদস্থ সরকারী রাজকর্মচারীদের সব বেঁটে দিয়ে এবং পুলিশ ও সৈন্য বিভাগের দুয়ের অংশ বৃদ্ধিয়ে দিয়ে রাজস্বের কড়াকে যে কলাটি থাকে তাই দিয়েই তো এতকাল জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, জনকল্যাণ সব কিছু বজায় রয়েছে! "Rolls Royce administration in a bullock-cart country!" আজ আবার নতুন কী হবে?

অবশ্য নতুন কিছু হয়—হবেও। অবশ্য তা আজ নয়। সেদিন টাকার মিলবে।

দেশের প্রকৃত উন্নতির পরিকল্পনা কার্যকরী করতে দেশের লোক দেদার ও সানন্দে টাকা দেবে। সে গবর্নমেন্টকে কম দিতে কোন দেশ কৃষ্ঠিত হয় না। তবে এ গবর্নমেন্ট থাকতে তা হবে না। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে কোনো কিছুরই অভাব ঘটবে না—অর্থেরও নয়, ভালো পরিকল্পনারও নয়।

টাকার নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া টাকা খাটাইতে হইলে

!!! রবীন্দ্র-নগর !!!

গঠন কার্যে

স্থায়ী আমানতে টাকা খাটান।

সুদের হার

এক বৎসরের জন্য	৫%
দুই বৎসরের জন্য	৫৷৷%
তিন বৎসরের জন্য	৬%
চারি ও পাঁচ বৎসরের জন্য	৬৷৷%

দি ইনভেষ্টারস্ লিমিটেড

৬নং ক্রশ ষ্ট্রীট : : কলিকাতা।

যুদ্ধোত্তর বিমানশিল্প ও ভারতবর্ষ

অধ্যাপক শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম এ

যুদ্ধে পৃথিবীর অনেক ক্ষতি হয় সত্য, কিন্তু যুদ্ধের অনিবার্য্য প্রয়োজনে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ক্রমবর্দ্ধমান অবাধ গতিতে যে সকল নূতন নূতন উপায় আবিষ্কার করে, সভ্যতার অগ্রগতিতে সেই সবাবিষ্কৃত বস্তুগুলির মূল্য বিস্তর কম নয়। বর্ত্তমান মহাসমরে প্রকৃতির প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হইতেছে, সমৃদ্ধিশালী অনেক নগর ও গ্রাম শ্মশানতুল্য পরিণত হইয়াছে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যে ক্ষতি হইয়াছে ইহাদের তাহার পরিমাণ করা যায় না। কিন্তু এত ক্ষতির অন্তরালেও এই যুদ্ধ পৃথিবীকে কৃত্রিম রবার, সেলুলিসিলের মত সর্ব্বতোমুখ উপাদান, সকল কাজে ব্যবহারোপযোগী ডিল গাড়ী, উন্নত ধরণের ঘোড়াবিহীন গাড়ীটি এমন সব বিবিধ উপহার দিয়াছে, যাহাদের সৌজন্যে যুদ্ধের পরে আমের তুলনায় অনেক কম পরিশ্রমে মানুষ সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের সুযোগ পাইবে। এক কথায়, এই যুদ্ধের প্রভাবে পৃথিবীতে মূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যানের স্থান সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে বিদ্যুৎ, জাহাজ, রেলগাড়ী আর মোটর গাড়ীর গতিশীলতার ঘোর বিরুদ্ধি হইয়া সভ্যতাকাঙ্ক্ষী মানুষের মন একান্তভাবে অধিকার করিয়াছে বিমানশিল্পের বিপুল সম্ভাবনা।

অবশ্য সবের আকাশ প্রবল যান হিসে পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যদেশে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিমানশিল্পকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গ্রহণ করিয়াছে এবং ভারতবর্ষের মত যে সকল অনুন্নত দেশ অন্যান্য এই শিল্প প্রসার করিতে চায়, বিমান চালাইবার উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে এখনও একেবারে অসম্ভব নহে। বলিতে গেলে যত যুদ্ধের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাই বিমানবল সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে শক্তিশালী দেশগুলিকে প্রেরণা দিয়াছিল। যদিও সেবার যুদ্ধ জাহাজের স্থান ছিল সর্ব্বাগ্রে, তথাপি বিমানের কার্য্যকারিতা যত যুদ্ধেই ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া যায় এবং বিমান আক্রমণের পর হইতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিগুলি বিভিন্নভাবে বিমানশিল্পের উন্নতি-সাধনে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। এই প্রচেষ্টার ফলে যুদ্ধের বহুদের যাত্রীবাহী আবিষ্কারের সহিত বিমানের গতিবৃদ্ধি ও দুর্ঘটনা হ্রাসের বিবিধ উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখন ক্রমশঃ আকাশ পথে বিমান যানবাহনসমূহ সহরের রাজপথে পরিভ্রমণ অপেক্ষা নিরাপদ হইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বেই হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষিত বৈমানিক বিমান চালনা করিলে প্রতি ১০ কোটী মাইলে মাত্র ৩ বারের কম প্রাণঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ, গড়ে ৩ কোটী ৮০ লক্ষ মাইল আকাশ পথে বিচরণ করিয়া বৈমানিককে একবার মাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আমলে বেতারের সাহায্যে বিমান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হওয়ায় এবং বিমান ও বিমানঘাঁটির মধ্যে আরও সহজ ও নিখুঁত ব্যবস্থা হওয়ায় এই দুর্ঘটনার অনুপাতও এখন অপেক্ষাকৃত কমিয়া গিয়াছে বলিয়া আশা করা যায়। তাছাড়া বিমানের গতি যেমন বেশী প্রয়োজন তেমনি গতিশীলতার জন্য, তাহার উড্ডিনাবতরণের এখন ক্ষেত্রের অল্প নাই। কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা না হইলে বাতাসের ঊর্দ্ধগতিতে বিমান চালানো যাইতে পারে, তখন এখন বহু বৈমানিক বিপদের জীবন বিপন্ন করিয়া পরীক্ষায় ব্যস্ত আছেন। এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ফেমন লিচ্চন সম্প্রতি উলঙ্গ হইয়া পড়ে ঘণ্টায় ৩১০ মাইল বিমান চালনা করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন এবং এই ৪৫০০ মাইল অতিক্রম করিতে তাঁহার সময় লাগিয়াছে মাত্র ১৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট। কাজে কর্ম্মে যুদ্ধদেশে যাওয়ার পথে সময়ের অভাব এতকাল যে বিরাট অন্তরায় ছিল, বলা বাহুল্য, বৈমানিক-গণের এইরূপ সাফল্যে সেই অন্তরায় সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইয়া ভবিষ্যতে পৃথিবীর সভ্যতার কল্যাণ হইবে। এই মহাযুদ্ধে বিমান বলের প্রয়োজন বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই যুদ্ধ পরিচালনার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা হিসাবে সকল যুধ্যমান দেশেই বিমানশিল্পের প্রভূত উন্নতি হইতেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে অন্যান্য বৈমানিক ব্যবস্থাসমূহের সঙ্গে পাইলটের শিক্ষা পাইতেছে, সমর বিদ্যে আলের মত বিমান ক্ষেত্র তৈয়ারী হইতেছে, বিমান উৎপাদন ও মেরামতের কারখানাগুলির প্রতি সকল দেশের দৃষ্টি সজাগ ও সতর্ক সৃষ্টি রহিয়াছে। যুদ্ধ যেদিন শেষ হইবে সেদিন যে যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে বিমানশিল্প সংগঠনের এই বিরাট আয়োজন নিষ্ফল হইয়া যাইবে না তাহা বলাই বাহুল্য।

বিমানশিল্পের সম্ভাব্য বা উন্নতিসাধন যুদ্ধ-যদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইলেও যুদ্ধোত্তরকালে অন্যান্য উন্নত বিমান ও বৈমানিকের কি ভাবে সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা যুদ্ধের এই শেষদর্শাটেই সকলেই চিন্তা করিতেছেন। জাপান বা জার্ম্মানী কি করিতেছে তাহা আমরা জানিনা বটে, কিন্তু ব্রিটেন ও আমেরিকা এখন হইতেই যুদ্ধোত্তর বিমান-সমস্যার বিশেষভাবে মাথা ঘামাইতেছে। আমেরিকার আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও বিমানবল—দুইই ব্রিটেনের তুলনায় বেশী, যুদ্ধোত্তরকালে যাবতীয় পৃথিবীর বিমান পথগুলি দখল করা যায় তখন এখন আমেরিকাই অধিক চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "প্যান আমেরিকান ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ কোম্পানী" এবং "ট্রান্স কন্টিনেন্টাল এণ্ড ওয়েষ্টার্ণ এয়ার লাইন কোম্পানী" যাত্রী ও মাল লইয়া সমগ্র পৃথিবীতে বিমানপোত চালনা করিবার জন্য মার্কিন গভর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। গত নভেম্বর মাসে আমেরিকায় যে আন্তর্জ্জাতিক বিমান সম্মেলন হইয়া গেল, তাহার উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং মার্কিন সরকার এবং তাঁহারাই এই সম্মেলনটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে পৃথিবীর ৫০টী রাষ্ট্রের নিকট সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণলিপি পাঠাইয়া-ছিলেন। পৃথিবীর বিমান বাজারে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রিটেনও এখন যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গেই হইয়াছে। যুদ্ধোত্তরকালে যাহাতে ব্রিটিশ বিমান অন্য দেশের বিমানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে তজ্জন্য ব্রিটেনে বিমানশিল্পের উন্নতিসাধনে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে এবং "এসোসিয়েশন অফ ব্রিটিশ

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বঙ্গে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

[প্রতিষ্ঠিত — ১৮৭১ সাল]

স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক পরিচালিত

—ঃ এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য ঃ—

- কোম্পানীর সমস্ত লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অক্ষয়ত্বের জন্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
- দুর্ঘটনাজনিত প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হয়।
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার উপর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন ঃ—

দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র স্থানীয়

চীফ এজেন্টস্ ।

৯ নং ডালহৌসী স্কয়ারের নোর্থ ঃ ঃ কলিকাতা।

ফোন ঃ—ক্যালঃ ১০১৮

ফেরা অফ ফরচুন," "ফ্লেমারেলের অফ ব্রিটিশ ইম্পায়ারিজ্‌," "গডস ফেয়ার" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া "অরেঞ্জ এয়ার ট্রান্সপোর্ট কমিটী" গঠন করা হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রিটেনের বিখ্যাত 'ল্যাঙ্কাষ্টার' বোমারু বিমানের নির্ম্মাতা 'এ ভি রো কোম্পানী' ১০০টী আসনযুক্ত এরূপ্লেনে ভ্রমণকারী যাত্রী-বিমান নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং আগামী বৎসরই এই বিমান আকাশ পথে বিচরণ করিবে বলিয়া তাঁহারা আশা করিতেছেন। এই বিমানের সাধারণ গতি প্রতি ঘণ্টায় ২৫৫ মাইল হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ইহা এরোপ্লেনসমূহ ঘণ্টায় ৩৫৫ মাইল বেগে পর্য্যন্ত চলিতে পারিবে। ব্রিটেন ও আমেরিকা ছাড়া ডানিয়াও এ বৃহৎ বিমান-নির্ম্মাণে অগ্রসর হইয়াছে। অবশ্য ডানিয়া ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিযোগিতায় ক্ষেত্রে হয়তো অবতীর্ণ হইবে না, কিন্তু এই দেশের বৃহত্তম বেসামরিক বিমানসিন্ধুর যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত অক্টোবর মাসে 'হেলিকনটার' বিমানের আবিষ্কর্ত্তা 'আইসর সিকোরস্কি' এক বক্তৃতায় বলেন যে, যুদ্ধের পরে 'হেলিকপ্টার' বিমানসমূহ পৃথিবীর সর্ব্বত্র 'বাস সার্ভিসের' মত কাজ করিতে পারিবে। অবশ্য এই 'হেলিকপ্টার' বিমান আকারে ছোট। ইহাতে একবারে ১১ হইতে ২০ জনের বেশী যাত্রী বহন করা যাইবে না এবং ইহার গতির ঘণ্টায় ১২০ হইতে ১৪০ মাইলের বেশী হইবে না। তবে আন্তর্জ্জাতিক বিমানপথে 'ল্যাঙ্কাষ্টার' ধরণের বড় বিমানের প্রয়োজন হইলেও অভ্যন্তরীণ বিমানপথে হেলিকপ্টারের মত ছোট বিমানেরই যে প্রয়োজনীয়তা বেশী হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যুদ্ধোত্তরকালে শুধু যাত্রী-বিমানের ক্ষেত্রেই বিমান-শিল্প প্রসারের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে না, সৈন্য পরিবাহী বিমানেরও যথেষ্ট চাহিদা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। দ্যাষ্টান্তস্বরূপ বিমানে আমাদের তুলনায় ৩ গুণ অগ্রসরকারী ব্রাজিলের কথা বলা যায়। এখানে যুদ্ধ, মধ্যযুগ, বা অপর যে কোন মূল্যবান প্রব্যসামগ্রী বিমানপথে এক অধিবাসে বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলাচলের সঙ্গে বিমানই নিঃসন্দেহে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বাহন বলিয়া মনে করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের অযোহ বিমানে পণ্য আমদানী রপ্তানী পরীক্ষা করা হইতেছে এবং এই পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। গত ১৯৪৩ সালে আমেরিকার আন্তর্জাতিক যে পরিমাণ পণ্য আমদানী হয় তাহার ওজন ছিল ১৫ কোটি টনের কিছু বেশী এবং মূল্য ছিল ১৯৯ কোটি ডলার, আর ঐ বৎসর বিমানযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের ১১ কোটি ৬২ লক্ষ ডলার মূল্যের পণ্য আমদানী হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হইয়া উঠিয়াছে, বিমান-শিল্প এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা অবশ্যই ক্রতগতি লাভ করিবে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আমলে বিমান-শিল্পের দিক হইতে ভারতবর্ষ যতটুকু সাফল্য এবং কি অগ্রসর হইয়াছে, এখন এরোপ্লেনের ব্যবসা করিলে এদেশে যে বিমান-শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এরূপ বিশ্বাসিদের কথা বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ পৃথিবীর বাণিজ্য বিমানপথের উপর অবস্থিত বলিয়া এদেশে আন্তর্জাতিক বিমান-সিন্ধু গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, আয়তনের বিপুলতা এবং স্বাভাবিকভাবে অসামান্য জন অভ্যন্তরীণ বিমান-শিল্প সংগঠনের পক্ষে ভারতের সেইরূপ প্রচুর সুযোগ-সুবিধা আছে। এদেশের পাহাড়ে আর জঙ্গলে অনুকূল প্রাকৃতিক সম্পদ পড়িয়া আছে, আমাদের শিল্প-বিস্তারে সেই সম্পদের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। অবশ্য এই সকল স্থানে রেল বা নদীর পথ তৈয়ারী করা বহু ব্যয়সাপেক্ষ এবং ছোট ছোট ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। অভ্যন্তরীণ বিমান-সিন্ধু সুগঠিত হইলে মাত্র কয়েক শত স্থান পরিষ্কার করিয়া বিমানক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিলেই এই অত্যাবশ্যক প্রয়োজন সিদ্ধাকল্পে আমদানী করিয়া তাহাকে শিল্প প্রসারে সক্রিয় সাহায্য করা যাইতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে বিমান-শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহা বিমানক্ষেত্র, সুদক্ষ বৈমানিক ও শিল্পী, যথেষ্ট বিমান ও বিমানের লাভজনকভাবে এবং প্রয়োজনানুযায়ী গ্যাসোলিন (বিমান চালনার পক্ষে অত্যাবশ্যক খেরোসিন তৈল হইতে প্রাপ্ত উদ্বায়ী তরল পদার্থ বিশেষ) সরবরাহ এবং প্রাকৃতিক সুবিধার ও সুযোগ তদানীন্তে একবার বিমান ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিকতার হইবার যোগ্যতা অর্জ্জিত হইয়াছে। ভারতে বিমানসিন্ধুর সুযোগ এখনই দেখা দিয়াছে, তাহাতে এদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ মালবাহী ও যাত্রীবিমান চলাচলের ব্যবস্থা হইলে ট্রেণে প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার তুলনায় কম খরচেই বিমানে যাতায়াত করা যায় এবং সময়ের মূল্য যাহাদের বেশী তাহাদের দিক হইতে এই ব্যবস্থার খুব প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনার বিস্তারোজন। লণ্ডন ও 'ডন' পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় 'চাইনিজ ডেভলপমেণ্ট এয়ার এক্সিবিশন কর্পোরেশনের' বিষয় যে যে তথ্য হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানের সুযোগ সুবিধাগুলি গ্রহণ করিলে ভারতে বিমান ভ্রমণে প্রতি মাইল পিছু ব্যয় ১১ পয়সা পড়া উচিত এবং ভবিষ্যতে যখন সংখ্যক বিমান ও বিমানের লাভজনকভাবে এদেশে নির্ম্মিত হইলে এই খরচের হার আরও কমিয়ে পারে। এখন প্রথম শ্রেণীর কেবিনে কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে হইলে সময় লাগে দুই দিন এবং ভাড়া লাগে ৩০০ টাকা, অথচ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল বিমানে তাহার বিমানসিন্ধু সম্প্রসারিত হইলে এখনই বিমান ভাড়ার মধ্যে মাত্র ৭ ঘণ্টার মধ্যে সেইখানে টাকার লাভাক্ত বেশী খরচ করিয়া একজন যাত্রী কলিকাতা হইতে বোম্বাই পৌঁছিতে পারে। একজন যাত্রী-বাহী একটী ছোট বিমান ঘণ্টায় গড়ে ১৭৫ মাইল বেগে ১২ হাজার মিটার উপর দিয়া উড়িলে এবং এক ঘণ্টায় কত খরচ পড়ে তাহা মিঃ ব্রাউন উক্ত প্রবন্ধে নিম্নলিখিতভাবে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন :—

	টাকা আনা পাই
(১) বিমান উড়িবার খরচ	৬৮ ০ ০
(২) বিমানক্ষেত্র সংরক্ষণ খরচ	২৯ ১২ ০
(৩) যাত্রীদের জন্য খরচ :	
বিমান, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি খরচ	২৪
(৪) উড়িবার পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংরক্ষণ	১৩
(৫) বিমানক্ষেত্রের সাজসরঞ্জাম রক্ষণ	৩
(৬) ভাড়া-পরিচালনার ব্যয়	৮
(৭) বিমানক্ষেত্র ও বিমানাদির মূল্যাবশ্যক ব্যয়	১৪ ০ ০
মোট	১১৬ ১ ০

মুতরাং দেখা যাইতেছে ৬ জন যাত্রীর ১৭৫ মাইল পথ অতিক্রম করিতে যদি এক ঘণ্টায় ১৫৮৮ টাকা খরচ হয় তাহা হইলে এই দূরত্ব ভ্রমণ করিতে প্রতি জন যাত্রীর খরচ হইবে উর্দ্ধ পক্ষে ৩০ টাকা এবং ১৭৫ মাইলে ৩০ টাকা লাগিলে প্রতি মাইল ভ্রমণে ১১ পয়সার বেশী পড়িবে না।

ভারতে বিমান-সিন্ধুর সুযোগ সম্ভাবনা প্রচুর বলিয়া মুক্তকণ্ঠে এই সেদিন পর্য্যন্তে আসে। বিটার ও ব্রিটেনের পৃথিবীর বিমান বাজার দখলের ষড়যন্ত্রের সময় ভারতের পক্ষে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অবশ্য ভারতের বিমান যাতায়াত চালাইবার ব্যাপারে বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানকে অন্যায় সুবিধা প্রদান করা না করা সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের ইচ্ছাধীন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সরকার জাতীয় সরকার নহেন বলিয়া সেদিক হইতে তাঁহাদের সদাসতর্কদৃষ্টি দাবী করা কতখানি পাওয়া যাইবে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে আমরা আশা করি,

ইহা বিজ্ঞাপনের সময়ও আবেদনের !

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত আজ গভীরভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে ভারতবর্ষ। এই সত্যতা যুদ্ধোত্তরকালে আরও নিবিড়ভাবে দেখা দিবে তাহার শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে। ভারত যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে সরকারের সাহায্যে সে অবশ্যকেই আত্মরক্ষা করিতে পারিত। পরাধীন ভারতের পক্ষে অবশ্য ব্যবসায়ই ইহার একমাত্র কার্য্যকরী উপায়। ভারতের অগ্রগতিকে এই আক্রমণে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে।

মুলেখা ওয়ার্কস

মৈত্র ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড

কলবা রোড, পোঃ চাকুরিয়া, কলিকাতা

যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবসের

(১৯৩৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর)

ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল

অলৌকিক ত্রৈকালিকজ্ঞান দ্বারায় ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষি ও জ্যোতির্বিদ, মহামান্য ভারত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সহ উক্ত প্রকাশিত, ভারতের স্বাধীনতা হরণকারিণী ইংরেজ জাতি ও শাসনাধীন জ্যোতিষ, মন্ত্র ও ঔষধাদিসহ অসাধারণ

শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ত্রাহস্পর্শযোগ জ্যোতিষশিরোমণি ঔষধবিজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ণব, সাহিত্যিকরত্ন এম-আর-এ-এস্ (লণ্ডন) অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুদ্ধারম্ভকালীন মহামান্য ভারত সম্রাট এবং ব্রিটেনের এবং শত্রুরাষ্ট্রের অবস্থান ও পরিস্থিতি বিচার করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী ভবিষ্যদ্বাণীদেন যে :—

"সর্ব্বত্র যুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী মহামান্য ভারত সম্রাট মহোদয়কে এবং ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণের ও বাজারে সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপনসহ পাঠান হইয়াছিল। তাঁহারা অবশ্যে ১৯শে সিপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৪৮-৯-২ × ১ × ৩-৫৭৯৯ নং টি, এই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩-৯৯, সি এম টি এবং ১৫ই নভেম্বর (১৯৩৯) তারিখের বি-৩-৩৯-টী নং টি দ্বারা উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজীর জ্যোতিষ শিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় ইহার বিস্তৃত বর্ণনা ও অলৌকিক বিশেষত্বের আর একটী অকাট্যপ্রমাণ প্রকাশ পাওয়া গেল।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন জ্যোতী কেবল বেতিয়ারাজ্যের মহামান্য মহারাজের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান নির্ণয়ে নিযুক্ত। বাজার তাহার নিকট ও অন্যান্য জ্যোতিষিক অবস্থা জানিতে খুব জ্যোতিষশাস্ত্রের ধার অত্যন্ত আগ্রহসহকারে প্রকাশ ও বেশের বহু রাজা মহারাজা, হাইকোর্টের জজ, সিভিলিয়ান কমিশনার, রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, আধীন রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় লেফ্‌টেনেন্ট রাজা ও ভারতের বাহিরে যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের ব্যক্তিবিশেষে যেরূপভাবে প্রশ্নকর্ত্তা ও বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী, তাহা আমরা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। মহারাজা একবার তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করিবার জন্যই কেবল উপস্থিত করিতে প্রশ্ন—এই সময়ে কৃতি কৃতি প্রশ্নকারীদের ঘটনাচিত্র পত্রাদি হেড অফিসে দেখিতেই এই সময়ে বুঝিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতিষিক—ব্রহ্মাণ্ড অলৌকিক উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সম্রাট দ্বারা প্রদত্ত জায়গীরাদিসহ এবং ইহাকে আচার্য্যের বিশিষ্ট স্বাধীন ব্রহ্মণ্ডি উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সম্রাবিত পণ্ডিত ও অন্যান্যগুলী সমাজে হইয়া উহার জ্যোতিষ এবং ধর্ম্মে অলৌকিক প্রতিভা এবং অসাধারণ সম্মানের জন্য একবাক্যে ইহাকেই ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডলের সভায় "জ্যোতিষ শিরোমণি" উপাধি দানে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। জ্যোতিষে ও ধার্ম্মিক বিচারের অপূর্ব্ব শক্তি প্রয়োগে ভারতের-ভবিষ্যৎ পরিচালক যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্ব্বপ্রকার আপদ্ধার, ব্যবসায় হইতে ধনা, দুষ্প্রাপ্য প্রাপ্তিযোগ, সাংসারিক জীবনে সর্ব্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে ইনি ত্রৈকালিকজ্ঞানসম্পন্ন। অবশেষে গায়ত্রী সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে নিজের জীবনের প্রতি ত্রৈকালিক হইয়াছেন তাঁহার পক্ষি ব্রহ্মাণ্ডের অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতে অবশ্যই ভুলিবেন না।

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞের মেল বিবেচনার বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত প্রকাশ করা হইল।

মিঃ হাইনেস মহারাজা আটগড়—"পণ্ডিতজীর অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত।"

রায় হাইনেস মাননীয়া মহারাণী মহোদয়া শ্রীযুক্তা টী—"আমার ব্যক্তিগত চিন্তা ও প্রবাস জনিত কষ্টদায়ক শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি ত্রৈকালিকজ্ঞান মহাপুরুষ।"

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মিঃ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টী—"ইহার অলৌকিক ক্ষমতাশক্তি ও প্রতিভা দেখিবার সৌভাগ্যের নিকট ঐশ্বর্য্য পুরুষার্থ তুচ্ছ।"

উড়িষ্যার মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি, কে রায়—আমাকে দেখিবামাত্র আমার সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, তিনি আমার কলার ও পুত্রের সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন তাহা আশ্চর্য্যজনকভাবে মিলিয়াছে। সত্যই তিনি অলৌকিক ত্রৈকালিকজ্ঞান ব্যক্তি। ইঁহার শক্তিকে আমি পুনঃ পুনঃ বিশ্বাস।"

বর্দ্ধমান মহারাজের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত রায়ণ—"পণ্ডিতজীর ঔষধ ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। আমি বলিতে বাধ্য যে, তিনি অসাধারণ ত্রৈকালিকজ্ঞান মহাপুরুষ।"

ফেটেহপুর হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব শ্রীযুক্তবাবু বলি—"তিনি আমার মৃত প্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—আমি ইহার তান্ত্রিক ক্ষমতায় বলিতে বাধ্য যে, আমার জীবনে এমন ত্রৈকালিকজ্ঞান ব্যক্তি দেখি নাই।"

ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নেয়ী মহাকবি শ্রীযুক্ত বিদ্যাবাগীশ—"ইহার ক্ষমতা দর্শনে নবীন হইলেও ইহার জ্যোতিষ ও মন্ত্রে অসাধারণ ক্ষমতায় আমি মুগ্ধ—ইনি ত্রৈকালিকজ্ঞান যোগী।"

উড়িষ্যার কাশেলকান্দী ও এসেমারীর রাজার শ্রীযুক্তা দয়াময়ী দেবী—"আমার জীবনে এইরূপ বিদ্যুৎ ত্রৈকালিকজ্ঞান জ্যোতিষী আমি দেখি নাই।"

বিলাসপুরের মিষ্টি ম্যাজিষ্ট্রেটের মাননীয় বিহারীলাল ঠাকুর সি, আই, ই মহাশয়—"পণ্ডিতজীর মন্ত্র শক্তির প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন মহা জ্যোতিষী।"

চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, ওকলন—"আপনার হিন্দী গ্রন্থের উপরই বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস।"

আসামের অন্তর্গত লক্ষ্মীমপুর হইতে মিঃ কে, এ, সরকার—"আপনার ত্রৈকালিকজ্ঞান কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পুত্রাদি অন্ত ৭৮, পাইয়াছি।"

ইহা ছাড়াও

উড়িষ্যা এসেমারীর দেবক এবং মহারাজবাবীর রাজা বাহাদুর। মহারাজকুমার হিজোলা, মুইল্লিনা, পাটনা এষ্টেট কুমার; মহারাজকুমার বি, এন, রায় চৌধুরী, নাটোরীর, ফেন্সুগী মেজর কলিকাতা কর্পোরেশন। ওষ্টেটের ফেন্সুগী সুপ্রিম জমাবিশেষজ্ঞের রায় সাহেব মিঃ ক্ষমবল্লভ দে; মহারাজকুমার বি, এন, রায় চৌধুরী, কিন্ড, ডাইস কমুদাল, সেশন; কলিকাতা জেলিকেলী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই, এ, এবেরী, এম-এ (ক্যান্টাব), জে, পি। মেসার্স লেজিসলেটর ডাইরিজের সভাপতি মাননীয় সংস্কারক মিঃ, এম-এ, বি-এল, ব্যারিষ্টার মিঃ পি এম, পি, উকীলবাবু (আলমবাজার)। বিখ্যাত ব্যবসায়ী মহারাজ মেজকুমার শ্রীযুক্তবাবু রায়, মেসার্স অবিনাশ চৌধুরী মোহনলাল হোসেন (লাল বিস্কুট) এম-এল-সি, কলিকাতা; রায় বাহাদুর মিঃ এম, বে, বাগচী, সি-আই-ই ফেন্সুগী জেনারেল ম্যানেজার, ই, আই, রেলওয়ে, ; মিঃ ইদাত খাঁ এটর্ণী, পশ্চিম আফ্রিকা এবং এইরূপ আরও অনেকে।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটী অত্যাশ্চর্য্য কবচ

ঔষধাদি না হইলে মূল্য ফেরৎ, ষ্ট্যাম্প ফিরাণ দেওয়া হয়।

বরদা কবচ—বন্ধ্যাদোষে বন্ধ্যত্ব দূরিভূত হইলে এই কবচ ধারণ একান্ত আবশ্যক। ১৩ দিন সন্ধী অন্তর হইয়া পুত্র, কন্যা, বিদ্যা, ধন, ধর্ম্মোন্নতিসহ প্রভূত বল ও শক্তি দান করিবে। ইহা ধারণে সুখ শান্তিময় সংসারের ঐশ্বর্য্যশালী হয়। (ঔষধাদি) মূল্য ৬৮/০। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সহজ ফলপ্রদ কবচগুলির মূল্য কবচ ২৯৯/০, প্রত্যেক স্ত্রী ও স্বাস্থ্যকামীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য।

বশমাকর্ষী কবচ—সংসারে অশান্তিযুক্ত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সুফললাভ, ব্যবসায়িক সব প্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা ও উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কলিকাতাতে প্রস্তুত। মূল্য ৯৮/০, শক্তিশালী মূল্য ৩৯৮/০ (এই কবচে ভারতের সম্রাজ্ঞী ভরসা করিয়াছেন)।

বশীকরণ কবচ—ধারণে অতীষ্টজন বশীভূত ও বশ্যাকর্ষণ হোয়া হয়। (দিব্য বাণ) মূল্য ১১৩৲, শক্তিশালী ও সহজ ফলপ্রদ মূল্য ৩৯/০। ইহা ছাড়াও বহু কবচ আছে।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)

ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নির্ভরযোগ্য জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান—(স্থাপিত ১৯০৭)

হেড অফিস :—১৩৩, (খো) সে ষ্ট্রীট, "ধনধান্য নিবাস" (ইণ্ডিয়ান এণ্ড ওরিয়েন্টাল), কলিকাতা।

ফোন : —বি, বি, ৩৩৩। সাক্ষাতের সময় প্রাতে ৯টা হইতে ১২টা। ব্রাঞ্চ অফিস :—৪৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, (অরেন্টাল হোটার অপর), কলি:। ফোন :—কলিকাতা ৫৭৯৫। সময়—বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা।

লণ্ডন অফিস :—মিঃ এম, এ, ফরাইন, ৭-এ, অরেঞ্জবার্গ স্কোয়ার পার্ক, লণ্ডন। চিঠিপত্র ও টাকা-কড়ি হেড অফিসে পাঠাইবেন।

ভারতবাসীর ক্রয়ক্ষমতার নিম্ন প্রসারের আশঙ্কা ও এদেশের পুঁজিপুল সম্প্রসারণ বীতার করিয়া ভারত সরকার যুদ্ধোত্তর বিমান-শিল্পের ব্যাপারে ভারতবর্ষের ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবেন না। ভারতে অন্তর্দেশীয় যে বিমানপথ খোলা হইবে, অর্থাৎ কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে বিমান চলাচলের যে ব্যবস্থা হইবে, তাহার ব্যবসা-বিকায় সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং ইহা ভোম্পানীর ভায় কোন বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানকে এইরূপ লাভজনক এবং জাতীয় স্বার্থসম্পৃক্ত যানবাহন সংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনার অধিকার দেওয়া কোন ক্রমেই সমীচীন নহে। অবশ্য ভারতের বর্ত-মানে যে অবস্থা তাহাতে আন্তর্জাতিক বিমান-ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নহে এবং সেদিক হইতে বিশ্ব বিমানপথে ভারতের বিমানক্ষেত্রগুলি যে বিদেশী কোম্পানীই ব্যবহার করুক তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ লভ্যাংশ যাহাতে ভারতবর্ষ পায় সে বিষয়ে ভারত সরকারের দৃঢ়তর মনোভাব প্রদর্শন কর্তব্য।

ভারত সরকার যদি সদ্বোধিচ্ছা করেন, তাহা হইলে বর্তমানে ভারতে যথেষ্ট সাধারণ বিমান উৎপাদনের অসুবিধা হয় না। বিমানের বহিরাবরণ নির্মাণের জন্য চেকোস্লো কাঠ ও এলুমিনিয়াম এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাছাড়া এদেশের শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক-দের কর্মপ্রতিভা এখন সমর পণ্য উৎপাদনের ব্যাপারে এমন জাজ্বল্যমান প্রমাণিত হইয়াছে যে, উপযুক্ত সরঞ্জামাদি আমদানী করিলে এদেশেই বিমানের ইঞ্জিনও তাহারা অনায়াসেই তৈয়ারী করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভারত সরকারের সাম্প্রতিক আচরণ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, তাঁহারা ভারতের শিল্প প্রসার সম্বন্ধে চিরাচরিত মনো-ভাব পরিত্যাগ করিয়া এখন অগ্রসরকামূলক উদার দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করিতেছেন। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও উন্নয়ন বিভাগ গঠন করিয়া তাঁহারা ইতিমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন সম্ভাব্য শিল্প সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য ২৯টি পরামর্শদাতা কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন এবং সার আর্দেশির দালালের ভায় সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প বিশেষজ্ঞকে বিভাগ পরিচালনার ভার দিয়াছেন। ভারতে যুদ্ধো-ত্তরকালে বিমানশিল্পও যে বিশেষ প্রসারিত হইতে পারে এসম্বন্ধে ভারত সরকারের বর্তমান অভিমত অনুকূল বলিয়াই মনে হয়। প্রকাশ, তাঁহারাও এখন এই বিরাট সম্ভাবনা-ময় শিল্প লইয়া মাথা ঘামাইতে সুরু করিয়া-ছেন এবং এসম্পর্কে তাঁহারা মোটামুটি একটি পরিকল্পনাও তৈয়ারী করিয়াছেন। এই পরি-কল্পনায় জানা যায়, ভারত সরকার যুদ্ধোত্তর প্রথম পাঁচ বৎসরে ভারতে মোট ১২টি বিমানপথ খুলিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন যে, এই সমস্ত পথে ভারতীয় বিমানসমূহ বৎসরে মোট ৮১ লক্ষ মাইল পরিভ্রমণ করিবে। এই বিমানপথগুলি স্থাপনের জন্য প্রথম বৎসরে ভারত সরকারের ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা খরচ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে এবং আর বলা হইয়াছে প্রথম বৎসরে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। ভারত সরকার আশা করিয়াছেন যে, বিমান চলাচল ক্রমেই এদেশে জনপ্রিয় ও সুলভ হইয়া উঠিবে এবং পঞ্চম বৎসরে এই আয় বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকায় পৌঁছাইবে। এই বিমান-ব্যবস্থায় প্রথম দিকে ১৪০ জন পদস্থ কর্মচারীর ও ১৬০০ জন সাধারণ কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে এবং ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, এই সকল পদে প্রথমতঃ কর্মচ্যুত সামরিক ব্যক্তিদিগকেই নিযুক্ত করা হইবে। এই সকল বিমানপথ চালাবার জন্য বার্ষিক ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর নিম্ন কমিশন হইতে আজ পর্যন্ত ভারত সরকার ভারতের নিম্ন প্রসার উপলক্ষে অনেকগুলি কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং কমিটিগুলি পরিকল্পনাও চালনা করিয়াছেন অনেক। বলা বাহুল্য, এই সকল পরিকল্পনার ভারতের বাস্তবক্ষেত্রের যথেষ্ট চেষ্টা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা-গুলি কার্যকরী করিতে ভারত সরকার উৎসাহ দেখান নাই বলিয়াই বহু সুযোগ সত্ত্বেও ভারতে শিল্পপ্রগতি সম্ভব হয় নাই। তবে বর্তমান মহাযুদ্ধ চলাকালীন ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসিয়াছে বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি এবং সেদিক হইতে বিশ্বেষণ করিয়া ইহাও আশা করিতেছি যে, যুদ্ধোত্তরকালে ভারত সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় ভারতে প্রচুর সম্ভাবনাময় বিমানশিল্প আশানুরূপ সম্প্রসারিত হইয়া ভারতবাসীর স্বাধুনিক জীবনে নূতন গতির সঞ্চার করিবে।

Tele : Sanchaya, Calcutta.

Phone : Cal. / 2129 6433

আপনার টাকা আপনার প্রতিনিধির সম্মান হয়ে
যেকোও দেশের ও দশের কাজ করতে পারে,
জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করতে পারে

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

হেড অফিস : ২৩এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ

ডালহাউসী স্কোয়ার, দক্ষিণ কলিকাতা, নিউ মার্কেট, বৈঠাটি, ভাটপাড়া, কাঁচরাপাড়া, হিলি, বালুরঘাট, দিনাজপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, সাহাজাদপুর, সাহিড়াবোনবাপুর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, আলমডাঙ্গা, বর্ধমান, সিউড়ী, বাঁকুড়া, চরবাজপুর, আলিপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পাটনা, বেনারস, এলাহাবাদ, গ্রাম বেরেলি, আজমগড় ও জৌনপুর।

চেয়ারম্যান মিঃ সি, সি, দত্ত আই-সি-এস
(অবসরপ্রাপ্ত)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ দেবিদাস রায়, বি-এ

বাংলার শাসনকার্য্য সম্বন্ধে সরকারী কমিটির মন্তব্য

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, এম-এল-সি

বাংলার শাসনকার্য্য যে উন্নতরূপে চলিতেছে না—এ কথা অনেকদিন যাবৎ নানা-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু কিভাবে পূর্ব্বের গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে অগ্রসর হইবার কোন প্রয়োজনই করেন নাই। ১৯৪৩ সনে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ বাংলাকে গ্রাস করে তাহাতে আমাদের উপর-ওয়ালাদের খানিকটা চমক ভাঙ্গিয়াছে। দুর্ভিক্ষের পরে আমার ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি মহা-মারীতে লক্ষের পর লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। এই ব্যাপারও দৃষ্টি-হীন সরকার বিভাগিত হওয়ার গভর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে, বাংলার শাসনকার্য্য সম্বন্ধে নূতন কিছু করা প্রয়োজন। সেই কারণে গত বৎসর স্যার আর্চিবাল্ড রৌলেণ্ডস-এর নেতৃত্বে একটী কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটী নানাস্থানে ঘুরিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া বাংলা গভর্ণমেণ্টের হাতে সম্প্রতি রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ঐ রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত করেন নাই। তবে কলিকাতার এক বিদেশী দৈনিক পত্রিকাতে ঐ রিপোর্টের কিছু কিছু অংশ বাহির করা হইয়াছে। সমস্ত রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা সম্ভব নহে। তবে এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা এখন হইতেই বলা প্রয়োজন।

দৈনিকপত্রে যেটুকু বাহির হইয়াছে—তাহা হইতে মনে হয় যে, কমিটী বর্ত্তমান মহকুমাগুলিকে ভাঙ্গ করিয়া আরও ছোট ছোট শাসনকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন। বর্ত্তমান প্রদেশটীকে প্রথমে পাঁচটী ডিভিসনে ভাগ করা হইয়াছে। প্রতি ডিভিসন কতক-গুলি জেলায় এবং প্রতি জেলা কতকগুলি মহকুমায় বিভক্ত আছে। ১৯২১ সনে স্বর্গীয় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটী বাংলা সরকার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্টে ডিভিসনগুলি বাতিল করিয়া দিবার সুপারিশ ছিল। পূর্ব্বে যখন ডিভিসনের অবস্থা অন্যপ্রকার ছিল তখন এক একজন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে ঐ ডিভিসনগুলিরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে জেলার কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত প্রাদেশিক সরকারের যেরূপ সোজা সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ডিভিসনগুলির এবং তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক কমিশনারদিগের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু উহা সত্ত্বেও গত ১৩৫২ সনের গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে মোটেই কিছু করেন নাই। শোনা যাইতেছে, রৌলেণ্ডস্ কমিটী আবার ডিভিসনগুলি তুলিয়া দিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

এই কমিটী মনে করেন, প্রথমেই প্রত্যেক কতকগুলি জেলায় বিভক্ত করা উচিত। তারপর প্রতি জেলা কতকগুলি মহকুমায় এবং প্রতি মহকুমা কয়েকটী সার্কেলে বিভক্ত হইবে। সার্কেলগুলি বাংলার নূতন হবে। ১৯১১ সনে গ্রামা স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক আইন পাস হইবার পর কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটী ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। কতকগুলি ইউনিয়ন বোর্ড একত্র করিয়া আবার এক একটী সার্কেল গঠিত হয়। কিন্তু অধিক প্রতি সার্কেলে একজন করিয়া সার্কেল অফিসার নিযুক্ত থাকেন, এই সার্কেলের নিজস্ব কোন শাসন কার্য্যের দায়িত্ব এ যাবৎ হয় নাই। সার্কেল অফিসারের বিশেষ কর্ত্তব্য কেবলমাত্র ঐ সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন বোর্ডগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা। এইরূপ সার্কেল কোন মহকুমায় ২টী এবং কোন মহকুমায় দুইএর অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সার্কেল-গুলিকে আজ কোন হিসাবে শাসনকেন্দ্র বলা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে মহকুমার পরে ইউনিয়নগুলিকে ছোট ছোট শাসনকেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা গভর্ণমেণ্টের ছিল।

ইউনিয়নবোর্ডগুলির উপর শাসনভার অর্পণ করিয়া সেগুলিকে গভর্ণ-মেণ্টের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে চালা-ইবার ছিল গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। কিন্তু অনেক কারণে বোর্ডগুলি ভালভাবে পরিচালিত হইতে পারে নাই। প্রথমতঃ বোর্ডগুলি একদিকে স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিনিধি, অন্যদিকে আবার সেগুলির উপর সার্কেল অফিসার, মহকুমা হাকিম ও জেলা ম্যাজি-ষ্ট্রেট সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভারে থাকায় যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। থানার পুলিশদের বোর্ডগুলির উপর কর্ত্তৃত্ব কম নহে। দুই তৌজারী পা থাকায় বহুল বোর্ডগুলি মোটেই কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে নাই। এইগুলির আয়ও অতি সামান্য। এই সামান্য আয়ের অধিকাংশই চৌকিদার, দফাদারদের বেতন যোগাইতেই নিঃশেষ হইয়া যায়। জনহিতকর কার্য্যের জন্য অতি সামান্যই উদ্বৃত্ত থাকে। তাহাতে জনসাধারণ এই বোর্ডগুলি সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া আছে। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

এই সব ত্রুটিরাই রৌলেণ্ডস্ কমিটী মহকুমাগুলিকে ছোট ছোট কয়েকটী সার্কেলে বিভক্ত করিয়া প্রতি মহকুমায় কতকগুলি ছোট শাসনকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। তবে হইতেছে মহকুমা হাকিম যেমন সমস্ত মহকুমার উপর সাধারণ শাসন-কার্য্য চালাইবার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, তেমনই প্রতি সার্কেলে সার্কেল অফিসার ঐরূপ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হিসাবে সাধারণ শাসনকার্য্য চালাইতে বাধ্য থাকিবেন। সার্কেল অফিসারগণ কেবলমাত্র ইউনিয়ন-বোর্ডগুলির হিসাব-নিকাশ দেখিয়াই তাঁহা-দের কর্ত্তব্য পালন করিবেন না। সর্ব্ব বিষয়ে

*বর্ত্তমান প্রবন্ধটী লিখিত হওয়ার পর এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

সার্ভিসের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের বাহির থাকিবে।

এই ব্যবস্থা হইলে বর্ত্তমান অবস্থার কিছু উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও মনে রাখিতে হইবে যে, এই ব্যবস্থা হইলে প্রদেশ আজও শাসনের পথে অনেক পরিমাণে ভ্রান্ত হইয়া থাকিবে এবং আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত স্থায়ি হইবে। দ্বিতীয়তঃ উহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাঙ্গালার শাসন-কার্য্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে তাহার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীরাও অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভাবে দায়ী। কাজেই তাহাদিগকে কুদ্র কুদ্র শাসনক্ষেত্রের অধিনায়ক করিয়া দিলেই যে শাসন কার্য্যের বিশেষ সুরাহা হইবে তাহা মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। যাহাতে এই কর্ম্মচারীরা সাধু, সত্যনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সুদক্ষ হইতে পারে সেই দিকেও মনোনিবেশ করা বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা জানি না, মৌলেসওয়ার্থ কমিটী এই বিষয়ে কি কি মন্তব্য এবং সুপারিশ করিয়াছেন, তবে আমাদের মনে হয় সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে বর্ত্তমান নিয়মকানুন যথাযথভাবে বদলাইলে উপযুক্ত লোক শাসন কার্য্যের সহিত যুক্ত হইবে না। নিযুক্ত হইবার পরেও সাম্প্রদায়িক অথবা ঐরূপ অন্য কোন কারণে উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রমোশন না দিয়া অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের অনেক-ক্ষেত্রে প্রমোশন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার ফলে শাসনের মর্য্যাদের দিকে কর্ম্মচারীরা আর বিশেষ অবহিত হয় না। এই কারণেও শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলা অনেক পরিমাণে ঘটিতেছে। নিযুক্ত হইবার পর কেবলমাত্র সময়ের অভাব প্রমোশন দেওয়া হইবে এইরূপ ব্যবস্থা সর্ব্বসাধারণ না করিলে শাসনকার্য্যের উন্নতি বিশেষই হইবে না।

অনেকেই জানেন যে আজকাল ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যরা অনেক সময় সোজা-সুজি এবং অনেক সময় মন্ত্রীদিগের মারফৎ বড়কুমা ও জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ইহাতেও শাসনকার্য্যে নানাপ্রকার অশান্তি বিশৃঙ্খলা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে কর্ম্মচারীদিগের এবং পরিষদের সভ্যদিগের কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন। ইহা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যাঁর কর্ত্তব্য পালন করিলেই তাঁহারা সুশাসনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু অপরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহার স্বাধীনতা খর্ব্ব করিলে শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলাই দেখা দিবে। এই সম্বন্ধে মৌলেসওয়ার্থ কমিটী কি মন্তব্য করিয়াছেন আমরা জানি না। কেবল মন্তব্য করিলেও বর্ত্তমান দুরবস্থার বিশেষ উন্নতি হইবে বলিয়াও মনে হয় না। বর্ত্তমানে জেলার ও বড়কুমার কর্ম্মচারীরা ব্যবস্থা পরিষদের বিশেষ বিশেষ সভ্যদিগের সুপারিশ অনুসারে কাজ না করিলে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার-ময় হইয়া উঠে। ফল তাঁহারা অপরাধীর স্থানে গণ্য হন, যা হক তাঁহাদের প্রয়োজন পূর্ণিত হয়। যেভাবেই হউক এ অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

প্রদেশের অধিকাংশ উচ্চ কর্ম্মচারী ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের পদোন্নতি অনুসারেই রাজকার্য্যের গতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে সমস্ত কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়া-ছেন তাহার অধিকাংশ সম্বন্ধেই উহাদের কোন শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা নাই। সেইজন্য এইসব কার্য্যে এত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীরা কেবলমাত্র উহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই এদেশে আসিয়া থাকেন। উহাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাও ঐভাবেই হইয়া থাকে। কাজেই তাঁহাদের দ্বারা যে গভর্ণমেণ্টের নূতন কর্ত্তব্যগুলি সুসম্পাদিত হইবে তাহার আশা নাই। কাজেই বর্ত্তমান সময়ে এই সিভিল সার্ভিস তুলিয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস্‌গুলিকে অভিজ্ঞতাদিগের দ্বারা সুগঠিত এবং সুদক্ষ করে রক্ষিত করিবার প্রয়োজনও হইয়াছে। মৌলেসওয়ার্থ কমিটী এই বিষয়ে কি সুপারিশ করিয়াছেন আমি না। কিন্তু জনসাধারণের এই বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হওয়া দরকার। তাহা না হইলে বাঙ্গালার শাসনকার্য্যের কোনই উন্নতি হইবে না।

স্থাপিত—১৯১৮

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন ---	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	৫০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড	৫২,০০,০০০৲ টাকা

আমানতের সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান

—শাখা সমূহ—

কলিকাতা—টাওয়ার ব্লক (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট), ১২৮।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২৭, বিবেকানন্দ রোড, ২০৬, বিবেকানন্দ রোড, ২০।১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ৫১।১।৫, বৌবাজার ষ্ট্রীট, ১৪৫, রসা রোড, ১৬২।এ।৩ ট্রাঙ্ক রোড (হাওড়া), ১৯, হরমন্ত রোড (শালকিয়া)।

বাঙ্গলা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, কুষ্টিয়া, সুরাটী, বহরমপুর, বাঁকুড়া।

বিহার—পাটনা, গয়া, রাঁচি, হাজারিবাগ, কোডারমা, গিরিডি।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ জে. সি. দাস

লণ্ডন এজেন্ট্‌স্—বিলস্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ নিউ ইয়র্ক এজেন্ট্‌স্—ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অঃ নিউ ইয়র্ক

ভারত বাণিজ্যে বিদেশী শক্তির সংঘাত

শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ

আমরা ভবিষ্যৎ আশাবাদিতায়, যুদ্ধোত্তরকালে এমন সব পরিকল্পনা ভারতবর্ষে চালু হইবে যে, বিদ্যাবুদ্ধি যদি ভারতবাসীর নিজস্বতার মোহে সমাজের ইহলোক আজি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে না পারে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমনিধারা সুযোগ সুবিধা উপস্থিত হইবে যে, ভারতবাসীর আর কোনও দুঃখ থাকিবে না। এইরূপ পরিকল্পনা সৃষ্টি করিবার জন্য বহু বহু কমিটী গঠন করিতে যে পরিকল্পনা চলিতে লাগিল, তাহা ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কমিটির রূপ গ্রহণ করিতে পারিল না; এখনও নিত্য নূতন কমিটী, তাহার নিত্য নূতন সভাধিবেশনের নাম প্রকাশিত হইতেছে এবং উহার কমিটীর ভবিষ্যৎ কাজ এবং কার্য্যপদ্ধতি ঠিক করা চলিতেছে। কোনও কমিটী এপর্য্যন্ত তাহাদের চিন্তার আলোচনার ফল কাজে লাগাইতে পারিবে বলিয়া কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

অপর দিকে আমরা যাহা লক্ষ্য করিতেছি, তাহা নিতান্ত ভয়াবহ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনও সুবিধা হয় নাই, উলটা বিদেশী বন্ধন দৃঢ় হইয়া বসিতেছে। একের পর একটী করিয়া প্রদেশে খাদ্য সংকট দেখা দিয়া লাট সমূহে সাময়িকভাবে প্রদান করা হইতেছে। ভারতবাসীর কোনও অভাব বিন্দুমাত্র মূল্য নাই; কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের দল লোক বর্ত্তমান, যাঁহারা ইংরেজ লইলেও ক্ষতি ছিল না; বরং ভালই হইত, এই বিরাট প্রহসনের ভূমিকায় ভারতবাসী বাহিরে ইংরেজ যে প্রভাবকারী ভালাইতেছে, তাহার অন্ততঃ কিছুটা অসুবিধা হইত।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অবস্থা আরও ভোজনীয়। যুদ্ধকালে ভারতবর্ষের শিল্পের উপর নানা বাধানিষেধ চাপাইয়া তাহা কেবল যুদ্ধ সাহায্য—রসদাদি পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে বাধ্য করা হইয়াছে, আর যে সকল শিল্পে ভারতবর্ষ কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছিল, সেই সকল ক্ষেত্রে বিদেশী মাল আনিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

ভারতের বাজার লইয়া বিদেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়াছে; কে এই বাজার দখল করিবে তাহা লইয়া বহু মহলে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অন্য বাজারে ইংরেজ চার আনায় বাগ মহলে সে-ই এগারিসন্না করে এবং ইতিমধ্যেই আমেরিকার সহিত তাহার চতুরতার খেলা সুরু হইয়া গিয়াছে।

আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা এখানে তাহাদের মাল বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে। এবিষয়ে আমেরিকার চেষ্টা একটা রূপ ধারণ করিয়াছে। এখন আর ভারতের বাজার না পাইলে তাহার চলিবার উপায় নাই। যুদ্ধের ব্যাপারে তাহারা বিশেষ ধনী হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যুদ্ধপ্রয়োজন মৈত্রিকদের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত রাখা তাহার প্রয়োজন। যুদ্ধে অতিরিক্ত লাভ যেমন তাহার দেশীয় লোকের জীবন ধারণের মানকে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার দাম বোগাইবার ব্যবস্থা আমেরিকার সর্ব্বসাধারণকে করিতেই হইবে; তাহা না হইলে তাহার সমূহ বিপদ। এ সকল কথা আমেরিকা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেছে, তাহাতে সে বহু ব্যয়ে অতি সাধারণ লোকের অব্যবহার্য্য বহু মূল্যবান খুচরা পুতুলিকা পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতেছে। আমেরিকা জানি খুব ভাল, আমেরিকার শিল্প খুব উন্নত, তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ, জীবন যাত্রার মান যে অতিশয় উন্নত তাহা সে ভারতবাসীকে জানাইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। কি ভাবে তাহাদের দেশে তাহারা কৃষির উন্নতি সাধন করিয়াছে, মরুভূমিতে বাঁধ দিয়া দেশের বারান্দা ভূমিকম্পে সম্পদে পরিণত করিয়াছে, ফ্রেমেলি মন কি ভাবে আমেরিকাবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, কি ভাবে তাহারা ম্যালেরিয়া শত্রুকে পরাভূত করিয়া দেখাইয়াছে, ইত্যাদি বহু ঘটনা তাহারা আমাদের জানাইতে ব্যস্ত। এই বারান্দ যুদ্ধের মধ্যে তাহারা অসামরিক ব্যাপার আমাদের সরবরাহে চেষ্টা করিতেছে, তাহার জন্য তাহাদের বিরাট প্রতিষ্ঠান আছে, ভারতীয় সংবাদপত্রের কাজের সুবিধা করিয়া দিয়া প্রচারাদি দিতেছে, কবি গুরু দিয়া সাহায্য করিতেছে। ইহার মূলমন্ত্র অতিপ্রচার দুর্বিনে তাহারও বিলম্ব হয় না। তাহাদের দেশে কি আছে তাহা না জানিলে আমাদের ক্ষতি কিসাবে ক্ষতি বুঝি হইত না, কিন্তু যেই মনে করি বাজারের আমাদের সর্ব্বনাশ করে, আমেরিকার সাহায্য লইলে উহা ফ্রেমেলি মনে পরিণত হইবে; দেশে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী পরাভূত হইবে আমেরিকার সাহায্যে; তাহারই সাহায্যে দেশ শস্যপূর্ণা হইবে; চারিদিকের মরুভূমি সিঞ্চিত হইয়া পল্লী অঞ্চলেও বিজলী খেলা করিবে,—ইত্যাদি সমস্ত বিষয় আমেরিকার সাহায্যে সাধ্যবর্ত্তী হইবে, আমেরিকার প্রদেশ ইত্যাদীয়ার, পরিকল্পনাকার, শিল্প পরিচালক প্রভৃতি হইতে, তাহার দেশ হইতে বালপত্র আসিলে, তাহাদের পূর্ণ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলে ধরিত পুরুল পাওয়া যাইবে এবং অপব্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, সেইজন্যই আমরা আমেরিকার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। এই ভয়ঙ্কর চিন্তার দ্বারা লোকের মধ্যে প্রচারিত হইলে অতি সাধারণভাবেই ভারতবাসী আমেরিকার সহিত সহযোগিতা করিবে, ভারতবর্ষে আমেরিকার মাল আনিয়া কাটতি হইবে।

এদেশে আমেরিকার বলিবার কতগুলি যুক্তি আছে। ইংরেজের নামের সহিত একটা নিলর্জ্জ শোষণের বাজনা ভারতবাসীর মনে জড়াইয়া আছে। যেভাবে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়া ইংরেজ এদেশে আপন মাল বিস্তার করিয়া তাহার রাজশক্তির অপব্যবহার করিয়া অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া দেশকে নিঃস্ব করিয়াছে, দেশীয় শ্রমশিল্পের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা অজস্র জীবন যাপন করিয়া স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ সুখ ভোগ করিয়াছে, ভোগ, ঐশ্বর্য্যের পাল পার্ব্বণে আনন্দে দিন কাটাইত, তাহারা যে চাষী মজুর কেরাণী হইয়াছে, তখন তাহাদের মন সর্ব্ব প্রকারে ইংরেজের প্রতি বিমুখ হয়। যখন তাহি ইংরেজ শাসনে আমরা বিদ্রূপ, স্বাধীনতা লাভের পথে ইংরেজ দুরু দাবা আইন, যুদ্ধ লাটি চালনা, তাহাদের গুলী খোলা, অনুরূপ কারাবাস, ফাঁসী পাইয়া বলিয়া আসে, তখন তাহার প্রতি আমার মন বিদ্রোহ করিয়া উঠে। যখন দেখি এই দেশে বসিয়া প্রতি পদে ইংরেজ শাসনকে শ্রেষ্ঠ

টেলিফোন—কলিঃ ২৩৩৯ (৫টি লাইন)

নোয়াখালি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯১৯ (সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস :—১০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
আদায়ীকৃত মূলধন ১০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
মোট কার্য্যকরী তহবিল দেড় কোটি টাকার উর্দ্ধে

— শাখা — (ফিসায় পরীক্ষাধীন)

কলিকাতা—ভামবাজার, বড়বাজার, আমহার্ষ্টপুর ও বালিগঞ্জ-কলিকাতা।
বাংলা—বরিশাল, চট্টগ্রাম, বগুড়াসহর, বিক্রমপুর, আলমডাঙ্গা, আলমবাজার, ঢাকা, ডিব্রুগড়, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, নোয়াখালি, নোয়াপুর, চৌমুহানী, নৌপাড়াঘাট, ফেনী, মহম্মদপুর, ফিরোজপুর, বীরকাদির, বরিশাল, রাজবাড়ী, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল ও পুরাণ বাজার।
আসাম—নৌগাঁও ও শিলচর।
বিহার—পাটনা, পূর্ণিয়া, রাঁচী, আরেরাপুর, আরা, ভাগলপুর ও কাটিহার।
যুক্তপ্রদেশ—আগ্রা, মথুরা, বেনারস, এলাহাবাদ ও কানপুর।
উড়িষ্যা—কটক।
দিল্লী শাখা ২৫শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, পাল।

প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত, তারত শাসনের সমস্ত খাঁটি সে তাহার অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে রাখিয়া, তাহার স্বার্থের বিরোধে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া সাজা শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছে, তখন তাহার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত সন্দেহ সঞ্জীবন করিয়া উঠে।

এই সকল মানসিক অবস্থার ফল স্বদেশী আন্দোলনে অসহযোগ ও নিরস্ত্র আইন আন্দোলনে, 'ডাইরেক্ট এক্সান্স' আন্দোলনে প্রকাশ পাইয়াছে। তাই আজ মন ইংরেজ নিরপেক্ষ দ্রব্য স্পর্শ করিতে চায় না, তাহার মূলধনের সাহায্য গ্রহণ করিতে মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, তাহার মিষ্ট কথা কটু লাগে, আমার ভবিষ্যতের মঙ্গল কথা তাহার মিকট হইতে শুনিলে পরিহাস বলিয়া মনে হয়।

আমেরিকা এই সুযোগ গ্রহণ করিতে চায়, তাহার এ একটা বিরাট সুবিধা। ত্রিশ কোটী লোকের ৩১ কোটী যেখানে আন্তরিক হইতে চায় এবং পদে পদে বাধা পাইয়া বিপন্নপ্রায় হইয়া আছে, সেখানে আমেরিকা জানাডা অষ্ট্রেলিয়ার মাল হয়ত ইংরেজের পণ্য অপেক্ষা আদৃত হইবে, তাহা তাহাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ নাই।

আমেরিকা এক প্রকার চালাইয়াছে কম নয়, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে ইংরেজ আক্রমণ করিলে তাহার নানা অসুবিধা আছে। সে তারতে নিম্নোক্ত দ্রব্যের পরিমাণের হিসাব সংগ্রহ করিতেছিল; ইংরেজ, তারতীয় শিল্পপতিদের প্রকারান্তরে সন্ধান করিল যে এই তথ্য সংগ্রহের পিছনে তারত গভর্নমেণ্টের কোনও নির্দেশ নাই, এবং ইহা করিলে কারখানার মালিকরা কোনও বিবরণ না দিয়া, যাহারা খোঁজ করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে তারত সরকারকে জানাইতে পারেন—(অবশ্য ইহা বাধ্যতামূলক নয়)। তারতবাসীর মাল বিদেশকে বড় রপ্তানি করিতে হইলে তারত সরকারের সাহায্য চাই, বলা বাহুল্য ইংলণ্ড সে মাল সরবরাহ করিতে পারিলে, অপর কাহারও আগে 'পিকা ফ্রি ট্রিডার' সম্ভাবনা নাই। সংক্ষেপতি কথা, ইংলণ্ড 'ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স' লইয়া বসিয়া আছে, এবং 'ইম্পিরিয়াল এফিসিয়েন্সি (efficiency)' অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য করিলে কিরূপ সুখ সুবিধা হইবে তাহা তারতকে বুঝাইতে ব্যস্ত। প্রকারান্তরে বলা হইতেছে, "তলায় এফিসি'র সঙ্গে কাজ করিতে গেলে বিপদে পড়িবে, অর্থাৎ আর্থিক লোকসান ভোগ করিবে।

এই সঙ্গে ইংরেজের সহিত, অথবা (ইংরেজ) সাম্রাজ্যভুক্ত জাতির সহিত বাণিজ্য-চুক্তির কথা মনে করিতে হইবে। ১৯১৭ এবং ১৯৩০ সালে ইংরেজের সহিত চুক্তির বলে, অর্থাৎ, লৌহ ও কার্পাস বস্ত্রের উপর ব্রিটেনের মাল অপেক্ষাকৃত স্বল্প হারে শুল্কে তারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করে। তাহার পর ১৯৩২, ১৯৩৪ এবং ১৯৩৯ সালের নানা চুক্তি, যাহার ফলে ইংরেজ তারত মাল-সম্ভারি অপরাপর দেশ হইতে কম হারে শুল্ক (অন্তত ১০ টাকা) দিয়া এদেশে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া লয়। এ সকল নিজের সুবিধা এবং পরের অসুবিধা করিয়া ইংরেজ আবার তখন হইবে এবং তারত গভর্নমেণ্ট ইহাতে সম্মত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ।

ইহার উপর আমেরিকার বাণিজ্যে একটু অসুবিধা আছে; তাহারা যে তারতীয় মাল এখানে বিক্রয় করে, তাহার একটা সীমা নির্দেশ হইয়া গিয়াছে। তারতবর্ষে বত টাকার বিদেশী বাণিজ্য হইত, বহু ক্ষেত্রেও আমেরিকা তাহার অনুপাত বৃদ্ধি করিতে পারে নাই। যুদ্ধের প্রাক্কালে (১৯৩৯-৪০) এবং যুদ্ধের মধ্যে (১৯৪১-৪২) আমেরিকা হইতে ৫০ লক্ষ টাকা বা তদধিক মূল্যের যে সকল দ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছে, তাহা হইতে আমেরিকার শিল্প-শক্তির একটা ধারণা করা যাইবে।

	১৯৩৯-৪০ (হাজার টাকা)	১৯৪১-৪২ (হাজার টাকা)
তামা	৪৪,৩১	১,১৫,১১
তাঁবা ফুলা	৯৮,১২	২,১০
ঔষধাদি	৪৯,৫০	৭৯,৫১
রঙ্গন দ্রব্যাদি	৫০,৬৯	১,১৯,১৮
লৌহ দ্রব্যাদি (hardware)	৪৪,১৮	৮৯,১২
ছোট যন্ত্রাদি (instruments)	১,১৯,৪৪	১,৯১,২০
বড় যন্ত্রপাতি (machinery)	২,৮৮,৬৯	৪,০১,৪৪
কাগজ ও সিমুলোর্ড	২৩,৯০	১,৬১,১২
রবারজাত দ্রব্যাদি	৪৯,৬৪	৬৪,৯০
তারকাঁ	৫৭,৬৬	১,১১,৭২
অপরাপর	...	...
মোট	১৩,৮৮,১০	২৩,৬১,২৬

[সাধারণতঃ আমাদের ধারণা, আমেরিকা হইতে মোটর এবং বৈদ্যুতিক তৈজস প্রচুর পরিমাণে আসে। উপরে প্রকাশিত সরকারী হিসাব হইতে তাহা প্রমাণিত বলিয়া মনে হইবে। তবে কোনও কোনও বৎসর মোটরের বন্ধনযুক্ত কাঠাম (chassis) অনেক কোটী টাকার আমদানী হইয়াছে, ইহা সত্য। বর্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইল না।]

ইহা হইতে সহজেই অনুমান, প্রয়োজন হইলে আমেরিকা আমাদের ব্যবহারের বহু মাল হঠাৎ সরবরাহ করিতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্বে তারতবর্ষ হইতে তাহার আমদানী মালের তালিকা বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে কয়টী মাল যায়, তন্মধ্যে পাট, অভ্র, লাক্ষা, তাঁবা ফুলা, চামড়া ও ছাগল। ইহাদের পরিমাণ দিয়া আমেরিকা হইতে ক্রমবর্ধমান আমদানীর সমস্ত টাকা ক্রমে পরিশোধ হওয়ার সঙ্গে অসুবিধা করিতে পারে এবং বাণিজ্য বিস্তার ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। তাহার উপর তারতবাসীর আয় বৃদ্ধি হইয়া তাহার ক্রয়শক্তি না বাড়িলে উভয়পক্ষে কাহারও মঙ্গল নাই।

আমেরিকা যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত তাহার আমদানীর অনুপাতে বৃদ্ধি করিতে পারে নাই, তাহা উল্লেখ করিয়াছি। তাহার সহিত অন্যান্য অনেকটী প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের পরিচয় দিয়া সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব।

	মোট বাণিজ্যের পরিমাণ হাজার টাকা	ইংলণ্ড শতকরা অংশ	আমেরিকা শতকরা অংশ	জার্ম্মানী শতকরা অংশ	জাপান শতকরা অংশ
১৯১৩-১৪	১৮৩,১৩,৭৮	১৮·০	৮·৬	৬·১	৫·৬
১৯১৯-২০	৫০৭,৯১,৫৪	৪৮·৪	১৯·০	·৯৫	৯·২
১৯২০-২১	৩৪৫,১৯,৮৩	৩১·০	১০·৫	১·৪	৮·০
১৯২১-২২	২৯৬,৯১,৫৫	৪৪·০	৬·০	৬·২	৭·০
১৯২২-২৩	২৪০,৭১,৬৯	৪১·৭	৭·৩	৬·৩	৯·৮
১৯২৩-২৪	৩৩৯,২৮,৬৫	৪০·২	৭·৩	৭·৩	১৫·০
১৯২৪-২৫	১৫১,৩৩,৭১	৩০·৬	৮·৪	৮·০	১০·১

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, ১৯২৪-২৫ সাল হইতে আমেরিকার অংশ মোট বাণিজ্যের শতকরা ৩ হইতে ৭·৩ অংশে বিবর্দ্ধিত হইয়া আসে; সুতরাং তাহার বাণিজ্য আমেরিকার একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিতে হইলে তাহাকে তাহার মূলধনের অনুপাতে বৃদ্ধি করিতে হইবে এ বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশ তাহারা তাহাকে "Consumers goods" অর্থাৎ সাধারণ ব্যবহারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবে না তাহাকে কারখানা স্থাপন করিয়া এই সকল মাল সরবরাহ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইংলণ্ডের দুরবস্থা যুদ্ধের পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। তার পাঁচটা বিষয়ে সুবিধামত তাহাকে মাল বিক্রয়ের বৃদ্ধি করিয়াও কোনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই; এইবার সে নিজ বৃদ্ধি খাটাইয়া করিবে। তাহার মধ্যে সে তাহাকে নিরোধিক মূলধনের অর্দ্ধেক দিতে প্রস্তুত; কারখানার হিসেবমত তালিম দিয়া সে তাহাদের প্রধান শিল্পের অর্দ্ধেক আমেরিকা হইতে যায়। তাহাদের ও ইংলণ্ডের কারখানার মূলধন বিশেষ বিশেষ কারখানার একত্রীভূত করিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে দুই একখানি "ফোর" দিয়া নিজেদের (ডাইরেক্টরদের) সভায় আসন দিয়া সম্মানিত করিতে প্রস্তুত। (কথা বাহুল্য, কোনও কোনও ব্যবসায়ী ডাইরেক্টরের আসন পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন)। আমেরিকার এতদূর কাছে "ঘন্টু লক্ষ্মী" করিতেছে, নূতন কারখানা স্থাপন করিবার বা তাহাদের সহিত মিলিয়া কারবার করিবার চেষ্টা প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু প্রভু ইংরেজের নিকট পরাজিত হওয়ার সমস্ত সকল প্রকাশ পাইতেছে। সমস্ত নূতন শিল্পসম্প্রসারণ ক্ষেত্রে তাহার "এক্সপার্ট" আমদানী করিয়া তাহাদিগকে (?) বসাইয়া দিতেছে; তাহারা বলিয়া রিটেনে মালের অর্ডার দিলে আমেরিকা ভ্যাবাচাকা হইয়া থাকিবে। তাহাদের স্কুলের কর্ণধার দিবার সময় "খাঁটী স্বদেশী" ভাবে সরকার ষ্টীল ট্রাষ্ট কোম্পানীকে তাহে তিন কোটী (এবং অতিরিক্ত আরও কোটী খানেক টাকা) টাকার ভাগ তাহাকে খালির বিদেশীয় কোম্পানীকে দান দিয়া, "কুলীন" ব্রিটনের মিষ্ট দিয়াছে।

জার্ম্মানী ও জাপান অগ্রসরশীল। তাহাদের বিদেশবাণিজ্যের সম্প্রসারণ করা আলোচনা করিতে গেলে বিরাট গ্রন্থ হইয়া পড়িতে হইবে। তবে একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না, তাহাদের অবস্থা যা তালিকা "ফাস্ট-ক্লেশীয় লড়া ভাগ" হইতেছে। গত যুদ্ধের পর (১৯১৯-২০ সালে) জার্ম্মানীর তাহাতে মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪,৩১, ৭৬০ টাকা। পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯২০-২১ সালে তাহা ৪,৭৪,৭৯,১৯০ এবং ১৯২১-২২ সালে উহা ৭,২৪,৪৫,৪১০ টাকা হয়। তার পর বৎসর আবার ১১ কোটী টাকা ছাড়াইয়া যায়।

জাপানের বিষয় শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। তাহি না তাহিয়া দেশে জাপান বীরকে প্রশ্রয় লাভের ফলে ফুলাইয়া রাখা হইবে কি না। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া আমাদের কথা আমরা যেন ছাড়িয়া দিয়াছি। তাহারও তাহার বাণিজ্যের আয় পাইয়াছে; আমাদের আমাদের দেশে নিজের প্রয়োজন অনুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা এখন একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বিপ্রদক্ষীয় ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আমাদের (অসহায়) ভারতের বন্ধু, যথা—জন, ইয়াণ, বেলজিয়াম প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও) মিলিয়া তাহাদের "ভবিষ্য" খাইবে এবং সেই জন নিস্তোইয়া যে ছিবড়া ফেলিয়া রাখিবে, তাহার ফলে আমাদের পরিস্থিতি হইতে হইবে। তবে সকল "বন্ধু-দের" যে লাভের দেখা নিজেদের তারা লক্ষ্য করিয়া যে তৃপ্তি, তাহাই আমাদের অতিরিক্ত সুবাকা বলিয়া মনে করিতে হইবে।

বাংলার প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯১০ ইং

হেড অফিস : ১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন কলিঃ ৪৭১৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে ৩৩ বৎসরের জনসেবা; অভিজ্ঞ ও সদাজাগ্রত ব্যবসায়িবর্গের তত্ত্বাবধানের গর্ব্বিত ইহার প্রত্যেক সদস্য, তাই ইহা আজ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শাখা অফিস :—পাটনা, মেজারহাট, মাদ্রাজ, বড়বাজার (কলিঃ), ডালহৌসী স্কোয়ার (কলিঃ), বেলিয়াঘাটা (কলিঃ), ঢাকা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, বাগিরহাট, খুলনা, পাবনা, রাজবাড়ী, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, কুমারখালি, শিলচর, নাজিরপুর, মহিষাদল, বগুড়া, লক্ষ্ণৌ, ঈ নগর (বারাণসী), মেদিনীপুর, জেমশেদপুর, মালদহ, রাজসাহী, জাড়গ্রাম, চাঁচড়া।

আমানতের হার ও সর্ত্তাদি সুবিধাজনক।

ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : জি সি পাল, বি এল

— নিরাপত্তা ও কার্য্যতৎপরতার জন্য —

ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত — ১৯২৮ ইং

রেজিঃ অফিস — ঢাকা।

কলিকাতা অফিস—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ফোন :—কলিঃ ৪৪০১

শাখাসমূহ :
বরিশাল, জোলা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গাইবান্ধা, শ্রীহট্ট ও সুনামগঞ্জ।

দক্ষিণ কলিকাতা অফিস :
৩৯।১-এফ, অঘোরপুকুর রোড
(১ নং বিদ্যুৎবান পার্কের সম্মুখ)

আধুনিক সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বি, এম, ভট্টাচার্য্য,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বস্ত্র-সমস্যা

লোকনাথ লাহিড়ী

যুদ্ধের দিনে ভারতে বস্ত্রের যাটতি পড়িয়াছে তাহা বোধ হয় মোটেই অস্বীকার করা যায় না। ৩৫ কোটি লোক অর্থাৎ সমগ্র ইওরোপের সুতাজাত দ্রব্য সম্বন্ধে কয়েক বৎসরের হিসাব এইরূপ :—

বৃটিশ বণিক স্বার্থের খাতিরে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পকে সরকার কোনো দিনই সুনজরে দেখে নাই, সুতরাং রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির মত অন্যান্য ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পকে বিশেষের মত চাহিয়া থাকিতে হইয়াছে।

ভারতে সুতাজাত দ্রব্যের পরিমাণ (কোটি গজের হিসাবে)

	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৪-৪৫
ভারতীয় মিলে উৎপন্ন	—	৪১৮·৯০	৪৩১·২০	৪১৬·২৪	৪৯৮·৩০	৪৯৫·২২
বিদেশ হইতে আমদানী	—	৬৮·৭১	৫৭·৯১	৪৮·৭০	১·৩১	০·৩৯
মোট বাদে	—	৪৪৯·৬৪	৪৪৯·১৩	৪৬৫·৫০	৪৯৯·৫৪	৪৯৫·৭৩
বৃটিশ ভারত হইতে রপ্তানি	—	১৮·২৭	৫·৩০	৫·৩৯	৮·৩৯	৯·১১
ভারতে ব্যবহার্য্য বস্ত্র	—	৪৩১·৩৭	৪৪৪·৮৩	৪৬০·১১	৪৯৮·৯৬	৪৮৬·৬২

[বর্তমানের "অধিক সংখ্যক বিদেশে রপ্তানিকৃত উন্নত ধরিয়া" হইবে]

ইহা ছাড়া হস্তচালিত ও বিদ্যুৎচালিত ছোট তাঁতের উৎপাদন বর্তমানে প্রায় ১১০ কোটি গজ, যুদ্ধের আগে ছিল আরও বেশী। এই ছোট বস্ত্র হইতে সামরিক প্রয়োজনে প্রায় ৭৫০ কোটি গজ কাটিয়া রাখা হয়, ১৯৪৮-৪৯ সালে যুদ্ধাবসানে ইহার প্রয়োজন হইবে না। উপরের হিসাবে অনায়াসেই বোঝা যায়, ১৯৩৮-৩৯ হইতে ১৯৪২-৪৩ পর্যন্ত ভারতবাসীর ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রের পরিমাণ ক্রমাগত কমিয়া আসিয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে মিলের উৎপাদন কিছু বাড়িয়াছে, তবুও যুদ্ধের আগের সময়ের (১৯৩৮-৩৯) তুলনায় যাটতি বাড়িয়াই গিয়াছে অন্তত প্রায় ২০ ভাগ।

যাটতির ফলে যে মন্বন্তর হইল তাহার সুযোগ লইয়া অতি-লোভী মিল-মালিক ও বস্ত্র-ব্যবসায়ী বস্ত্র পাইয়া বসিল। সূতী নিয়ন্ত্রণের দ্রব্য-মূল্যের পুষ্টিকারী সাংকেতিক চিহ্ন (১৯৩৯ আগষ্ট, ১৯৩৯=১০০) ছিল ১৯৪১ সালের জুন মাসে ১৪৩, তার পর ১৯৪২ সালের জানুয়ারীতে ১৯০, জুনে ৪১২, ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে ৪১৫ এবং জুন মাসে ৪১৩। অর্থাৎ মাত্র ৪ বৎসরের মধ্যে কাপড়ের দাম প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহার জন্য বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা একটুকুও দুঃখ বোধ করেন নাই, এই সময়ের মধ্যে সরকারের পক্ষ হইতেও ইহার কোনো প্রতিকারের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। যে-পরিমাণ যাটতি তাহাতে এক কেনী দাম চড়িবার কোনো কারণ ছিল না। মজুতকারী ব্যবসায়ীরা মাল আটকাইয়া দর চড়াইতেছিল তাহা যে কেহ বুঝিতে পারে, কিন্তু সরকারী কর্তারা ইহার প্রতিবিধানের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই।

দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের তীব্র চীৎকারে বাধ্য হইয়া অবশেষে ১৯৪৩ সালের জুন মাসে ভারত সরকার "বস্ত্র ও সূতা (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ" জারি করিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল মজুতকারী (হোর্ডার) বন্ধ করা এবং বস্ত্র ও সূতার দাম, উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা—যাহাতে জনসাধারণ নিয়ন্ত্রিত [illegible] দামে সহজে কাপড় পাইতে [illegible]

প্রবাদবাক্য, সেই আদেশই যুদ্ধের বাড়'ন্ত চাহিদা সত্ত্বেও ভারতের বস্ত্র-শিল্প তাড়াতাড়ি বাড়িতে পারে নাই। নিয়ন্ত্রণ আদেশের পরও কলকব্জা প্রভৃতি আমদানী করিয়া বস্ত্র-শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার বিশেষ কিছু চেষ্টা করে নাই। বরং অতিরিক্ত লাভকরের টাকা সরকারের হাতে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতে ঐ টাকা খরচ করিয়া নূতন যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রয়োজনই অস্বীকার করা হইয়াছে। কাপড়ের মূল্য নির্ধারণে যন্ত্রপাতির জন্য যাবত যে-ভাবে অতিরিক্ত দর ধরা হইয়াছে তাহাতে মিলগুলির পক্ষে এক পালির (শিফট্) বেশী মিল চালাইয়া উৎপাদন বাড়াইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো উৎসাহ থাকে নাই।

ইওরোপের সন্তাবনা। পরিষ্কার দেখা যায় যে, নিজের সামরিক প্রয়োজন ছাড়া ভারতের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারের বিশেষ কোনো আগ্রহ নাই। বিলাতী বস্ত্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ সুবিধার জন্য ভারতীয় শিল্পের প্রতি পূর্ববৎ মনোভাব বজায় আছে।

হস্ত-চালিত তাঁতে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য হাতে কাটা সূতার ব্যবস্থা করিতে কলকব্জা লাগে না, কিন্তু লোক, পুঁজি ও অর্থ হইলেই হয় এবং তাহাতে মন্বন্তরের অনেকখানি সাহায্য হইতে পারে। কিন্তু ইহার জন্যও সরকার কিছুমাত্র চেষ্টা করে নাই। এমনকি এই ১৯৪৪ সালে অন্তের দুর্ভিক্ষের দিনেও কাউন্সিলে অন্ধ্র ষ্টেটে সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে (২২শে মার্চ) যে, তাঁতে কাটা সূতার উৎপাদনে সাহায্য করিবার জন্য পর্ণমেণ্টের কোনো ব্যবস্থা নাই।

বিদেশী সরকারের কাছে ইহা ছাড়া আর কি আশা করা যায়? কিন্তু আমাদের অদেশী বস্ত্র-শিল্পও দেশবাসীর মন্বন্তরের দুর্দিনেও জন যেমন করিয়া লোক মহাজনের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করেন নাই—ইহাই সবচাইতে দুঃখ। উৎপাদন বিষয়ে তাঁহাদের মনোভাব সম্বন্ধে দুটী উদাহরণ দেখিলে ইহা আরও বোঝা যাইবে। ১৯৪০ সালের জুন মাসে বোম্বাই শহরে বিদ্যুৎ

Grams—CENCOMPA

সেণ্ট্রাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস
১২, ক্লাইভ রো,
কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ এস, বি, বিশ্বাস

ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৭, লোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ :- মগরা, জগদ্দল

সরবরাহে বৃদ্ধির উপস্থিত [illegible] কলকারখানা [illegible] বিল বন্ধ রাখিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। সব মিলগুলিই একসঙ্গে রবিবারে ছুটি না দিয়া সপ্তাহের এক এক দিনে কয়েকটী করিয়া ছুটির ব্যবস্থা করিলে এই বিপদ হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাইত।

কেন্দ্রীয় বস্ত্রোৎপাদন অথরিটি রাখার জন্য যোগাইবের সুপারিশ বন্ধুবরেরা রবিবারে এক সঙ্গে ছুটির অধিকার ত্যাগ করিয়া এইভাবে পালা করিয়া ছুটি লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু উৎপাদন বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকায় মিল-মালিকেরা রাজি হইলেন না। শেষ পর্য্যন্ত আইনের জোরে জোরাবিদিগকে বাধ্য করিতে হইয়াছিল। প্রায় একই সময়ে সাধারণতঃ প্রত্যেকটী মিলে "ডাবি" তাঁতের খানার বিরুদ্ধের অভাব দেখা দেয়। সপ্তাহে ৬৫ ঘন্টে একজন তাঁতী কয় খিলা দিয়া কাজ চালাইবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া উৎপাদন বজায় রাখেন, বস্ত্রাদও পুরস্কার করেন। কিন্তু এইরূপ সুপারি আবিষ্কারে পুরস্কৃত করিয়া ভবিষ্যতে উৎপাদন বাড়ানো সম্বন্ধে তাহাকে আরও কাজে লাগাইয়া লওয়া দূরে থাক, মিল কর্তৃপক্ষ কয়েকটী অজুহাত বাহির করিয়া তাহাকে বরখাস্ত করেন।

মিল-মালিক ও বস্ত্রব্যবসায়ীরা প্রথম দিকে সেবাবাদীর কাছ হইতে সাড়ে পাঁচশত টাকা দাম লইতেও দ্বিধা করেন নাই। অক্টোবরের পর যখন প্রথম প্রস্তাব আসে যে মিলের কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রিত দামের হ্রাস বাড়িতে হইবে (বাজারে চোরাবাজারে বেশী দামে বিক্রয় না হয়) তখন মিল-মালিকেরা আপত্তি তুলিয়াছিলেন। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে কাপড়ের দাম সামান্য পড়িয়াছিল। কিন্তু তখন যখন পাইকারী বস্ত্রমূল্যের সাংকেতিক চিহ্ন ২৯৪, অর্থাৎ স্বাভাবিক সময়ের পাঁচগুণ। কিন্তু ইহাতেই ব্যাকুল হইয়া মিল-মালিকেরা তাঁহাদের সরকারকে ভয় দেখাইয়া লেখেন যে, এই বিরাট মূল্য হ্রাস বন্ধ করিবার জন্য সরকারকে যদি হস্তক্ষেপ না করে তাহা হইলে "আগষ্ট মাসের শেষেই মিলগুলি কাজ বন্ধ করিবার নোটিশ দিতে বাধ্য হইতে পারে।" সরীবের জন্য সস্তা ট্যাওার ক্লথ [illegible] তাঁহারা সোজা হইতে বাধা দিয়াছেন। ১৯৪২ সালে মিল-মালিকদের রিপোর্টে লেখা হইয়াছে, "জাপান যুদ্ধে নামার ফলে যে-মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া (মিল-মালিক সমিতির) কমিটী মনে করে, ট্যাওার্ড ক্লথ পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই।" অথচ তখন কাপড়ের দাম স্বাভাবিক সময়ের প্রায় দ্বিগুণ! পরে ট্যাওার্ড ক্লথের বর্দ্ধিতমূল্য (মেসিক প্রাইস) নির্দ্ধারণের সময় তাঁহারা ১৯৪১-এর মাঝামাঝিকার বর্দ্ধিত বাজার দরই ভিত্তি হিসাবে ধরিলেন এবং তাহার উপর বাড়তি ধরচ প্রভৃতি যোগ করিয়া ট্যাওার্ড ক্লথের বর্দ্ধিতমূল্য নির্দ্ধারিত হইল। সরকারকেও প্রায় তাহাতেই রাজি হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তখন অনেক মিল-মালিক ক্লথ করিয়া বলেন, ট্যাওার্ড ক্লথে আমাদের লাভ নাই!

[illegible] সম্প্রতি কলার [illegible] আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের উদ্যোগে [illegible] মিলিত লাভের পরিমাণ নিম্নে উদ্ধৃত তালিকায় কয়েকটী মিলের হিসাব হইতে জানা যায় :—

মিল		১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২
আলমী	—	১৯৪৮১৭৲	১৯১৫৫৬৲	১৯১৩১২৲
বাসবী	—	—৭৭০৪৯.৩	১৩৭১৪৲	২২৪৫৭৭৲
চন্দ্রকলী	—	৫৪৮০২৭৲	৯৪০৪৫১৲	১৮৫৪৩৯৲
মোহিনী	—	৫৭৩৮০৪৲	৯৩৩৭১৲	১৩৬৪৫৭৲

৩৫০৩৩৪৩

[ইংলোন" ইয়ার বুক হইতে]

অবশ্য এখনও কারণ ইহাও শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই মিল-মালিকেরাই বিদেশে সস্তায় কাপড়টোয়ার জন্য ১৯৩১ সালের যুদ্ধ কালেও সরকারের কাছে অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন। উৎপাদন কমটুকু ঘুচে দিবিত লাভ সস্তায় করিবার জন্য ১৯৪২ সালের জুলাই মাসেও তাঁহারা সরকারকে বাধ্য করিয়াছেন। যে-সময়ে সস্তায় সীমাবদ্ধ করার প্রস্তাব প্রথম আলিয়াছিল সে সময়ে মিল-মালিক সমিতি বলিয়াছিল, "বস্ত্র যদি যথেষ্ট পরিমাণ তবে সিদ্ধান্ত মার্কের সহিত আগে হইতে পরামর্শ না করিয়া সস্তায় করাইলে ফল খুব খারাপ হইবে।" আজকাল দেশের চোরাবাজারে বিদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী মুনাফা পাওয়া যায় বলিয়াই কি মালিকদের মত বদলাইয়াছে?

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসেও বস্ত্রের পাইকারী মূল্য স্বাভাবিক সময়ের প্রায় তিনগুণ ছিল, সুতরাং জনসাধারণের দুর্দশা হইতে মিলগুলি কি প্রচুর লাভ করিতেছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। চোরাবাজারের অতিরিক্ত লাভের কথা তাড়িয়াই দিলাম।

তথাপি মাত্র এক বছর আগের স্বাধীন মিল-মালিকদের অকর্মণ্য নেতা ও সরকারী বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস উৎপাদন বাড়াইবার জন্য মালিকদিগকে আরও "লাভের সুযোগ" (ইনসেন্টিভ) দিতে অনুরোধ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা বস্ত্রের মূল্য আরও বাড়াইতে চান।

ভারতীয় সরকার জনসাধারণের সমর্থন হইতে বঞ্চিত, জনসাধারণের সহযোগিতা তাহারা চানও না। বস্ত্রশিল্পিদিগকে ব্যবসায়ী উৎপাদনে বাধা করিবার মত নৈতিক শক্তিও তাহার নেই জানাই যায়। অভিযোগকারী মিল-মালিকদিগকে খুষ্ট করিয়া যেটুকু কাজ হয় তাহাই সরকারের সম্বল। উৎপাদন বৃদ্ধি বা মূল্য হ্রাস সম্বন্ধে মিল-মালিকদের অতীত কার্য্যকলাপ এইরূপ নোংরা যেখিয়াই ১৯৪০ সালে বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে বস্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধির যে কমিটী হইল তাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব মালিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হইল। সরকারী "বস্ত্র ও সূতা (নিয়ন্ত্রণ) আদেশের" ৫নং ধারায় একেবারে আইন করিয়া দেওয়া হইল : "মূল্য নির্দ্ধারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি...

ফোন : কলি—৬৪৮২

মুক্তাগাছা পপুলার ব্যাঙ্ক লিঃ

—হেড অফিস— মুক্তাগাছা | —ব্রাঞ্চ অফিস :— ৭ নং ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। | —ব্রাঞ্চ— ময়মনসিং

চেয়ারম্যান—মহারাজকুমার সুধাংশুকান্ত আচার্য্য (ময়মনসিং)।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

টেলি : ব্যাঙ্ক : কলিকাতা | টেলিফোন : ক্যাল : ২০৭৩

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯১৬)

হেড অফিস :—২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত মূলধন ১২,৫০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ১২,৫০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ১০,৫০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
রিজার্ভ ও কোম্পানী কাগজে ক্রম্ভ ৫০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন ১,১০,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

—শাখাসমূহ—

মেদিনীপুর, খড়গপুর, কাঁথি, খাটাল, তমলুক, কুলদহর, মহীপাল, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কালনা, কাটোয়া, লাউহাটি, নবদ্বীপ, বালেশ্বরহাট, মৈয়াড়ি, বলোদর, চন্দ্রকুড়িয়া, সাহেবগঞ্জ, খুলনা, মহাজনপুর, চুঁচুড়া এবং বাঁকুড়া।

১৯৪৩ সালের জন্য শতকরা ১০৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত প্রতি ১০০৲ টাকার শেয়ারে লভ্যাংশ হিসাবে ১০০৲ টাকাই ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : এস এস মুখার্জ্জি, এম, এল-সি, (ক্যাল), এ, সি, আই, এস (লণ্ডন), ভাইস চেয়ারম্যান।

প্রভৃতি ব্যাপারের জন্য যে কমিটি হইবে,... তাহাতে শুধু বস্ত্র-শিল্পের প্রতিনিধিরাই থাকিতে পারিবেন এবং...এইরূপ সমস্ত ব্যাপারে সাধারণতঃ তাঁহাদের পরামর্শই কার্য্যে পরিণত করা হইবে।"

সুতরাং সরকারের বস্ত্র বণ্টিতনীতি এবং বস্ত্রহীন জনসাধারণের আকুল চীৎকার সত্ত্বেও কাপড়ের মূল্য স্বাভাবিকের প্রায় দ্বিগুণ উপরেই থাকিয়া গেল। মিল-মালিকদের "মৌজ" ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় ১৯৪৩-৪৪ সালে অন্ধের উৎপাদনে শতকরা মাত্র সাড়ে সাত ভাগ বৃদ্ধি পাইল। ১৯৪৪-৪৫ সালে আর সাড়ে সাত, মাত্র তেরজার অভাবে মোট ১৫ হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য মিল-মালিক বা সরকার কাহারই দায়িত্ব নাই।

এপ্রিল মাসে এই ১৯৪৫ সালে হাজারিবাগ বিলাতে বিসিয়া কি ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে যে, ১৯৪৬ সালে অন্ধের সামগ্রিক তালিকা ৪০ কোটি গজে দাঁড়াইয়া আসা চাই, তন্মধ্যে ৪০ কোটি গজ এবং মিলগুলিকে বস্ত্র-মজুরা যোগাইয়া উৎপাদন বজায় রাখিতে হইবে ১০ কোটি গজ। সকল সরকারী পরিকল্পনার মতই এই পরিকল্পনাও কতটা কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা বলা শক্ত। যদি সম্পূর্ণ সফলও হয় তবুও ১৯৪৬ সালে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪৯০ কোটি গজ। অর্থাৎ ১৯৪৫-৪৬ সালের তুলনায় তখনও শতকরা ১২ ভাগের বেশী বাড়তি থাকিবে। সুতরাং ১৯৪৫-এ যে ঘটেই, ১৯৪৬ সালেও লোকের অভাব এবস্বকার মতই মিল-মালিক ও ব্যবসায়ীদের লালসায় ইন্ধন যোগাইবে, এবস্বকার মতই মাল মজুত করিয়া চোরাকারবারীরা চড়া দাম না দিলে কাপড় দিবে না, মানুষের ঊলঙ্গ অবস্থা হইতে অভি-লাষের ভড়ি সজ্জা করিবে।

১৯৩৯ হইতে ১৯৪৪ পর্য্যন্ত ব্যাপারই অন্ধের অভাব আছে, তবুও এই ১৯৪৫-এর শেষেই সে অভাব প্রায় দূরীভূত পরিণত হইল কেন? পাঁচ বছর ধরিয়া মজুতদার ও চোরা-কারবারী মাল লুকিয়াছে, মিল হইতে তুলা জোগান পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখিয়া নষ্টাইয়াছে, তাই আজ অন্ধের মোটা কাপড়ই প্রায় চোরাবাজারে পরিণত হইয়াছে। অভাবের মূল করার জন্য তন্ত্রাদি বন্ধ করা, বিদেশের ব্যবসায়ী দিয়া সাময়িক তালিকা মিটানো, কল-কব্জা আমাইয়া ও চলতা বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়ানো ইত্যাদি ব্যবস্থায় এরোজন তো ঘটেই।[1] কিন্তু সব চেয়ে জরুরী ও আশু এরোজন হইল দেশের সমস্ত কাপড় ব্যবসায়ী ও আমলাতন্ত্রের হাত হইতে জনসাধারণের আয়ত্তে লইয়া আসা এবং অন্যান্য প্রয়োজন সকলকে সমভাবে বণ্টন করা। অন্ধ সব ব্যবস্থা সমস্যাসাপেক্ষ, কিন্তু এই ব্যবস্থা এখনই কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। যুদ্ধপূর্ব্বের পক্ষ হইতেও অন্ধের আধিক বৃদ্ধির (ডিফেরেন্সিয়াল) এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি নাই।

কিন্তু অন্ধের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের [illegible] কাপড় জনসাধারণের হাতে [illegible] সহজ নয়, কারণ সরকারের উপর ইহাদের [illegible] প্রভাব। অন্ধের চোরা-কারবার দূর করার জন্য ও জনসাধারণকে কন্ট্রোল দরে কাপড় পাওয়াইয়া দিবার জন্য ১৯৪৩ সালে সরকার যে কৌশলীয় বস্ত্র বিভরণ বোর্ড গঠন করিল তাহা বস্ত্র ব্যবসায়ীরাই সফল করিয়া তুলিলেন। উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাস বিড়লা বস্ত্র ব্যবসায়ী মিল-মালিক। আর বাকী ২৫ জন সভ্যের মধ্যেও ১৫ জন মিল-মালিক এবং ৭ জন বস্ত্র বা তুলার ব্যবসায়ী। অর্থাৎ বাঁহাদের ব্যবসার বিস্তার করিলে তবে জনসাধারণ কাপড় পাইবে তাঁহারাই হইলেন বিতরণের কর্ত্তা। আজ ১৯৪৫ সালেও প্রায় ঐ ব্যবস্থাই কায়েম আছে। সুতরাং বস্ত্রাভাব দূরীভূত পরিণত হইবে আশা করা যায় কি?

বোর্ড গঠিত হইবার ঠিক আগেই অন্ধের মূল্য পাঁচগুণ চড়িয়াছিল এবং মিল-মালিক হইতে পাইকারী ব্যবসায়ী পর্য্যন্ত সকলেই উহার লাভাই নিজ নজিরেছিলেন—কাপড় বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাইতেছে, সৈন্যদের জন্য দরকার হইতেছে, আমাদের ঘরে মাল নাই, সুতরাং দাম না চড়াইয়া উপায় কি? কিন্তু অল্পের মালের অন্যেই বিতরণ আদেশ অনুসারে বিভিন্ন মিল-মালিক ও ব্যবসায়ীর ঘরে কাপড় বন্টনের হিসাব লইয়া দেখা গেল মোট ২৭০ কোটি গজ কাপড় ও ১½ কোটী পাউণ্ড সুতা তাঁহাদের হাতে আছে। মাল নাই অজুহাত তুলিয়া ইঁহারাই জন-সাধারণকে পাঁচগুণ দাম দিতে বাধ্য করিতেছিলেন!

তদবিধি চীন দেশে এরূপ ব্যবসায়ীদের জন্য কাঁসীর সাজা নির্দ্ধারিত আছে। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার মালগুলি পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিল না। আশে আশেপাশে দেখা হইয়াছিল যে, ১লা অক্টোবর, ১৯৪৩-এর মধ্যে এই সব মাল বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। অন্ধের বাহির হইবার পর মিল-মালিকদের চাপে সরকার সে আদেশ পর্য্যন্ত বদলাইয়া ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪৩) পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিক্রয়ের সময় বাড়াইয়া দিল। আর পাইকারী ব্যবসায়ী প্রভৃতির চাপে ব্যবসায়ীদিগকে অন্ধ-দেওয়া হইল যে, ১৯৪৪ সালের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ মাল মজুত ও বিক্রয় করিতে পারেন। ব্যবসায়ীরা মাল লুকাইয়া চোরা কারবার জমাইয়া লইবার যথেষ্ট সময়-সাহের হাত হইতেই দেড় বছর সময় পাইলেন। সেই সময়ের শেষ দিকে চোরাবাজার ছাড়া অন্যত্র কাপড় পাওয়া যাইতেছে না ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

এই বিরাট পরিমাণ মজুত কাপড় সারা ভারতের সমস্ত লোকের প্রায় ৮ মাসের চাহিদার সমান। তখন উহা "মৌজ" (জমা) করিয়া জনসাধারণের অভাবমোচন কেনেরের ব্যবস্থা আরম্ভ করিলে আজ লোকে 'হা বস্ত্র' করিয়া চিৎকার করিত না। কিন্তু সরকারী আজ্ঞাবহ ও কাপড়ের ব্যবসায়ী হরিবর

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

ডিরেক্টরের বাঙ্গালীর সুবিধাযুক্ত

হেড অফিস—১০২বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন: কলি: ৩৪৪৭

—আমাদের—

বড়বাজার, বেলেঘাটা, ভবানীপুর, আলমবাজার, টালাবাজার, শিবতলির, নারকেলডাঙ্গা, লাবেরিয়াডাঙ্গা, কাশীপুর, মাদারহাট, রাজবাজার, রাজবুর (ডি-পি), শ্যামল, ডিক্রিগড়াপুর, খোলাবীর ও শাটাবাদী (পাটনা সিটি) ।

পাটনা সিটি ব্রাঞ্চটি

২১শে এপ্রিল খোলা হইয়াছে।

ম্যা: ডিরেক্টর—এইচ বি পাল, এম-এ, বি-এল

মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও বাড়াইয়া সম্পদে পরিণত করিতে সাহায্য করে—

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

লিমিটেড

হেড অফিস—২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—কলি: ১৭৭৩ তার—Calcutta : Strong Room.

এক টাকা কিংবা লক্ষ টাকা, যাহা হউক, আমা রাখিয়া আমাদের সভ্যাংশ গ্রহণ করুন।

সুদের হার বার্ষিক ১½ হইতে ৬½ টাকা। মূল্যবান ও মাসের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়।

ব্রাঞ্চ :—ঢাকুরিয়া, লাবার্ণ মার্কেট (ওপিঃ), ক্যানিং, কোন্নগর, বেলেঘাটা, রাসবিহারী, ভবানীপুর, পাইকপাড়া, বারাসত, বুনিয়াদ, নবাবীপুর, আলতাবাদ ও মাদেবেবন্দর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, বি-এ

আছে, সেজন্যই "বাস্তবিক বাণিজ্যাধিকার" উপর আমদানিকারক এত অনুরাগ। সুতরাং সে সময়ের মুরুব্বী গেল মোটে জন-সাধারণকে বোঝা বোঝানো হইল, "যে সব কারণে—লোকে ইচ্ছিমুখে বস্ত্র ও সূতা মজুত করিয়া রাখিত সে সব কারণ এখন আর বর্ত্তমান নাই।" আরও বলা হইল যে, তোমরা জানো নাই, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য-ভারী ব্যবস্থা হইয়াছে, কাম আরম্ভের অবো অধিকারে, উহা এখন পড়িয়েই থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট ৪৫ টাকার ধুতি সেদিন কলিকাতার বাজারে ৩০৲ ১০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

বস্ত্রের ব্যবসায় এক লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যুদ্ধের দিনে বাংলা দেশে বস্ত্র "বাঙ্গালীর" সংখ্যা হারও বাড়িয়া গিয়াছে। অতীত "বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির" সভাপতি মিঃ এল-এস-বার মিঃ কাপড়ের কলের ছিলেন। তিনি বীকার করিয়াছেন যে, "বস্ত্র-ব্যবসায়ের প্রচুর লাভ থাকা সত্ত্বেও ইহা প্রয়োজন সর্ব্বত্র ব্যাঙ্কের ছাতার মত" বস্ত্র ব্যবসায়ী গজাইয়া উঠিয়াছে। অথচ জনসাধারণকে বেচিবার মত কাপড়ের পরিমাণ যুদ্ধের আগের তুলনায় কমিয়াই গিয়াছে! আমদানিকারের বিশেষ অনুগ্রহে মিল-মালিকেরা পর্যাপ্ত উৎপাদনের শতকরা ১২ ভাগ সিধেসাধি সোজাসুজি সূতা বেচিবার অনুমতি পাইয়াছেন। অর্থাৎ উৎপাদনের শতকরা ১২ ভাগ সোজাসুজি চোরাবাজারে যেতে বাধা দিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। আর সম্প্রতি এই আদেশ রদ হইয়াছে, তাও বাংলা দেশে নয়।" বাংলা দেশে বাধা দিবু অন্যের পরিমাণ সব চেয়ে কম বলিয়াই কি বেচিবার লোকের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী বাধা হইল?

জনসাধারণের কাপড়ে আমিকাটা ঘাটতি পড়িয়াছে বলিয়াই সেই সুযোগে লক্ষ লক্ষ নতুন ব্যবসায়ী "নূ" পয়সা ওয়াইয়া লইয়াছে। কাপড়ের জমা ও যোগান (ইক ও সাপ্লাই) উহাদের কবল হইতে লইয়া আনিয়া জনসাধারণের কবলে না দিতে পারিলে অন্যায় ও অতিরিক্ত লাভের মূল একটুও শিথিল হবে না।

বোম্বাইয়ে মিল-মালিক ও অন্যান্য ব্যবসায়ী-দের কর্তৃত্বাধীন বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ড হইতে বাংলা দেশের জন্য মাথা পিছু ১০ গজ বরাদ্দ, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের জন্য ১৮ গজ বরাদ্দ। কোন্ অঙ্কের ভিত্তিতে বাংলার হিসাবে মাত্র ১০ গজ পড়িল তাহা জনসাধারণকে জানানো হয় নাই। তাও বাংলার লোকসংখ্যা মাত্র ৬ কোটি ১০ লক্ষ ধরা হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে লোকসংখ্যা যখন প্রায় ৬ কোটি ৮০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে তখন ঐ কাপড়ে মাথা পিছু ৯ গজও পড়িবে না। এখন বলা হইতেছে ১২ গজ করিয়া দিবার জন্য বিবেচনা করা হইবে। বর্দ্ধিত লোকসংখ্যার ফলে ১২ গজও মাথা পিছু প্রায় ১০½ গজে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ১ জোড়া ধুতি বা শাড়ী, ২টি শার্ট ও একটী মেজিয়েটে ১৮ গজ লাগে। তার উপর গামছা ও বিছানার কাপড় সরবরাহই এয়োজন। সুতরাং নিজেদের খরচা কম করিয়া ধরিলেও বাংলার মাথা পিছু ১৮ গজের কমে সংকুলান হওয়া কঠিন। অথচ ১০ গজ বুদ্ধিকে ৮৯ ভাগে পরিণত করিলে মাথা পিছু গজ খানেক সাময়ে হইতে পারে এবং তাহা করা উচিত।

প্রয়োজন ১৮ গজ, অথচ বাংলা দেশে কাপড় আসিতেছে মাথা পিছু ৯ গজ করিয়া। আমদানিকারের অনুগ্রহে তাহারও আবার অর্দ্ধেকটা চীন প্রভৃতি বিদেশে সোপনে চালান যাইতেছে। এ অবস্থায় যতটুকু কাপড় বাকী আছে তাহাও যদি মিল-মালিক, মজুতদারী বা আমদানিকারের কবলে থাকে তবে কেহই জানা রাবে কাপড় পাইবে না, উহাদের কীর্ত্তি-কলাপ লইয়া পূর্ব্ববর্ণিত বারোয়ারিক ইতিহাস হইতে লক্ষলোই তাহা বুঝিতে পারিবেন। বাংলার অন্নাভাবের বর্ত্তমান দুর্দ্দশাও উহারই প্রমাণ করিতেছে।

কিন্তু বাংলা সরকারও ব্যবসায়ী এবং আমদানিকারকেই নিয়ন্ত্রণের পরিচালক বসাইয়াছে। "প্রাদেশিক বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি" নিয়ন্ত্রণের সকল ব্যাপারে সর্ব্বময়কর্তৃত্ব দেয়। উহা যখন গঠিত হয় তখন উহার সভাপতি ছিলেন ডিরেক্টর, ১৫ জন সভ্যের মধ্যে ৪ জন মিল-মালিকদের প্রতিনিধি, ১২ জন বস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবসায়ের সভ্যবর্গী, ২ জন সরকারী আমলা। সুতরাং বলা চলে যে, যাঁহাদের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিবে উহাদের প্রতিনিধিরাই নিয়ন্ত্রণের ভার পাইলেন।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল

ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস
ডিক্সন রো, কলিকাতা।

"ক্যালকাটা ন্যাশনাল" বৃহত্তম ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম। ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে একটী সেভিংস্ একাউন্ট খুলিয়া আপনার সঞ্চয় নিরাপদে রাখুন।

শাখাসমূহ :

এলাহাবাদ	দিল্লী	বোম্বাই
কলিকাতা	নয়াবাজার (দিল্লী)	ক্রাফোর্ড রোড (বোম্বাই)
কানপুর	মেরিনী	জনবাদেবী (বোম্বাই)
ক্যানিং ষ্ট্রীট	আগ্রা	আহমেদাবাদ
জামবাজার	কানপুর	মসজিদবাজার (আহমেদাবাদ)
জগদীশপুর	মেইন রোড (কানপুর)	আমৃতসর
বারাণসী	বাজার-	করাচী
ঢাকা	এলাহাবাদ	জাবলপুর
নারায়ণগঞ্জ	কাটরা (এলাহাবাদ)	লাহোর
রমনামন্দির	মুরাদাবাদ	ইটওয়ারী
চট্টগ্রাম	আজিমাবাদ (পাটনা)	লক্ষ্ণৌ
কটক	আগ্রা	কলম্বো
পাটনা	বারাণসী	ব্যাঙ্কক
পুরী		
মজঃফরপুর		
বীরগঞ্জ		
মেদিনীপুর		

লণ্ডন এজেন্টস্ :
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কোড : ফলিও ৩০৫৪ গ্রাম : "ইকোফিড"

দি

ক্যালকাটা মার্কেণ্টাইল

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৭এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

শাখাসমূহ—
হারিসন রোড, জগদীশপুর, ডাল-হাউসী, শিবপুর, হাওড়া, সালকিয়া, কৃষ্ণনগর, বেলঘরিয়া, কাঁথি, মুরাদাবাদ, মেদিনীপুর, শান্তিপুর, বেলডাঙ্গা, শিলচর ও অবস্থান।

আমাদের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ডিপোজিট একাউণ্টে মাসে ৫৲ টাকা হিসাবে জমা দিলে ১২ বৎসর পরে ১০৬০।৵০ পাওয়া যায়।

বাংলার প্রয়োজনীয় কাপড়ের অর্দ্ধেকের কেন্দ্রীয় ভাগ প্রদেশের বাহির হইতে আসে। কিন্তু বোম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের হিসাব এমনই যে, বাহিরের কাপড় কোন্ পথে কোথায়, কিভাবে, কত পাইল তাহা বাংলা সরকার পর্য্যন্ত জানিতে পারে না (মি: সুরাবর্দ্দির বক্তৃতা, ২১শে মার্চ্চ, ১৯৪৫)। বাংলার পাইকারদের স্বার্থের জন্য বোম্বাই বোর্ডের ব্যবসায়ী ও আমলাতন্ত্রের এত মাথাব্যথা! সুতরাং পাইকারদের কাপড় সুতাইটা পড়িলে বা চোরাবাজারে গেলে ধরা বেশ শক্ত। বাংলার আমদানী সমস্ত মাল স্ত্রীক করার বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া কেন্দ্রীয় বোর্ডই "স্বাভাবিক বাণিজ্যধারা" অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য জিদ করিয়াছে। এই "ধারা" স্বাভাবিক-ভাবেই চোরাবাজারের পথে বহিয়াছে!

গত বৎসর পূজা ও ঈদের সময় চরম হাহাকার দেখিয়া বাংলার আমলাতন্ত্র বস্ত্র কাপড়ের বাজারে ঢালা বিক্রয় বোনস লভ্য কন্ট্রোলের অধম ব্যবসায়ীরা আগে হইতেই তাহা টের পাইয়া উপযুক্ত "ব্যবস্থা" অবলম্বন করিতে পারিলেন—তাই শেষ পর্য্যন্ত ধরা আর হইল না। "চরম উদ্দেশ্যের মুহূর্ত্তে" বস্ত্র কন্ট্রোলের ব্যবসায়ীদের কাছে ফেরার ১৫০০০ গাঁট কাপড় কিনে আবেদন জানাই-লেন—মাল নাই এই অজুহাত দেখাইয়া ব্যবসায়ীরা "ফেরার" মাত্র ২৪০০ গাঁট বিক্রয়ছিলেন। কিন্তু পরে স্ত্রীক করিয়া ও অন্য উপায়ে ১৫০০০ গাঁট পাওয়া গিয়াছিল। ব্যবসায়ী অনুমতি বস্ত্রীয় বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি ও মন্ত্রিসভার মুখ্যব্যক্তির এই কাপড়ের অধিকাংশই আমরা জনসাধারণকে বিক্রয় করিতে পারা যায় নাই। ব্যবসায়ী সমিতি-গুলির সহিলিত চাপে তাহা আবার ব্যবসায়ীদিগকে "ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল"।

আগষ্ট অক্টোবর মাসে বোম্বে বস্ত্র উপদেষ্টা কমিটির উপদেশ অনুসারে ৫০ কাউন্টের উপরে অতি সূক্ষ্ম সুতার কাপড় এবং ধরর কাপড় ছাড়া অন্য সমস্ত কাপড় ছিল করার ব্যবস্থা একেবারে রদ হইল। শোনা যায় ব্যবসায়ীদের অনুরোধে কেন্দ্রীয় বোর্ডও এইরূপ উপদেশই দিয়াছিল।

চোরাকারবারীরা হাতে স্বর্গ পাইল, কারণ বাংলার কাপড়ের বোধ হয় কেন্দ্রীয় ভাগই ৫০ কাউন্ট বা তার চেয়ে মোটা সুতার তৈয়ারী। এই নূতন ব্যবস্থার আমলেই কলিকাতার কাপড়ের বাজারে স্ত্রীলোকের পর্য্যন্ত মাথা কাটিল, মফস্বলের লোকে কলাপাতা দিয়া মুখঢাকা দিতে লাগিল।

গত ২৩শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত বি কে বিড়লা, ভরতরাম, মোহনলাল সারা প্রমুখ বড় বড় ধনকুবের (ইঁহারা সকলেই আমার সরকারী উপদেষ্টা কমিটির সভ্য) এবং আর কয়েকজন ব্যবসায়ী বিবৃতি দেন যে, ১লা মার্চ্চ হইতে সরকারের যে কাপড় স্ত্রীক করিয়া বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা "এই প্রদেশের অধিবাসীদের ...কন্ট্রোল দরের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।" সরকারের স্ত্রীক করিয়াছিল ৫০০০ গাঁট। ১৯৪১ সালের বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি হওয়ার পর হইতে কলে বোনা সমস্ত কাপড় কন্ট্রোল দরে ছাড়া বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ঐ ৫০০০ গাঁট ছাড়া সাধু ব্যবসায়ীদের কাছে আর কাপড় থাকিতে পারে না—বিবৃতির অর্থ ইহাই দাঁড়ায়।

ব্যবসায়ীদের বিবৃতির পরদিনই কলিকাতার ৪টী এলাকায় থানাভ্রাণী আরম্ভ হইল। থানাভ্রাণীতে প্রায় ২০ হাজার গাঁট কাপড় পাওয়া গিয়াছে, ইহা সিভিল সাপ্লাই বিভাগ হইতে জানানো হইয়াছে। অবশ্যেষের স্ত্রীক করা ৫ হাজার গাঁট বাদ দিলে বাকী ১৩ হাজার গাঁটে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক এক-খানি করিয়া ধুতি পাইতে পারে। শুধু কলিকাতা সহরে মাত্র ৪টী এলাকায় ব্যব-সায়ীরা ৪০ লক্ষ লোকের কাপড় লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং বিবৃতিই কন্ট্রোল দরে না বেচিয়া ৪০ লক্ষ লোককে মাল নাই বলিয়া ঠকাইয়াছিলেন। তারা খুলোর, সারা ভারতে এইরূপ ব্যবসায়ীর প্রতারণায় কোটী কোটী লোক উলঙ্গ হইবার উপক্রম, কিন্তু শুধু ব্যবসায়ী মহল হইতে সামুভূতি বিবৃতি বাহির হয়।

যে-আমলাতন্ত্র ও মন্ত্রিসভা এতদিন এই ব্যবসায়ীদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসি-য়াছে তাহারা হঠাৎ ব্যবসায়ী মহলে বাপক থানাভ্রাণীতে রাজি হইল কেন? কারণ বাংলার জনসাধারণ এবং সকল দেশভক্ত দল ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা "বস্ত্র আন্দো-লন কমিটী" গঠন করিয়া বিরাট আন্দোলন জানাইয়াছিলেন—তাহা সকলেই জানেন। তাঁহাদের প্রধান দাবী ছিল গুদামে গুদামে হানা দিয়া কাপড় সংগ্রহ করিতে হইবে, সমস্ত কাপড়ের ঠিক নিয়ন্ত্রণ করিয়া জন-সাধারণের তত্ত্বাবধানে রেশন প্রথায় সকলকে সমভাবে বিলি করিতে হইবে। এই ঐক্যবদ্ধ জনমতের চাপে আমলাতন্ত্র ও মন্ত্রিসভা নড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

কিন্তু এখনও ব্যবসায়ীরা জানের মায়া, আমলাতন্ত্রের পুরাতন রোগও সারে নাই, সুতরাং কাপড়ের দুরবস্থা আরও বাড়িয়াছে। একদিকে মজুতদার ব্যবসায়ীরা অনেকদিন ধরিয়া কাপড় কিনাইয়া দিবার জন্য সরকারকে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার পর হাইকোর্টে মামলা রুজু করিয়াছেন। মন্ত্রিসভার পতনের জন্য তাঁহাদের অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন এবং মন্ত্রিসভার পতনের পর স্বভাবতই আর্থিকটা অতি অবস্থায় পড়িয়াছে।

অন্যদিকে আমলাতন্ত্রের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রথমটী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সমস্ত কাপড়ের ছাড়পত্র একেবারে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহারা কি ভাবে, কোথায়, কত মাল পাঠাইতেছেন তাহা জনসাধারণকে বলা হইতেছে না। ফলে বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য এস-ডি-ও প্রমুখ আমলাতন্ত্রই এখনও সর্ব্বেসর্ব্বা। কলিকাতার জন-প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিদের যাবতীয় ক্ষমতা বিক্রয়ের ভার দেওয়া হইবে কথা ছিল, কিন্তু আমলাতন্ত্র টালবাহানা করিয়াই দিন কাটাইতেছে। ফলে এক মাস ধরিয়া কলিকাতায় প্রায় কাপড় বিক্রয় বন্ধ। এদিকে কোনো কোনো রাজ-নৈতিক দল নমিলিত বন্টন কমিটিতে অংশগ্রহণ করিয়া সরাসরি আরম্ভ করার বন্টনের কর্তৃত্ব আমলাতন্ত্রের হাতেই থাকিয়া যাইতেছে। ব্যবসায়ী-অনুমতি "বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি" এখনও বজায় আছে। সেদিনকের কিছুমাত্র আয়োজন দেখা যাইতেছে না। আর কেন্দ্রীয় টেক্সটাইল কমিশনার মি: জেফ্রোর্ট কলিকাতায় আসিয়া বিলেতে গত বলিয়াছেন যে, বাংলার বস্ত্র দুর্ভিক্ষের কথা "অতিরঞ্জিত"। আরও জানাইয়াছেন যে, বাংলার লাইসেন্সের বাকি তাঁহার সঙ্গে একমত। চার্চিলের দুর্ভিক্ষের সময়ে আমেরি বলিয়া-ছিলেন উহা "অতিরঞ্জন" এবং লর্ড ওয়াভেল তাঁহার সঙ্গে একমত ছিলেন!

সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে কলিকাতার ব্যবসায়ীদের ঢাল ধরিয়া বস্ত্র আমলাতন্ত্র অক্রমণ হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং যেমনি বার্ত্তা ঘনিয়া-ছিল একমাত্র সেই আন্দোলনই আবার ঐক্যবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিবিধান করিতে পারে।

ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বিশিষ্ট ডিরেক্টরবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত—উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস—কুমিল্লা

কলিকাতা ব্রাঞ্চ ঃ—৩১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

অন্যান্য ব্রাঞ্চ

ঢেপ্পী, দৌলতগঞ্জ বাজার (শ্রিপুরা), ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জলপাইগুড়ি।

চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চের কাজ শীঘ্রই পুনঃ আরম্ভ করা হইবে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীসত্যবন্ধু মজুমদার

ম্যানেজার—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত

বাংলায় কাগজ শিল্পের সুযোগ-সম্ভাবনা

শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্রোগী, বি-এল

মানব ইতিহাসের বর্তমান কালকে নিঃসন্দেহে কাগজের যুগ বলিয়া অভিহিত করা যায়। শাসন পরিচালনা, দেশরক্ষা, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা ও সভ্যতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি—এক কথায় আমাদের সমগ্র জীবন-যাত্রা কাগজের উপর যে কতখানি নির্ভরশীল তাহা এখানের সর্বপ্রাণী যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা অনুভব করিয়াছি, ইতিপূর্বে হয়ত ভাবে কখনও মোর হয় অনুভব করি নাই। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে সমগ্র পৃথিবীতে কাগজের ব্যবহার যে অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। গত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ববর্তী বৎসর ১৯১৩ সালের সমগ্র পৃথিবীতে মোট ১১৪২০ হাজার মেট্রিক টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯১৯ সালে সমগ্র পৃথিবীতে মোট উৎপন্ন হয় ২০৪৪০ হাজার মেট্রিক টন কাগজ, অর্থাৎ প্রায় যুদ্ধ-পূর্বের দ্বিগুণ। ১৯৩২ সালে অবশ্য কাগজের উৎপাদন এত বেশী হ্রাস পাইয়াছিল যে, উহার পরিমাণ ১৮৯২০ হাজার মেট্রিক টনে নামিয়া আসে। কাগজের এই উৎপাদন হ্রাসের মূলে পৃথিবী-ব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের ছায়াই প্রতিফলিত দেখা যায়। আর্থিক সঙ্কট কাটিয়া যাওয়ার পর উৎপাদন আবার বাড়িতে আরম্ভ করে। ১৯৩৭ সালে ২৯৭১০ হাজার মেট্রিক টন কাগজ সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। বর্তমান মহাযুদ্ধের সময়কে সর্বদিক দিয়াই মানব-সমাজের একটা অস্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যুদ্ধের পরে কাগজ ব্যবহারের পরিমাণ প্রাক্‌যুদ্ধ অপেক্ষা যে অনেক বেশী বাড়িয়া যাইবে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারি। পৃথিবীর বিভিন্নাংশের দেশগুলির অনুপাতে যুদ্ধোত্তর ভারতে কাগজের ব্যবহার যে প্রাক্‌যুদ্ধ যুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশী বাড়িবে তাহার অনেক-গুলি সুস্পষ্ট লক্ষণ এখনই দেখা যাইতেছে। ভারতে কাগজের ব্যবহার বৃদ্ধির সহিত ভারতীয় কাগজ-শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রসার প্রায়-প্রোত ভাবে জড়িত। এসম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে ভারতীয় কাগজ-শিল্পের বর্তমান অবস্থার পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক।

ভারতীয় কাগজ শিল্পের কথা বলিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে বাংলার কাগজ শিল্পের কথাই বলিতে হয়। শুধু যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা নহে, কাগজ-শিল্পের দিক হইতে সমগ্র ভারতে বাংলা দেশেরই প্রাধান্য। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বাংলার যে কয়েকটি কলে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে প্রায়শঃ আধাআধি বিদেশী মূলধনের। ১৯৩৮ সালে ভারতে মোট ৬৬ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে বাংলা দেশেই উৎপন্ন হইয়াছে ৪৯ হাজার টন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাংলা দেশে কাগজ-শিল্প সম্প্রসারণের এবং দেশী মূলধন নিয়োগের বিস্তৃত ক্ষেত্র বর্তমান রহিয়াছে। যুদ্ধের পরে এই ক্ষেত্র আরও বেশী বিস্তৃতি লাভ করিবে। ভারতে কাগজ-শিল্পের ক্রম-প্রসারের ইতিহাস এবং বিদেশী কাগজ আমদানির ক্রমশঃ পরিমাণ বৃদ্ধির কথা আলোচনা করিলে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মুষ্টিমেয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেও ভারতের নিজস্ব কাগজ-শিল্প ছিল। উহা ছিল হস্তনির্মিত কাগজের শিল্প। ভারতে এখনও উহার অস্তিত্ব বিলু বিলু বর্তমান আছে। যুদ্ধের সময় অফসী প্রয়োজন হিসাবে উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টাও চলিতেছে। যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নত ভারতেও কুটির শিল্পের একটা নির্দিষ্ট স্থান অবশ্যই থাকিবে, একথা শিল্পবিদদের মুখেও আমরা শুনিয়াছি। যুদ্ধোত্তর ভারতে কুটির শিল্প হিসাবে হস্তনির্মিত কাগজ শিল্পের স্থান কোথায় হইবে, তাহা এখানে আলোচনা করিবার সুযোগ আমরা পাইব না। ভারতের নিজস্ব হস্তনির্মিত কাগজ শিল্প বিলুপ্তপ্রায় কেন হইল, তাহা আলোচনা করিবারও এখানে স্থানাভাব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদেই ভারতে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় প্রথায় কাগজ তৈয়ারের ব্যবস্থা করেন হিকেবারগণ। তাঁহারা ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের ট্রাঙ্কুইবার নামক স্থানে

সঞ্চয়ের ইতিহাস

আপনার দৈনন্দিন ক্ষুদ্র সঞ্চয় ভবিষ্যতের নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ইমারত গড়িয়া তুলিবে। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সাম্য গড়িয়া তুলিতে আপনার সঞ্চয়ের মূল্য কম নয়। এজন্যই আজ ৫৲ টাকা দিয়া আপনি সেভিংস্ একাউণ্ট খুলিতে পারিবেন। সঞ্চয়ের সকল প্রকার সুযোগ এবং সুবিধাই আমাদের এখানে পাইবেন।

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

টেলি { ফোন : ক্যাল ২০৪৪ / গ্রাম : ফেন্‌ডু

শাখা—১৩৯বি, রসা রোড, ভবানীপুর

টেলিফোন : সাউথ ২০৪৬

চেয়ারম্যান—রায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর

জেনারেল ম্যানেজার—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ, বি-এল

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

স্থাপিত—১৯১৪

নিখিল ভারতে এবং ভারতের বাহিরে সর্বশ্রেণীর ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

মূলধনের

অনুমোদিত		৩,০০,০০,০০০৲
বিলীকৃত		১,০০,০০,০০০৲
বিক্রীত		১,০০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত		৫০,০০,০০০৲ উপর
রিজার্ভ ফাণ্ড	...	২৫,০০,০০০৲ উপর

হেড অফিস : কুমিল্লা

কলিকাতা	বোম্বে	ঢাকা
হাইকোর্ট	মাদ্রাজ	নবাবপুর
বড়বাজার	(বোম্বে)	বাজারপথ
দক্ষিণ কলিকাতা	দিল্লী	সিরাইগঞ্জ
নিউ মার্কেট	কানপুর	ফরিদাবাদ
হাইদ্রাবাদ	লক্ষ্ণৌ	আমলাটী
ভিক্টোরিয়া	বেনারস	টাঙ্গাইল
হাইড্রাবাদ	আগরতলা	হাজিগঞ্জ
কলকাতাবাড়ি	৫।৩	নারায়ণগঞ্জ
রাজবাড়িয়া		আগরতলা (ত্রিপুরা)

সকল এজেন্ট :—গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

বিলাতের এজেন্ট :—ব্যাঙ্কার্স হাউজ কোং অব সিডিকেট লিঃ।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্ট :—ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এল-সি।

কাগজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করেন। কাগজের ব্যবসা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। নিজেদের মিলদের কাগজের চাহিদা মিটানই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে ১৮১১ সালে বা উহারই কাছাকাছি কোন সময়ে ইংলিশম্যান কেরী প্রমুখ ইংরেজ মিশনারীগণ শ্রীরামপুরে একটি কাগজের কল স্থাপন করেন। এই কলে প্রস্তুত কাগজও প্রধানতঃ তাঁহাদের মিশনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইত। ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য 'বালী পেপার মিলস্' নামক মিলাদে গঠিত একটি কোম্পানী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বালীতে সর্ব্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপন করে। এই কলটি অনেক দিন পর্য্যন্ত সাফল্যের সহিত কাগজ প্রস্তুতের ব্যবসা চালাইতে সমর্থ হইয়াছিল। বালী পেপার মিলসের পরেই ১৮৭৯ সালে 'আগার ইণ্ডিয়া কুপার পেপার মিলস্' লক্ষ্ণৌতে কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করে। ইহার তিন বৎসর পরে ১৮৮২ সালে 'টীটাগড় পেপার মিলস্' কোম্পানী বিদেশী মূলধনে ভারতে গঠিত হয়। বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর অধীনে দুইটি মিল পরিচালিত হইতেছে—একটি টীটাগড়ে, আর একটি কাঁকিনাড়ায়। টীটাগড় পেপার মিলস্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৮৮৩ সালে পুনায় 'ডেকান পেপার মিলস্' নামে একটি কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে যে 'বেঙ্গল পেপার মিলস্' প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা স্থাপিত হয় 'টীটাগড় পেপার মিলস্' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আট বৎসর পরে ১৮৯০ সালে। ইহাই ভারতে কলদ্বারা পরিচালিত কাগজ শিল্পের অভ্যুদয়ের ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভারতে কলদ্বারা পরিচালিত কাগজ শিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইলেও এবং ভারত তথা বাংলার এই শিল্প প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ-সম্ভাবনা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ শেষ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভারতের সমস্তে ভারতীয় কাগজ শিল্পের অগ্রগতি তথু ব্যাহতই হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের অর্থাৎ ১৯০৯-১০ সাল হইতে ১৯১৩-১৪ সাল পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর ৩ লাখের ২ শত টন কাগজ ও পেষ্টবোর্ড ভারতে আমদানি হইয়াছে। উহার মূল্য ১২৭ লক্ষ টাকা। ১৯১৩ সালে ভারতে ২৩ হাজার ৩ শত টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। পর মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯-২০ সাল হইতে ১৯২৩-২৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে ৩৪ হাজার ৯৬০ টন কাগজ ও পেষ্টবোর্ড আমদানি হইয়াছে। ১৯২৩ সালে ভারতে ২৯ হাজার ৩৮৩ টন এবং ১৯২৫ সালে ২৮ হাজার ৫৯৬ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। উপরিউক্ত হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর ভারতে সাড়ে ২৯ হাজার টন কাগজ ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধের পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর ভারতে প্রায় ৩২ হাজার টন কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতে কাগজের ব্যবহার আগের তুলনায় বাড়িয়া যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারতে বৎসরে লাখে ২ লক্ষ টন কাগজ ব্যবহৃত হইত। পর মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে কাগজের ব্যবহার পূর্ব্ব প্রতি বৎসর প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের তুলনায় তিন গুণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহাতে কাগজের উৎপাদন সে-অনুপাতে কিছুই গড়ে নাই বলিলেই চলে। ১৯১১ সালে সমগ্র ভারতে কাগজের কলের সংখ্যা ছিল মাত্র সাতটী। উহার ২৫ বৎসর পরেও ১৯৩৭-৩৮ সালে সত্তা সত্তাই কাগজ তৈয়ারী হইতেছিল এইরূপ কাগজের কলের সংখ্যা সমগ্র ভারতে ১০টীর বেশী ছিল না।

কাগজের চাহিদা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে চাহিদা আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা সত্ত্বেও ১৯৩১-৩২ সালের পূর্ব্বে ভারতে কাগজের উৎপাদন বিশেষ কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। উহার পর হইতে ভারতে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণের ক্রমবৃদ্ধি নিম্নলিখিত হিসাব হইতে লক্ষ্য করা যায় :—

বৎসর	ভারতে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ (টন)
১৯২৯	২৭৫৯৬
১৯৩০	৩৩০৭৭
১৯৩১-৩২	৩০২১৭
১৯৩২-৩৩	৩৩৯৫৩
১৯৩৩-৩৪	৪৪৯৭১
১৯৩৪-৩৫	৫১০৯৯
১৯৩৫-৩৬	৫৮০৪৯

১৯২৯ সালের পরবর্ত্তী দশ বৎসরে ভারতীয় কাগজ শিল্পের ক্রম-প্রসারের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, সরকারী সংরক্ষণ নীতি এই প্রসারে কতকটা সহায়তা করিয়াছে। বিদেশাগত কাগজের পরিমাণ অনুসারে ভারতীয় টেরিফ বোর্ড শতকরা ৩৩

ক্রমোন্নতির পথে

লিণ্ডলস্ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯ ফোন—ব্যাঙ্কে ডিউ

হেড অফিস—নি ২, বাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ (ব্যাঙ্কি ষ্টীটের মোড়) কলিকাতা।

পৃষ্ঠপোষক—হাতোয়ার মহারাজা বাহাদুর

ইং ১৯৩৯ সালের

উন্নতির পরিচয়

কার্য্যকরী তহবিল বৃদ্ধি	—	৪৫৩%
আমানতী মূলধন বৃদ্ধি		২০০%
আদায়ের বৃদ্ধি		৪৪০%
শেয়ার লভ্যাংশ	...	৩০%

শাখা—শ্যামবাজার, বাওড়া, রঘুনাথপুর (মানভূম), পাটনা, রাঁচি ও শিবপুর।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সুধীরকুমার ঘোষ — ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এস, চৌধুরী — সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস :—১১১, ক্যামিটাট রো, কলিকাতা

(জলহৌসী স্কোয়ার সাউথ)

ফোন : ক্যাল ৪৭২

এই বোর্ড কাগজ ও কাগজের মণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ১৯৫৪ সালে যে সুপারিশ করেন তদনুসারে ১৯৫৫ সালের বাজেটে কাগজ শিল্প (সংরক্ষণ) আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের বলে ছইটেলী মূলা বাইসেক্সে যে এই সংরক্ষণ আইনের সুবিধা ভোগের উপযুক্ত বাঁশের মণ্ডজাত কাগজই পাইয়াছে। টেরিফ বোর্ড শুধু রক্ষা-শুল্ক বার্ষিক সুপারিশই করেন নাই, ইহিতা পেপার মিল কোম্পানী এবং কর্ণাটক পেপার মিলসকে অর্থ সাহায্য করিবারও সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারের অর্থ সাহায্যের সুপারিশ গ্রহণ না করিয়া তদপরিবর্তে সংরক্ষণের কাল পাঁচ বৎসরের স্থলে সাত বৎসর করিয়া দেন। অতঃপর ১৯৬১ সালে কাগজ ও কাগজের মণ্ড শিল্প সম্পর্কে টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে সংরক্ষণের কাল আরও বৃদ্ধি করিয়া ১৯৬২ সালের বাঁশের কাগজ শিল্প (সংরক্ষণ) আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফল যে কিরূপ পাওয়া গিয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরে ভারতীয় কাগজের কলগুলিতে বাঁশের মণ্ডের ব্যবহার ৫০২৮ টন হইতে ১৯৮৭১ টন, বাঁশের মণ্ডের ব্যবহার ১০৪১ টন হইতে ১১৫১০ টন এবং অন্যান্য দেশীয় প্রকারের মণ্ডের ব্যবহার ৫১৯২ টন হইতে ৭১১৯ টন হয়। সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা পাইয়া বহু নৃতন কাগজ শিল্প ইউনিট স্থাপন করে এবং বিদেশী মণ্ডের আমদানি করিয়া যায়। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, টেরিফ বোর্ড প্রদত্ত তথ্যের সময় যে সকল কাগজের কলে কাগজ তৈয়ার হইতেছিল ১৯৫৫ সাল হইতে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা উপভোগের আশাতেই তিন এক্সটেনসন অধিকাংশ। আশাদের এই সুবিধা খুব হওয়ায় আশানুরূপ নূতন কাগজের কল প্রতিষ্ঠার বিলম্বই তাহারা করিতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কাগজ শিল্পে দেশীয় মূলধনের প্রয়োগকে টেরাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই।

১৯৫৫-৫৬ সালে 'ওরিয়েন্ট পেপার-মিলস্' নামে একটি নূতন কাগজের কল আত্মপ্রকাশ করে। 'পাঞ্জাব পেপার মিলস্' ১৯৫১ সালে লিকুইডেশনে যায়। 'মধ্যপ্রদেশ পেপার মিলস্' নামে একটি নূতন কোম্পানী উহার ভার গ্রহণ করিয়া ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে কাগজ তৈয়ারীর কাজ আরম্ভ করে। এই কাগজের কারখানাটি পাঞ্জাব প্রদেশের আম্বালা জিলার অন্তর্গত আবদুল্লাপুর মাজরা স্থানে অবস্থিত। অন্যান্য পেপার মিলটিও পুনর্গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে আরও কয়েকটি নূতন কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিলগুলির মধ্যে 'ইণ্ডিয়া পেপার্স মিলস' যুক্ত প্রদেশ (সাহারানপুর), 'তালা মিয়া পেপার মিলস' বিহার, 'ওরিয়েন্ট পেপার মিলস' উড়িষ্যা, 'মহীশূর পেপার মিলস্' কোলারে, 'শিবপুর পেপার মিলস্' মহারাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত। নূতন কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া নিম্নলিখিত হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যায়।—

বৎসর	উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ (টন)
১৯৫৭-৫৮	৫৬৯১৭
১৯৫৮-৫৯	৫৯৯০০
১৯৫৯-৬০	৭০৮০০

বর্তমান যুগ ভারতীয় কাগজ শিল্পে সম্পূর্ণ এক নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ কাগজই যথা—ব্লটিং, ছাপাখানা, ফিল্টার, ফোটোগ্রাফিক ও আর্টপেপার ইত্যাদি আমদানী হইত। শুধু যে সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য নিউজপ্রিন্ট কাগজই আনিতে হইত তাহা নয়, বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজই আমদানি না করিলে আমাদের চলিত না। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ঐ সকল দেশ হইতে কাগজ আমদানি বন্ধ হইয়া গেল। ছুটেনের কাগজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে, কলকাতা খোলা বাজার হইতে কাগজ ক্রয়-ব্যাপার পথ। কিন্তু আমদানির পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিয়া গভর্নমেণ্ট লাইসেন্সের ব্যবস্থা করায় কালোবাজার হইতে আমদানির সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি প্রথম দিকে যুদ্ধের প্রভাব ভারতীয় কাগজের বাজারে তেমনভাবে অনুভূত হয় নাই, যদিও ভারতের মোট প্রয়োজনীয় কাগজের চাহিদা ভারতীয় কলগুলি দ্বারা মিটান সম্ভব নয়। যে-সকল শ্রেণীর কাগজ সরকারী সংরক্ষণ নীতির

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

১৪, চেরিঙ্গী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্যবসা ও বাণিজ্যের ভিতর দিয়া
দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে
উন্নত করিবার চেষ্টাতেই
আমরা আত্মনিয়োগ করিয়াছি

শাখাসমূহ

রাঁচি, পুরুলিয়া, জাহাঙ্গীরাবাগ, ডাগরা-পুর, বিহারশরিফ ও লোহারডগা

পাটনা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে

আমাদের ক্যাশ সার্টিফিকেট লাভজনক

চিফ অফ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

আন্তর্জাতিক মধ্যে পড়িত সেগুলির উৎপাদন যুদ্ধের পূর্বে মাত্র বার্ষিক ৪৭ হাজার টনের বেশী ছিল না। আর যে-সকল শ্রেণীর কাগজ সরকার নীতির বাহিরে ছিল সেগুলিতে মাত্র বৎসরে ৬ হাজার টন উৎপন্ন হইত। কিন্তু সরকারী সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও তাহাতে উৎপন্ন কাগজ বিদেশ হইতে আমদানি কাগজের তুলনায় সস্তা ছিল না। উহার কাটতি যাহাই হউক, আমদানী এই কাগজেই যুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতীয় কাগজের কলগুলিতে প্রচুর পরিমাণে কাগজ মজুত করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বিদেশ হইতে কাগজ আমদানি যখন বন্ধ হইয়া গেল তখন হইতে ভারতীয় কাগজের কলগুলিতে শুধু তাহাদের অসামরিক প্রয়োজনই নয়, সরকারী প্রয়োজন, দেশরক্ষা বিভাগের প্রয়োজনও মিটাইতে হইতেছে। এমন কি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের দেশের প্রয়োজন মিটাইবার ভারও ভারতের কলগুলিতে উৎপন্ন কাগজ হইতেই সরবরাহ করা হইয়াছে। এই অবস্থায় কাগজের দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। সরকারই কাগজের দাম নিয়ন্ত্রিত করিলেন। কিন্তু উহার ফল বেরাবাজার সৃষ্টি হওয়ার মধ্যেই শুধু পরিলক্ষিত হইল। ১৯৪২ সনের শেষের দিকে ভারত সরকারই কাগজের কলগুলির উপর এই মর্মে আদেশ জারী করেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের উৎপন্ন কাগজের শতকরা ১০ ভাগ তাঁহাদের নির্দেশ মত বিক্রয় করিতে পারিবেন না, উহা তাঁহারা সরকারকেই প্রদান করিবেন। অসামরিক ব্যবহারের কাগজ সরবরাহ আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল। যুদ্ধের পূর্বে ভারতে প্রতি বৎসর দুই লক্ষ টন কাগজ ব্যবহৃত হইত। দেখা যায়, তন্মধ্যে ১৯৪৯-৪০ সনে ভারতে মাত্র ৭৮০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় ভারতে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ আরও বাড়িয়া গেলেও চাহিদার তুলনায় উহা কিছুই নহে। কাগজের ব্যবহার হ্রাসের জন্য ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত সরকারই যে আদেশ জারী করেন তাহা ৭ই নভেম্বর (১৯৪২) হইতে বলবৎ হয়। এই আদেশ প্রবর্তনের ফলে যে-সকল সংবাদপত্র প্রচারসংখ্যা ও সাময়িক পত্র উক্ত আদেশ জারীর পূর্বে প্রকাশিত হয় তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ব্যতীত বাড়ান ও [illegible] করা বন্ধ হয়। ১৯৪৩ সনের শুরু হইতে ভারত সরকারই একটী নূতন কাগজ নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করেন। এই আদেশদ্বারা যে-সকল সাপ্তাহিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা ভারতীয় কলে প্রস্তুত কাগজে ছাপা হয় তাহাদের আকার কমাইয়া শতকরা ৩০ ভাগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারত যদি কাগজ সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে পারিত, তাহা হইলে বর্তমানে যুদ্ধের সময়েও ভারতে কাগজের অভাব হয়ত এত মারাত্মক রকমে অনুভব হইতে পারিত না। বর্তমানে ভারতে কাগজের যে চাহিদা আছে তাহা মিটাইতেই আরও অনেকগুলি কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। যুদ্ধের পরে ভারতে কাগজের চাহিদা আরও অনেক বেশী বর্ধিত হওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে,

কোড্—বাদে ১৯৩৩, ১৯৩৭　　গ্রাম : ARYOPLANTS

এরিয়ান পেপার মিলস্ লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস—১২, চৌরঙ্গী রোয়াড, কলিকাতা।

মিল সাইট ও ষ্টেশন : মজুদা (বি, এণ্ড, আর)

——কয়েকটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়——

(ক) কোম্পানীর নিজস্ব জমিতে সাবই ঘাস ইত্যাদি পেপার পাল্পের চাষ আবাদ।

(খ) নদী তীরে কয়লাখনি অঞ্চলে কারখানার অবস্থান ও

(গ) কারখানার সংলগ্নেই রেলওয়ে সাইডিং প্রভৃতি বিশেষ সুবিধা থাকায় কাগজ তৈয়ারীর খরচ অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় অনেক কম পড়িবে।

কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এজেন্টস্ ও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরাই দশ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন।

- অফিসারী ও প্রেফারেন্স শেয়ার কোম্পানীপক্ষে যথাক্রমে অন্যূন-পক্ষে শতকরা বার্ষিক ৫, ও ৫, হারে আয়করমুক্ত লভ্যাংশ না দেওয়া পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেন্টস্ কোনও পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না।
- প্রেফারেন্স শেয়ার কোম্পানীর শেয়ারের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধের দিন হইতেই নির্দ্ধারিত আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৬, হারে লভ্যাংশ পাইবেন।
- সাল্ফিট যুক্ত যন্ত্রপাতি স্থাপনের পূর্ব্বেই কেবল মাত্র সাবই ঘাস ও অন্যান্য পেপার পাল্প এবং বোর্ড বোর্ড ও ½ বোর্ড বিক্রয় করিয়াই ভাল লভ্যাংশ আদায় করা যায়।
- সুবিধাজনক কিস্তিতে শেয়ারের টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা আছে।

আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের আবশ্যকীয় অগ্রিম টাকা ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

এখনও সমমূল্যে শেয়ার পাওয়া যায়।

প্রতিখানি ১০৲ মূল্যের অর্ডিনারী শেয়ার : আবেদনের সহিত ১৲ শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে ১৲ এবং বক্রী টাকা সমান চারি কিস্তিতে দিতে হইবে।

প্রতিখানি ১০০৲ মূল্যের প্রেফারেন্স শেয়ার (আয়করমুক্ত কিমুলেটিভ) :—আবেদনের সহিত ১৫৲ এবং শেয়ার বিলির ৭ দিনের মধ্যে বক্রী টাকা দিতে হইবে।

আশাতীত তাড়াতাড়ি টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আবেদন করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার (কোন কেন্দ্রীয় তফসিল ভুক্ত ব্যাঙ্কে পাঠাইলে ব্যাঙ্কাধিকারিদের সহিত পরামর্শ করিয়া) বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, উক্ত টাকা তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে কি না এবং এই সময়ে এতদ্ভিন্ন যে কোন বিষয়সম্পর্কে বিবেচনার সহিত সময় থাকে এবং কোন উদ্দেশ্যেই টাকা তুলিয়া লওয়া হইতেছে কি না এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেই তখনই উক্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যাইবে। এ কথা পরিষ্কারভাবে জানান যাইতেছে যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদ্বারে প্রচারিত কোন পরিবর্তনের আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে অথবা বিক্রির যথার্থত্ব সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

তাহা বিবেচনা করিলে তাহাতে আরও বৃহৎ বৃহৎ অনেক কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করা যায়।

যুদ্ধকালীন প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য ভারতের কাগজের কলগুলিতে যাহাতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাগজ উৎপন্ন করা যায় তাহার পরিচেষ্টাও তখন হইয়াছিল। ইহার ফলও যে উপলব্ধি করা যায় নাই তাহা নহে। ভারতের মোট ১৭টি কাগজের কলে উৎপন্ন কাগজের তিনাবয়ব হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ভারতে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ

সনের	টন
১৯৪০-৪১	৮১৯৪০
১৯৪১-৪২	৯৪৪৫০
১৯৪২-৪৩	৯৫১৯০
১৯৪৩-৪৪	৯৭৮০০

ইহাতেই দেখা যায়, ১৯৪১-৪২ সনে ভারতীয় কাগজের কলগুলির উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫৩ লক্ষ টনের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু ইহার পরে ১৯৪২-৪৩ সনে উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ সনের উৎপাদনের পরিমাণের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়ায়। ইহার কারণ কয়লা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও বাঁশের অভাব। ব্রাস ষ্টালনের অনুবিধাই এই অভাবের প্রধান কারণ। ভারতে যে পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে সমস্ত প্রয়োজন মিটান হয় না। সামরিক বিভাগের জন্য বাঁশের প্রয়োজন হওয়ায় বাঁশের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার উপর অনেক কাগজের কলেই যন্ত্রপাতি পুরাতন হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণ মিলিয়াই ১৯৪১-৪৩ সালে কাগজের উৎপাদন খুব বেশী পরিমাণে কমিয়া যায়। ১৯৪৩-৪৪ সালে কাগজের কলগুলিকে কাঁচা মাল ও কয়লা সরবরাহ সম্পর্কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। রাসায়নিক দ্রব্যাদির সরবরাহও বেশী পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্টা চলিতে থাকে। ফলে কাগজের কলগুলিতে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। পূর্ববর্তী দুই বৎসর অপেক্ষা ১৯৪৩-৪৪ সালে সামরিক বিভাগের জন্য বাঁশের প্রয়োজনও অপেক্ষাকৃত কম হয়। এই সকল কারণে ১৯৪১-৪২ সনের তুলনায় ১৯৪৩-৪৪ সালে কাগজের উৎপাদন খুব বেশী হয় নাই, কিন্তু ১৯৪১-৪২ সনের তুলনায় উহা ২১ হাজার ৭৫০ টন কম।

আমরা দেখিয়াছি, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ববর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে মোট ৪৯২০০ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ বৎসর বিদেশ হইতে ১৫০৬৫০ টন কাগজ আমদানি হয়।

ভারতে উৎপন্ন কাগজ ৪৯২০০ টন
ভারতে আমদানি কাগজ ১৫০৬৫০ টন
৬৯৮৬৫০ টন

গত মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় বর্তমান যুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে ভারতে ব্যবহৃত কাগজের পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও ৪০ কোটি লোকের দেশ ভারতবর্ষে জনপ্রতি ব্যবহৃত কাগজের পরিমাণ এক পাউণ্ডের বেশী নহে। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন্ দেশে কি পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হইত তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৯১০ সালে সমস্ত পৃথিবীতে যেখানে ১১৯১০ হাজার মেট্রিক টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৯৩৭ সালে সেখানে উৎপন্ন হয় ৩৯৭৫০ মেট্রিক টন। অর্থাৎ ২৮ বৎসরে পৃথিবীতে কাগজের ব্যবহার ২৮ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১০ সালে অন্যান্য দেশে জনপ্রতি কি পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

দেশের নাম	জনপ্রতি ব্যবহৃত কাগজের পরিমাণ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৪৪ পাউণ্ড
গ্রেট বৃটেন	৮১
জার্মানী	৪৮
ফ্রান্স	৪০
বেলজিয়াম	৫০
আর্জেন্টাইন	৩১
অষ্ট্রেলিয়া	৪৪
চিলি	২৩
জাপান	১৮
রাশিয়া	১০
বিশ্ব	৭৪

(A Recovery Plan for Bengal by S. C. Mitter P. 504)

ভারতবর্ষ ৪০ কোটী লোকের দেশ কিন্তু দেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা মাত্র শতকরা ১২ জন। অর্থাৎ সমস্ত ভারতে মাত্র ৫।৬ কোটী লোকের অক্ষর পরিচয় আছে। শিল্প-বাণিজ্যেও ভারত যথেষ্ট অনগ্রসর। এই সকল কারণে পুস্তক, সাময়িকপত্র, সাময়িক-পত্রিকাদির ভারতে খুব কম প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের সঙ্গে ভারতের এই অবস্থাই থাকিবে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য আলোচনা ও আয়োজন চলিতেছে। এই পুনর্গঠন পরিকল্পনায় শিক্ষার প্রসার একটী প্রধান স্থান গ্রহণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা মিঃ জে, সি, সার্জেণ্ট যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য একটী শিক্ষাপরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত শিক্ষাপরিকল্পনার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধোত্তর ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে, ইহাই সকলে আশা করিতেছে। নিরক্ষর বয়স্ক লোকদেরও শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হইবে। ইহা ব্যতীত মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, কৃষি শিল্পশিক্ষা বিষয়ক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার ঘটিবে। বৃহৎ বৃহৎ কল কারখানা, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গঠিত হইয়া শিল্প-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটিবে। এই সকল উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, ও পুস্তকাদির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার, কৃষি শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির সঙ্গে যুদ্ধোত্তর ভারত তথা বাংলার জনপ্রতি কাগজের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়া ৫০ পাউণ্ড হইবে ইহা আশা

Glass blower made of 'Nutral'

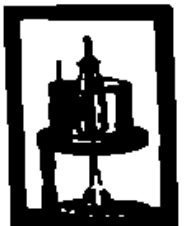

স্থায়ীত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিবেচনে শিক্ষা প্রাপ্ত
মিঃ কে. এল. সাহা আবিষ্কৃত—
'নিউট্রল'
কাচ দ্বারা বিভিন্ন লেবরেটরী গ্লাস
আমাদের ফাইনোক্যালিব্রিড, টেষ্ট টিউব এবং
লেবরেটরীতে ব্যবহৃত যাবতীয় যন্ত্রপাতি
'নিউট্রল' গ্লাসে প্রস্তুত।

সাইণ্টিফিক গ্লাস ওয়ার্কস
৪৪নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

করিলে খুব বেশী আশা করা হয় না। যুদ্ধের পরে একদিনেই এইরূপ চাহিদা বৃদ্ধি হইবে না সেকথা হলফ দিয়া বলা যায়। কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পুনর্গঠন পরিকল্পনা মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে জনপ্রতি কাগজের ব্যবহার বাড়িয়া পাঁচ পাউণ্ড হইবে, এই অতি সামান্য আশাও যদি আমরা করি, তাহা হইলেও ভারত তথা বাংলার কাগজ মিলের প্রসারের অনেক সুযোগ সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়। জনপ্রতি পাঁচ পাউণ্ড কাগজ ব্যবহার হইলেও ভারতে কমপক্ষে বৎসরে দশ লক্ষ টন কাগজ প্রয়োজন হইবে। বর্তমানে ভারতে ১৭টি কাগজের কলে কাগজ তৈয়ার হইতেছে। এই ১৭টি কলের সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদন ৯০ হাজার ৫৫০ টন হইতে আমরা দেখিয়াছি। বাংলার বর্তমানে তিনটি কোম্পানী কাগজ প্রস্তুত করিতেছে। তন্মধ্যে টীটাগড় পেপার মিলস্ কোম্পানীর দুইটি ফ্যাক্টরী আছে, একটী টীটাগড়ে অপরটী টীকিয়াপাড়ায়। টীটাগড় পেপার মিলসের বার্ষিক উৎপাদন শক্তি ৩০ হাজার টন। বাংলার অপর দুইটী কাগজের কলের একটী টীটাগড় পেপার পাল্প কোম্পানী, উহার ফ্যাক্টরী হালিসহরে। দ্বিতীয়টীর নাম বেঙ্গল পেপার মিলস্। এই মিলটি রাণীগঞ্জে অবস্থিত। উল্লিখিত কাগজের কল দুইটির বার্ষিক উৎপাদন শক্তি ১৮ হাজার টন। ভারতের কাগজের চাহিদা মিটাইবার জন্য টীটাগড় মিলের মত বৃহদাকার মিল কম পক্ষে আরও ১০টি যুদ্ধোত্তর যুগে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ভারতে কাগজের চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা যেমন বিপুল, তেমনি ভারতে কাগজ তৈয়ারীর উপযোগী তাঁত মালও যথেষ্ট পরিমাণে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। উইলো ও আমেরিকার কাঠের মত হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। কিন্তু পৃথিবীতে কাগজের চাহিদা যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে কাগজ তৈয়ারীর জন্য কাঠ পাওয়া অদূর ভবিষ্যতে কঠিন হইয়া উঠিবে। বাঁশের মত হইতেও কাগজ তৈয়ার করা যায়, এই তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে বাঁশের মত কাগজ তৈয়ারীর প্রধান উপাদানে পরিণত হইয়াছে। কাঠ ও বাঁশ ব্যতীত খাস, তৃণ, ছাবড়া প্রভৃতিও কাগজ তৈয়ারীর উপাদান। ভারতে প্রধানতঃ খাসও কাগজের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। খাসড়া, চাটাই, বস্ত্র প্রভৃতি তৃণ জাতীয় গাছও কাগজ তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। লণ্ডনে লেদারহেডে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং ভারতীয় একটী কাগজের কলে কাগজ তৈয়ারীর জন্য উক্ত তিন শ্রেণীর তৃণ পাঠান হইয়াছিল। পরীক্ষার সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে বাংলা হইতে কাগজ তৈয়ার সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই পরীক্ষার ফলে খড় কাগজের উৎকৃষ্ট উপাদান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কাগজের উপাদান হিসাবে পাইথোলাও পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। পাইথোলা ও বিভা পর্ণাঙ্গের সমজাতীয় কাঠের মিশ্রিত মণ্ড হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ (News print) তৈয়ার করা যাইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বন বিভাগের হিসাবে প্রকাশ, অন্ততঃপক্ষে সব সমেত ভারতে ১১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩ শত টন বাঁশ প্রতি বৎসর পাওয়া যাইতে পারে। তাহারও এক অংশেই পাওয়া যাইবে ১৩ লক্ষ ৬১ হাজার টন। ভারতে মোটামুটি কি পরিমাণ বাঁশ উৎপন্ন হয় তাহা বিভাগের হিসাবে যাহার বিস্তারিতরূপ বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে :—

উড়িষ্যার অঙ্গুল ও তলচারাজ্যসমূহ	১০০০০০ টন
মাদ্রাজ	৪২০০০ "
উত্তর বাংলায়	১৪৫৭০০ "
আসাম মোলাবলী অঞ্চল	৫১৬০০ "
আন্দামান (হ্যাভলকবাদে)	৪৫০০০ "
ব্রহ্মদেশ ও চট্টগ্রাম	১৩০০০০ "
	৩৮৭৩০০ টন

প্রতি একর ভূমিতে গড়পড়তা ৭৮ টন, বাঁশ ৩'৫ টন এবং বন ৮'০৪ টন পাওয়া যাইতে পারে। ভারতে ১৫০০০ একর ভূমি বাঁশিয়া এই সকল তৃণ জাতীয় বাগিচা আছে। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা হইতে বৎসরে পঞ্চাশ হাজার টন লাবাই ঘাস পাওয়া যাইতে পারে। উল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী কাগজ তৈয়ারীর

সুন্দরবন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

টালীগঞ্জ (৫৪নং টালীগঞ্জ সার্কুলার রোড), দক্ষিণ কলিকাতা (২৩।১নং রসা রোড), উলা, দমদম, বরাহনগর, আলমবাজার ও দেওঘর।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন—
ক্যালকাটা—৪৮৩১

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ বি, সি, রায়, এম, এ, বি-এল,

কাঁচা মাল জোগাড়ে প্রতি বছরে নিম্নলিখিতরূপ পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা :—

বাঁশ
সাবাই তৃণ
পাট, বাগড়া, এবং
১৯৮০০ একর ভূমিতে

১৯৮০০ টন

কিন্তু এখানে উহার উল্লেখযোগ্য উক্ত ৫ লক্ষ ৯২ হাজার টন বা প্রায় ৬ লক্ষ টনই ভারতে প্রাপ্য একমাত্র উপাদান নহে। ভারতের বনভূমিতে যে বাঁশ জন্মে তাহা ছাড়া বাংলা দেশে প্রচুর পরিমাণে বাঁশের আবাদ করা হইয়া থাকে। বাংলা দেশের এই আবাদি বাঁশ হইতে বৎসরে কি পরিমাণ বাঁশ পাওয়া যাইতে পারে তাহা অনুমান করিবার মত কোন তথ্য আমাদের হাতে নাই। তবে উহার পরিমাণও নেহাৎ কম হইবে না। বাংলা দেশে বাঁশের আবাদ বৃদ্ধিরও যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে। কাগজ তৈয়ারীর জন্য ভারতের বনভূমি হইতে কাঠও নেহাৎ কম মিলিবে না। বাংলায় প্রচুর পরিমাণে ধান ও পাটের আবাদ হয়। খড়, পাট ও পাটকোলা-যদি ভারতের উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে বাংলা দেশে কাগজের জন্য কাঁচা মালের অভাব কোন দিনই হইবে না। ভবিষ্যতে সুধিধীরে কাগজের চাহিদা বাড়িবে, কিন্তু কাগজ নির্মাণের উপাদান হিসাবে কাঠ পাওয়া ক্রমেই দুষ্কর হইয়া উঠিবে। এমতাবস্থায় ভারতবর্ষই এই সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইবে এবং সমগ্র ভারতে কাগজ শিল্পে বাংলার স্থান হইবে অদ্বিতীয়। বাংলায় যে কয়েকটি বড় কাগজ তৈয়ারী হইতেছে তাহাদের বিবরণ মূলধনের প্রয়োজন। ১৯৬১-৬২ সালে বাংলা দেশে কাগজ প্রস্তুতের জন্য ৭টি নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়াছে কিন্তু উহাদের নাম জানা যায় নাই :—

১। ক্রিষ্টোফার্স পেপার মিলস্ লিঃ, ২। বেঙ্গল বোর্ড মিলস্ লিঃ, ৩। ইন্ডো পেপার মিলস্ লিঃ, ৪। ইন্ডো বোর্ড এণ্ড পেপার মিলস্ লিঃ।

কাগজ তৈয়ারীর জন্য যে সকল রাসায়নিক উপাদান প্রয়োজন হয় তন্মধ্যে সোডা, কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি অন্যতম। এই সকল উপাদান বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। কিন্তু এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী কাঁচা মাল ভারতে যথেষ্ট রহিয়াছে। এই সকল রাসায়নিক উপাদান প্রস্তুতের চেষ্টাও ভারতে চলিতেছে। কাগজ শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে নূতন নূতন রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও সুযোগ উপস্থিত হইবে।

আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত প্রধানতঃ শুধু লিখিবার ও মুদ্রণের কাগজ তৈয়ার হইয়া থাকে। ক্রমিবেই পেপার মিলস্ ক্রাফ্ট কাগজ প্রস্তুত করে। কিন্তু সাধারণ মুদ্রণের কাগজ, প্যাকিং ও মোড়কবাঁধার কাগজ, নানা-প্রকার পেইবোর্ড ও সন্তারদের কাগজের জন্য আমরা বিদেশের উপর নির্ভরশীল। এই সকল দেশীয় কাগজও ভারতে তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। উহার জন্য আরও অধিক পরিমাণে বন ও কাগজ তৈয়ারীর কল যেমন ভারতে আমদানি করিতে হইবে, তেমনি কাগজ প্রস্তুত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তৈয়ার করিবার জন্য আমাদের দেশের বহুসংখ্যক যুবককে বিদেশে পাঠানও প্রয়োজন। ইহার বিনিময়ে সম্ভান্ত বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহায্যে আমাদের লইতে হইতে পারে। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনায় কাগজ শিল্প যাহাতে তাহার যথা স্থান অধিকার করিতে পারে, এখন হইতেই তাহার আয়োজন করা আবশ্যক।

গ্রাম : কন্‌টিনেন্টা ফোন : ক্যাল— ৪৮৯০

কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অফ
এশিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—১২, ক্রাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

বালিগঞ্জ, বড়বাজার, ঢাকা, ঝিরকাবিল, মৌবলজ, বারাহপজল, গোপালদি, চন্দনভড়িয়া, আলাহাবাদ (কবিলপুর), ফুলবেগঞ্জ (জিংরা), শিলং (আসাম), কুলাবন, ধোলা, বরিশাল, কাঁচরাপাড়া, মধ্যেহর, নরসমপুর, বহরম (ইষ্ট. পি) এবংমিথি (ঢাকা)।
জেরাহাট, বিজনর ও কুষ্টলসর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

চেয়ারম্যান
মিঃ এস, এন, চ্যাটার্জী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ কে, ডি, রায় মিঃ পি, এইচ, পাল

আর, মিত্রের
ময়ূর মার্কা
তিল তৈল
মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে
আর, মিত্র পারফিউমার
২৭, বিবেকানন্দ রোড়, কলিকাতা

বাঙ্গালার লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে কৃষিকার্য্য

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ

বাঙ্গালা চিরদিনই কৃষি-প্রধান দেশ; এ দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ কৃষি-সম্পদের উপরই মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত। অতএব কৃষি বহু প্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গালীর জীবনের নানা দিক হইতে বিশেষ ভাবেই প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। সে কালের সমাজ, এমন কি বর্ত্তমান কালের আধুনিক শিক্ষার সম্পদশালীর সমাজ বিশেষ ভাবেই কৃষিভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই জন্য বাঙ্গালী জীবনের প্রথমাবস্থা এই কৃষি কৃষি অনুষ্ঠান পূর্ণ হইতেই তাহার দেশীয় আচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যে কৃষিকার্য্য বর্ত্তমান সভ্যতার আদর্শের প্রভাবে নিতান্ত গৌরবহীন এক বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতেই বাঙ্গালী বহু প্রাচীনকাল হইতেই তাহার দেশীয় আচারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহাকে কি ভাবে যে এক পরম গৌরব দান করিয়াছিল তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বাঙ্গালী জীবনের বিভিন্ন দেশীয় পরিকল্পনার মধ্যে চিরদিনই তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়া লাভ করিয়া আসিয়াছে। সুদূর আদর্শের কোন কোন অবাস্তব আধ্যাত্মিক প্রেরণা অপেক্ষা তাহার নিত্য অভিজ্ঞতার বাস্তবানুভূতিই তাহার দেশীয় জীবনকে চিরদিন নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে। সেই জন্য বাঙ্গালীর পরিকল্পিত তাহার বিভিন্ন উপাস্য দেবতারা তাহারই সুখদুঃখভাগী প্রতিবেশী ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরই উপযুক্ত মত। তাঁহারা মানুষেরই সহকর্মী এবং সকল বিষয়ে মানুষেরই সুখ-দুঃখ ও মান-অভিমানের আয়ত্তাধীন। সেই জন্য এই কৃষি-প্রধান বাঙ্গালার প্রাচীনতম লৌকিক দেবতাকে কৃষক এবং কৃষিক্ষেত্রের সহায়করূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

বাঙ্গালার প্রাচীনতম এই লৌকিক দেবতার নাম শিব। পরবর্ত্তীকালের সমাজের উপর পুরাণের প্রভাববশতঃ এই দেবতার নামটী পুরাণ হইতে গৃহীত হইলেও তাঁহার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ পুরাণ-বহির্ভূত বাঙ্গালার লৌকিক উপাদানে গঠিত। তিনি বরফৌজে কর্ষণরত কৃষকদিগের গা হইতে মাটি ও ঘোঁক ঝাড়াইয়া দিতেছেন, তাঁহা পঙ্কজের উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষা করিতেছেন, তাহা ছাড়া আরও নানা উপায়ে কৃষকদিগের কৃষিকর্ম্মে সাহায্য করিতেছেন। এই দেবতাটীর মূল লৌকিক যে কি নাম ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই; কালক্রমে এ দেশের মুসলমানের উপর যখন বাহির হইতে আসিয়া পৌরাণিক শৈব-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল তখন এ দেশের কৃষক-সমাজ তাহাকে সাধারণতঃ শিব নামেই গ্রহণ করিল। তখন হইতেই তাহার বিভিন্ন প্রাচীন লৌকিক নামটী পরিবর্জিত হইল সত্য কিন্তু তাহার চরিত্রটী পরিবর্জিত হইতে আরও কিছুদিন লাগিল। কিন্তু বাঙ্গালীর এই কৃষি-দেবতাটিকে কেবল যে শিব নামেই গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাই নয়; মনে হয় যে সকল অঞ্চলে শৈব-ধর্ম্মের প্রভাব তত প্রবল হইতে পারে নাই, সেই সব অঞ্চলে স্থানীয় প্রভাববশে শীতলা বলিয়া তাহাকে অন্য নামের গ্রহণ করা হইয়াছে। এখনও দিনাজপুর জেলার কোন কোন জায়গায় বিশেষতঃ নদীর তরঙ্গভঙ্গ সন্নিহিত অঞ্চলে মহারাজা পূজা নামে কৃষকদিগের মধ্যে এক বারোয়ারী পূজা প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ কিম্বা পৌষ মাসে ধান পাকিলে, ধান কাটা আরম্ভ হওয়ার আগে—কখনও বা পরে এই মহারাজের পূজা হয়। নবান্ন উৎসবের সময় মহোল্লাসে কৃষকগণ সমবেত হইয়া সকলের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করে এবং মহারাজের নামে পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, মহারাজের অনুগ্রহে তাহারা বৎসরের কৃষিকার্য্যের জন্য জল এবং জীবনধারণের জন্য ধান চাল পাইয়া থাকে। এই জন্য মহারাজের পূজা করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাহারা দেশীয় কর্ত্তব্যের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। মনে হয়, বাঙ্গালার প্রাচীনতম কৃষি-দেবতাই মোহাক মহারাজ, মোহাক শিব নামে পরিচিত হইয়া থাকেন।

এলায়েড

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২৮৫ ডালহাউসী স্কোয়ার ইষ্ট,
কলিকাতা।

অন্যান্য শাখা

ভারতের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে অবস্থিত।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—

মিঃ জে, এল, সাহা

গ্রাম—"বোম্বাস্থিত্যালস্"
ফোন—ডালহাউসী—২৬৬১

ভারতচন্দ্রে সৌরাণিক দেবের সঙ্গে বাঙ্গালার লৌকিক এই কৃষি-দেবতার চরিত্রের সংমিশ্রণের ফলে প্রাচীন বাঙ্গালার ধর্ম্মীয় সাহিত্যে বাঙ্গালার নিজ-চরিত্র এক অভিনব ভিন্ন সৃষ্টি হইয়া পড়িল। সেই জন্য একদিক দিয়া যেমন তিনি 'রজতগিরিনিভ, লাঞ্ছনস্য বিভূষিত' আবার অন্য দিক দিয়া তেমনই একজন সাধারণ কৃষক মাত্র। এই দুই আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনীতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ভরপুর। 'শিবায়ন' নামক কাব্যের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, শিব তাঁহার হাতের ত্রিশূলখানি বিশ্বকর্ম্মার হাতে দিয়া ইহা দ্বারা তাঁহাকে কয়েকগুলি ভাবের সন্ন্যাস যেমন, লাঙ্গল, জোয়াল, মই ইত্যাদি গড়িয়া দিবার জন্য বলিলেন,—

"ঈশানীর ইচ্ছায় বিলাই পার পরে।
লাঙ্গল জোয়াল মই নড় বিনে নহে।
যুগেই পরামর্শ দিল পার্ব্বতীর সাথে।
যুগে হৈতে যুগী যুগ দিল তার হাথে।
লাঙ্গল পাতি যুগ আতি নড়া কর ধনি।
জোয়ালি জোয়াল কাল না উহল পাণী।
জৌয়ে ক'রে যুগে বরে জৌয়ালি তখন।
উচ দাড়া বৈল যারা দুঁপ বল মন।"

শিবের ত্রিশূলখানি এমন করিয়া দেওয়া যেন যে, উহা দুই দণ্ড বল মন ওজন হয়। অতঃপর বিশ্বকর্ম্মা শিবের আদেশে ত্রিশূলটি আগুনে পুড়াইয়া তাহা হইতে পাঁচ রকম পাণী, অর্থাৎ মনে কাল, দুই রকম দুই জন্তুর, তাহার অর্দ্ধেক জোয়াল, তখন মনে একটি না, আট রকম এক উদুন গড়িয়া দিল। এই ভাবে কৈলাসেশ্বর শিব সদা-প্রাথলা বসুন্ধরাকে লাঙ্গল দিয়া কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন, সৌরাণিক আদর্শের উপর বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শ গড়িয়া উঠিল।

প্রাচীন বাঙ্গালার লৌকিক ধর্ম্ম বিষয়ক একটি গ্রন্থের নাম 'শূন্য পুরাণ'। ইহার কোন কোন অংশ অবশ্য প্রাচীন। ইহাতে "চাষ" সম্পর্কিত একটি বিস্তৃত অধ্যায় আছে। তাহাতে কৃষি-কার্য্যের অর্থনৈতিক দিকটির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে চাষের বিস্তৃত প্রণালীরও বর্ণনা রহিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার কৃষি সম্পর্কিত আলোচনায় ইহার মূল্য অপরিসীম। তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায় কৃষক-জননী নিজে কৃষিকার্য্য দ্বারা তাহার অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য পরামর্শ দিতেছে—

"আমার বচনে জোয়ালি কৃষি কর চাষ।
তবে আর কর জোয়ালি তবে উপবাস।"

'হে প্রভু, আমার কথা শুনিয়া তুমি চাষ আরম্ভ কর; নতুবা জোয়ার কখনও আর জোটে, কখনও জোটে না।'

"সুখরী ঈশানে লইব যুগ বাটি।
আনিয়া ইহাকে দিবে দিব পাটি।
আর দশ কিসান ডাকিব মাগে হাত দিয়া।
লহর ইহাকে ধরে আনিব লইয়া।
ঘরে যার থাকিলে পরভু ঘরে আন যায়।
আর বিহনে পরভু কভু ফুল পায়।"
—(শূন্য পুরাণ)

'অধিক চাষিলে উদু করিয়া ফেলে বীজের বাড়ী কাজ করিবে, অল্পটী হইলে অনাদর করিবে। যখন অন্যান্য কৃষকেরা মাথার ঘাম দিয়া জমিতে তখন তুমি ইচ্ছামত কাজ করিয়া আসিতে পারিবে। ঘরে কাজ থাকিলে সুখে ভাত খাইতে পারিবে, নতুবা অন্য কিসান তুমি আর কত দুঃখ দান করিবে?'

কিন্তু শুধু অল্প হইলেই ত চলে না, অন্যের সঙ্গেই সমস্যা হইয়াছে অন্যের। তিনি সৌরাণিক আদর্শে বিশ্বাস না করিলে, মজুরির কৃষিবাণ বাঙ্গালার কৃষক-জননী তাঁহাকে তাঁহার বাঙ্গালার কৃষক-জননী পরামর্শ দিতেছে,—

"কাজল চন্দন পরভু পরিব কাপড়।
তবে না পরিব জোয়ালি তোমা যাবের ভর।"
—(শূন্য পুরাণ)

'হে প্রভু, তুমি কার্পাস বস্ত্র কর, তাহা হইলেই কাপড় পরিতে পারিবে; তাহা না হইলে তাঁরা যাবের চাষড়া আর কত পরিবে?' তারপর

"তিল পরিয়া চাল কর জোয়ালি
বসি যব পাছে।
কভু না পাবিব জোয়ালি ভিক্ষুকিলা পাছে।
মুগ বাইলা আর চনিত উদু চাল।
অন্য দুঃখের জোয়ালি পরাবর্ত্তের আল।"
—(শূন্য পুরাণ)

'হে প্রভু, তোমার পাছে ধরিয়া বলি, তুমি তিল ও সরিষা চাষ কর, এই জমিগুলি আর যাহে আখিত না। মুগ, মুই আর উদু চাষ কর, তাহা হইতেই তোমার পরাবর্ত্তের আলা মিটিবে।'

ভরতচন্দ্রের অনুরোধে শিব কৃষি কার্য্যে মনোযোগী হইলেন এবং বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা লাঙ্গল জোয়াল তৈয়ার করাইয়া ও উহার নিকট হইতে বীজ ধান আনাইয়া যথা-সময়ে নানা জাতীয় ধান্য রোপণ করিলেন। তারপর—

"শালধর ধানেতে ধান হইলেক পড়া পড়া।
ধান দেখিয়া পরভুর মনে বড় ইচ্ছা।
আমার ধানের বৈল ধান অতি বহুতর।
বহর ভালত সব এহাই ফুলর।
আনিব ধানের মেঘে বরিষণ দিনিকানি।
নবীন আছে কৃষকল পুরিব যে পানি।
কার্ত্তিকের অনুক্রমে নাহিক আকুল।
আমারে পাকব নিল লাঙ্গল পড়ব ফাল।
তবহ জোয়ালি তোর বুদ্ধি যে কহিল।
ধান রাইতে পরভুর চিন্তা যে রহিল।"

ভারতের বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া লোহার ফালে শিশাণ করাইয়া শিব তাঁহার দুইজন সঙ্গের ভীম ও মহুমানের সহায়তায় জমি হইতে বিভিন্ন জাতীয় ধান লইয়া লইয়া ঘরে তুলিলেন; 'শূন্য পুরাণ' গ্রন্থের এই অংশে প্রায় পঞ্চাশটি বিভিন্ন জাতীয় আমন ধানের নামোল্লেখ করা হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি নামই আমন ধানের নামে ছিলাবে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে।

শাখা : —কেরিয়ার

সেণ্ট্রাল পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
১, পঞ্চানন মল্লিক লেন, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
আর্থিক নিরাপত্তা ও জনসাধারণের বিশ্বাসের উপর স্থাপিত
একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান
শাখা
বাঁকুড়া ও নবীনগর
বি, এন, আগরওয়াল
চেয়ারম্যান।
বি, মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির সময়ে সমস্ত বাঙ্গালা দেশব্যাপী 'গাজন' নামক যে এক লৌকিক ধর্ম্মোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহাতেও কৃষিকার্য্যের একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। এই গাজন শিবের গাজন, ধর্ম্মের গাজন, আদ্যের গাজন, আদ্যের গম্ভীরা, নীল পূজা, কেল পূজা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিত। ইহার অনুষ্ঠানের মধ্যে শিব সম্পর্কিত কতকগুলি লৌকিক ছড়া উক্ত হইয়া থাকে এবং নানা রঙ্গ সঙ্গ, নাচিয়া কতকগুলি শিবের অভিনয়ও করা হইয়া থাকে। শিবের কৃষি-কার্য্যের অভিনয় ইহার একটী প্রধান অঙ্গ। ইহার মধ্যে কেহ বীজ বপন করিবার অভিনয় করে, কেহ লাঙ্গল দিয়া চাষ করিবার অভিনয় করে, কেহ ধান্য রোপণ করিবার অভিনয় করে, কেহ ছোঁড়ায় চাঁবে লইয়া বলদের মত অভিনয় করে, কেহ ধান্য কাটিবার অভিনয় করিয়া থাকে। ধান্য কাটার অভিনয় শেষ হইয়া গেলে দর্শকবিদের মধ্য হইতে একজন উক্ত অভিনেতাকে জিজ্ঞাসা করে, "ধান্য কত হইল ?" তাহার উত্তরে সে একটী প্রবাদ বাক্য এবং তাহাই সেই বৎসরের ভাবী উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। এই সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত ছড়া গীত হইয়া থাকে,—

"বৈশাখ মাসে চুমান ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিল কার্পাস।
কার্পাস বুনিয়া শিব গেলা মুকলী পাড়া।
মুকলী পাড়া হইতে দিয়ে এলো মাড়া।
কার্পাস তুলিয়া দিল সন্ন্যাস ঠাঁই।
সন্ন্যা ভাজিল দুখা মহাদেব বুনিল তাঁত।
হর নতুন হবের জন্ম তাঁর নতুনের পাতী।
উজল হইয়া দিল বিভাই বুনিনী ॥"

এই ভাবে বাঙ্গালার কৃষকেরা কৃষিকার্য্যের সর্ব্বদিকেই দেবতার প্রসন্ন প্রসাদ কল্পনা করিয়া ইহার উপর এক অপূর্ব্ব গৌরব দান করিয়াছিল। তাহারা জানিত তাহাদের আরাধ্য দেবতা শিব স্বয়ং কৃষক, অতএব তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, কৃষিকার্য্য দেবতারই কাজ। এমনও পল্লির অনেক হিন্দু কৃষকদিগের মধ্যে এমন সংস্কার আছে যে, তাহারা কৃষির সরঞ্জামকে দেবতার আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ মনেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কৃষিকার্য্যকে এই ভাবে তাহারা জীবনের ধর্ম্মের সাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করিয়া লইয়াছিল। এই কৃষিকার্য্য দ্বারা একদিক দিয়া তাহারা যেমন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনার অন্য দিক দিয়া তেমনই ধর্ম্মীয় সন্তোষও লাভ করিত।

পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি মেচেনী অনুষ্ঠানের মূল বিশ্লেষণ এই কৃষিকার্য্যের ধর্ম্মীয় অভি-ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে প্রধান কার্ত্তিক-ব্রত। কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান হয় বলিয়াই ইহার নাম কার্ত্তিক-ব্রত। অবশ্য সমাজে পৌরাণিক প্রভাব বিস্তৃত হইবার পর হইতে নাম-সাদৃশ্যহেতু ইহার সঙ্গে মেঘেশ্বরপতি কার্ত্তিকেয়ের সম্পর্কও আসিয়া কতকটা যুক্ত হইয়াছে। মেঘডমরুতে যখন বাঙ্গালার মাঠ সোনার ফসলে ভরিয়া উঠে তখন বাঙ্গালার মেয়েরা এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। নানা প্রকার ভাঁট-পত্র ও পত্রলতার অভ্যাচার হইতে পত্রপ্রাণ পত্রকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই এই ব্রত উদ্ভাবিত হয়। এই ব্রতোপলক্ষে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের একটী মৃৎপ্রতিমা পূজাস্থলে আনিয়া স্থাপন করা হয়। অবশ্য কার্ত্তিক-ব্রতে দেব-সেনাপতি এই কার্ত্তিকেয়ের মৃৎ-প্রতিমার ব্যবহার অনেক পরবর্ত্তীকালেই উদ্ভূত হইয়াছিল। পূজাস্থলে কার্ত্তিকেয়ের মৃৎ-প্রতিমার পশ্চাতে মিশ্ধ-শ্যামলার একটী ডাল পুতিয়া তাহার কাঁটায় কাঁটায় নানাপ্রকার ঐতিহ্যিক ফল বিঁধাইয়া রাখা হয়। বহুশাখাবাহী মেঘেশ্বর-পতি কার্ত্তিকেয়কে তাহাদের রক্ষক বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর ঘরে পড়িয়া কৈলাসবাসী শিব যেমনই মৃন্ময় লাঙ্গিয়া-ছেন সেইভাবেই তাঁহার পুত্র মেঘেশ্বরপতি কার্ত্তিকের পঞ্চভূত-রূপে পরিণত হইয়াছেন।

এই কার্ত্তিক-ব্রত উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের পুত্রবতীরা নানারঙ্গে সাজিয়া যে গীত গাহিয়া

বার্ষিক নিরাপত্তার উপর নির্ভর

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া

লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা : কলিকাতা অফিস—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট।

মোসাদ প্রতি বাজারে

অন্তর্জীবন বীমায়— ১৬৲

মেয়াদী বীমায়— ১৩৲

চিফ এজেন্সী

ইউ. পি. পি. ও দিল্লী

মেসার্স ন্যাশনেল্ল লিঃ লক্ষ্ণৌ।

ব্রাঞ্চ অফিস

সিলেট ও শিলচর

প্রধান ও বিভাগীয়

মেসার্স এষ্টেট এ সেন্সী এণ্ড কোং, কলিকাতা

মিতের জীবন বীমা করিয়া নিজে অন্যকে বীমা করাইয়া লাভবান হউন

মেনেজার—মিঃ এম. সি. বসু, এম-এল-সি

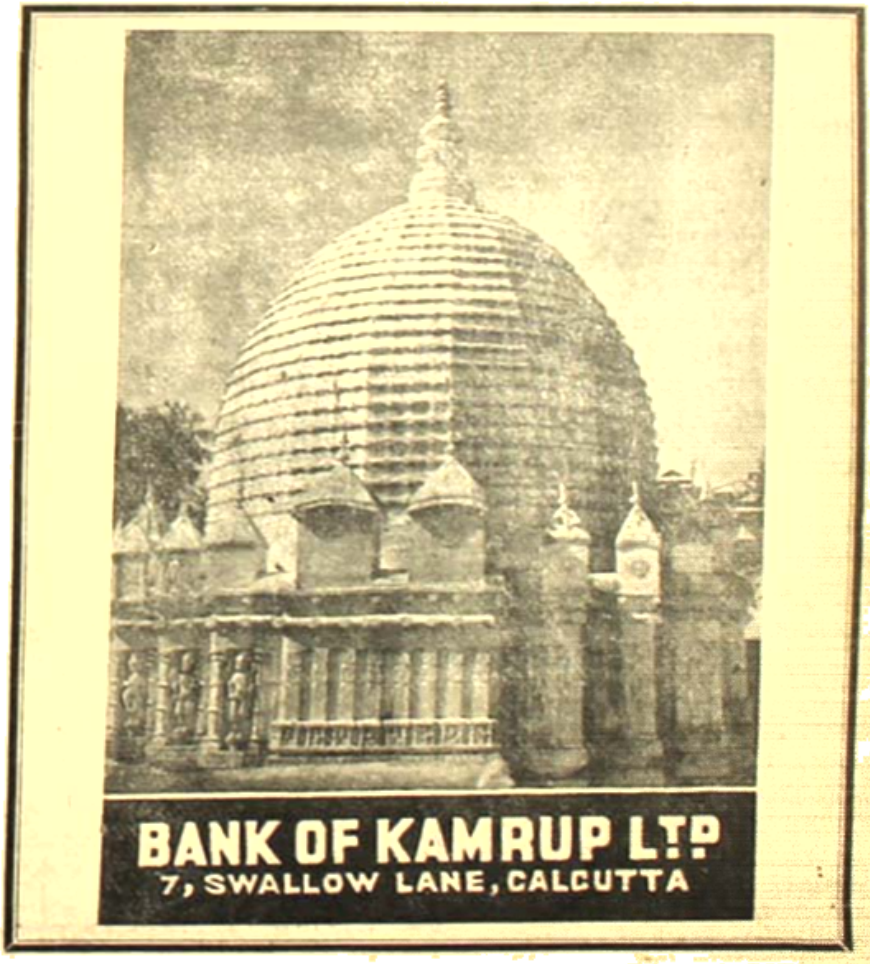

বাক্যের ভাষা হইতে বার্ষিকের কণ্ঠস্বর নব পল্লবনী হইতে নব রঙের বিচিত্র রাগিণী গুঞ্জনে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে বার্ষিকেরের এক এক বাণী বসন্তকে পল্লবের হইতে আড়াইয়া নিবার রাগিণী এবং সন্তাষাণী কতকগুলি পক্ষীকে বিমান করিবার মৃত্যুতন্ত্র আছে। গানের পর গান গাইতে গাইতে বিভিন্ন রঙ্গনী যখন চোখের উপর দিয়া প্রভাত হইয়া যায় তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মিত্রদের কেহ বাদুড়, কেহ ইঁদুর, কেহ বানুই ইত্যাদি কল্পনা করিয়া বার্ষিকেরের কৃৎ-প্রতিমার পল্লবস্থিত নিত-মলমার কণ্টক-বিদ্ধ ফলগুলি আহরণ করিতে অগ্রসর হয়। প্রতিমীরা তখন এই বালক-বালিকাদিগকে নব মাইকারী পল্লবনী বিক্রেতা ও'বে বার্ষিকেরের ফুলাভিষিক্ত হইয়া তাহাদের থাকে তীর ছুঁড়িবার অভিনয় করে। পল্লবনীরূপী বালক-বালিকারা ফলমূলগুলি কণ্টকমুক্ত করিয়া লইয়া পলাইয়া যায়। তারপর প্রতিমীরা জল ঢালনা, ধান্য রোপন, ধান্য-রক্ষন, ধান্য কর্তন, ধান্য ঝাড়া, কুড়ে ধান্য আনয়ন এই সবগুলিরও নানা প্রকার গীত গাহিয়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রত সাঙ্গ করে।

কোজাগরী লক্ষ্মীব্রতও বাঙ্গালার অন্যতম মেয়েলী কৃত্যিব্রত। লক্ষ্মীর আসনটিকে নূতন ধানের ছড়া দিয়ে সাজানো হয়; প্রতিমার সম্মুখে দুইটি বাতাবার স্থাপন করা হয়। বার্ষিক-ব্রতের মত লক্ষ্মীব্রতেও ফুলাভিষার বিভিন্ন আলিম্পনা চিত্রিত করিয়া দেওয়া হয়। রেওয়াজে অনুযায়ী ব্যবহারেই এই উভয় ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

অগ্রহায়ণ মাসের শনি-মঙ্গলবারে পুরাভিষার ফুলদায়, বীরাপাত, কচু পাত একত্র পুঁটিয়া এক মেয়েলী ব্রত উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে; তাহার নাম ক্ষেতের ব্রত। সেই বৃক্ষকালী দেবতার সম্মুখে নূতন ধানের খৈ, চিড়া, গুড়, মিষ্টান্ন ও নবান্ন দিয়া নৈবেদ্য দিতে হয়। বৈশাখ মাসে শালি ধান্য কুড়ে আনিয়াও এই ব্রত অনেকে উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। ক্ষেত্রপতি দেবতার উদ্দেশ্যেই এই ব্রত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই ব্রতোপলক্ষে কুমারী মেয়েরা কিম্বা রাখাল বালকেরা, অনেক সময় গ্রামের প্রত্যেকের গৃহ হইতে 'বাগন' চাহিয়া আনে। অতঃপর উহাতে সংগৃহীত চাউলে ক্ষেত্রের দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এই 'বাগনের ছড়া' এখনও প্রচলিত আছে। এই ক্ষেত্রের ব্রত উপলক্ষে একটী ব্রতকথা উক্ত হইয়া থাকে, তাহা বিশেষভাবেই এখানে উল্লেখযোগ্য :

এক কাঠুরিয়া। কিছুতেই তাহার দুঃখ ঘুচে না। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সে কাঠ কাটে, তথাপি সে যে-দরিদ্র সেই দরিদ্র। একদিন তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিল, তুমি কৃষিকার্য্য আরম্ভ কর; তাহাতেই তোমার দুঃখ ঘুচিবে। কাঠুরিয়ার একটী মাত্র ক্ষেত ছিল; স্ত্রীর কথায় তাহাতেই সে চাষ আরম্ভ করিল। স্ত্রী পিতৃগৃহ হইতে বীজধান আনিয়া দিল। সেই বৎসরই সে প্রচুর ধান পাইল; তাহার দুঃখ ঘুচিয়া গেল। তখন সাজ করিয়া প্রতিমীরা এই বলিয়া ক্ষেত্রের দেবতাকে প্রণাম করে :

"ক্ষেতের ঠাকুরে দান দিব।
কথী ঠাকুরাণ ঘরে যাইব॥"

পশ্চিম বঙ্গে চৈত্রমাসে রাখাল বালকেরা একটী লৌকিক ব্রতানুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে। তাহার নাম ষেঁটু পূজা। এই ষেঁটু কৃষিকার্য্যেরই দেবতা। এই পূজোপলক্ষে রাখাল বালকেরা ঘুরে ঘুরে 'বাগন' চাহিয়া বেড়ায়।

কৃষির প্রধান সহায়ক গো। এই গো পূজায় বাঙ্গালীর কৃষি-প্রেমেরই অন্তর্ভুক্তি। পূর্ববঙ্গে গোজাতির মঙ্গলার্থে জিলাবে গো-রক্ষ মাসে এক মেয়েলী ব্রতের কল্পনা করা হইয়া থাকে। প্রসূতি কথায় তাহাকে বলা হয় 'সোর্থ'। এই গোরক্ষ মাস কুমারীদিগের অনুকরণ সিদ্ধান্তার্থী গোরক্ষ মাস হইতে গণ্য। নব-প্রসূতি গাভীর দুধে খীরের নাড়ু তৈয়ার করিয়া তাহা ষাট গোবৎসের সেবা দিতে হয়। এই উপলক্ষে পল্লীর কুমারেরা সমবেত হইয়া গোবৎসের মাথে রক্তবর্ণগুলি ছড়া আবৃত্তি করে। আবৃত্তিসঙ্গে খীরের নাড়ু আবৃত্তিকারীদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

পশ্চিম অঞ্চলে কুমারী মেয়েদের একটী ব্রতের নাম গোসকুমার। ইহাও গো-পূজারই প্রকার ভেদ মাত্র। বৈশাখ মাসে এই পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কুমারী মেয়েরা এক খাঁটি মৃত্তিকাপাত্র গোদুগ্ধ কুমের সম্মুখে লইয়া বসিয়া এই ছড়া আবৃত্তি করে—

"গোসর দুধে দিয়ে ধান।
আমার যেন হয় বর্ধমান॥"

কৃষি কার্য্যকে বাঙ্গালার সমাজ কি দৃষ্টিতে দেখিত উপরি-কৃত আলোচনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :
মেসার্স ওল্ড ব্রাদার্স লিমিটেড

ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গ

শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসে চিরকালই দেখা গিয়েছে যে, তাদের অধিকার এবং দাবী আদায় রাখতে হলে, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ (যে কোন দাবীটা হোক না কেন) তথা পুঁজিবাদ তাদের শত্রু। তাই আজ তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু ক্যাপিটালের উচ্ছেদের জন্য তাদের সুসংবদ্ধভাবে অগ্রসর হতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে তাদের ছেলেমেয়েরা পিছনের দিকে, অতীতের অন্ধকারের দিকে ফিরে না গিয়ে সামনে আলোর দিকে এগিয়ে চলতে পারে—এটাই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না করে নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারে।

শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানই হোল ট্রেড ইউনিয়ন। প্রথমদিকে এক একটী শাখার শ্রমিকেরা মিলে এক একটী ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে, যেমন হ্যাটকর্মী ইউনিয়ন, তুলা-তুলি ইউনিয়ন ইত্যাদি। আবার এক একটী দেশের সমস্ত ছোট ইউনিয়নগুলো মিলে সেই দেশের সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন (যেমন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন) গঠিত হয়।

ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন

সাম্রাজ্যবাদ যেমন শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় শত্রু, তেমনি শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধতা সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ইউরোপের দেশগুলি দেখে শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনি, ঠিক পথে চলতে পারেনি, রাজনৈতিক চেতনা লাভ করতে পারেনি, তাদের দেখে শ্রমিকেরা সবসময়ই ক্যাপিটালের কবলিত হয়েছিল। শ্রমিক কর্তৃত্বের দেশ সোভিয়েট রুশিয়া তাই শেষ পর্য্যন্ত ক্যাপিটালের পরাজয় ঘটাল।

ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে রুশিয়া যে যুদ্ধ করেছে, তাতে রুশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দান অসাধারণ। সমরসম্ভার উৎপাদনের হার বৃদ্ধির মূলেই হোল তারা। আজকের যুদ্ধে যার সেনা বেশী ও যে যথাসময়ে "Strategic Reserve" সেনা প্রয়োগ ও সুবিধা লাভ করতে পারে সেই জয়লাভ করে। এই সুবিধা এবং খাদ্য, রসদ ইত্যাদির প্রাচুর্য্য সম্ভব হয়েছে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর চেষ্টায়। ট্রেড ইউনিয়নের সকল চেষ্টার অন্তরী আজ রুশ সেনা বাহিনীর উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। ব্রুটেন ও আমেরিকার উৎপাদন বৃদ্ধিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলো যথেষ্ট সাহায্য করছে। তবে রুশিয়ার তুলনায় ব্রুটেন ও আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যের সংখ্যা অত্যন্ত কম। ব্রুটেনে ২ কোটি ২০ লক্ষ শ্রমিকের জন্যে মাত্র ৭৪ লক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য আছে। আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হোল ৩ কোটী ৩০ লক্ষের মধ্যে মাত্র ১ কোটী ১০ লক্ষ। সেখানে রুশিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ২ কোটী ৩০ লক্ষ (শ্রমিকদের শতকরা ৮৫ জন)। অর্থাৎ রুশদেশের সমস্ত দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সম্মিলিত সভ্য সংখ্যার চেয়েও বেশী। আবার ৫ কোটী সমবায় প্রতিষ্ঠানের সমস্য আছে (রুশদেশের মোট সমবায় সদস্যদের ৭ ভাগের ৫ ভাগ)।

যারোক আজ সমস্ত পরতান্ত্রিক দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক সংযোগ প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে। বিভিন্ন দেশের শাসন প্রথার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এই সংযোগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে পরতান্ত্রিক দেশগুলোর ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে দেখতে হবে যাতে সেই সব দেশের সেবারা আবার বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের পথে পা না দেন (যেমন করা হোতে পারে মার্কিন সেবার কেরোসেনের সেবা সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির সঙ্গে এক হৈচৈতে তাদের বিদেশে আপত্তি জানিয়েছিলেন)।

রুশ ট্রেড ইউনিয়নের গঠন

রুশ শাসনতন্ত্রের ১২৬ ধারায় আছে :—"শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য, সমবেতভাবে তাদের মতামতের আত্মপ্রকাশের জন্য, জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গঠন করবার অধিকার দেওয়া হোল.....তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বোধ যাদের সবচেয়ে বেশী, তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের সাম্যবাদীদলের সদস্যপদ পাবে, তারাই এই দলই শ্রমিকদের জীবন-সংগ্রামের পরিচালনার ভার নেবেন। শ্রমিকদের সমস্ত শক্তি এই দলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত।".....সাসনতন্ত্রের ১৪১ ধারায় বলা হয়েছে :—"ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় ইত্যাদি গণপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে সোভিয়েট সরকারের কর্মচারীরা নির্বাচিত হবেন।"....

সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রায় অর্ধেক লোক শ্রমজীবী এবং তাদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। ১৯১ ধারায় আরো দেখবার যে, ট্রেড ইউনিয়ন একটী সরকারের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান, তাদের সরকারী কর্মচারী নির্বাচন করার অধিকার আছে।

এক এক জাতীয় অবস্থানের ভিত্তিতে এক একটী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। ফলে একটী বিশেষ শিল্পের সমস্ত শ্রমজীবীদের তরে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন তথা দলভুক্ত না হবার দাবী জানাতে পারে।

কর্ত্তব্য

রুশিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের কর্ত্তব্য এই-ভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে :—(১) প্রতি বছরের শ্রমিকদের নতুন ভাবে বেতন ব্যবস্থা করা (যৌথ বেতন-বৃদ্ধি ব্যবস্থা লাইনের সাহায্যে যথাযথভাবে করা হচ্ছে)। (২) উৎপাদন, কারখানার পরিচালনার প্রণালী, পারিপার্শ্বিক সরকার সাহায্যে আলোচনার দ্বারা ব্যবস্থা করা। (৩) সামাজিক নিরাপত্তা ভবিষ্যৎ সম্প্রসারিত করা (এই টাকা সরকার ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের হাতে দেন অসমর্থ শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য)। (৪) শ্রমিকমণ্ডল, উৎপাদন পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কলকারখানা থেকে একটী করে নিয়ন্ত্রণ সাধারণের প্রস্তাব করা। (৫) কারখানার তত্ত্বাবধান করা (inspection)। ১৯৩৩ সাল থেকে তত্ত্বাবধানের ভার সরকার ট্রেড ইউনিয়নের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। (৬) শ্রমিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং প্রতিভাবান শ্রমিকদের শিল্প ব্যবস্থার যথাযোগ্য উচ্চপদে বসাবার ব্যবস্থা করা। (৭) অবসর বিনোদনের জন্য সমাজসমিতি, ক্লাব ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। (৮) সোভিয়েটের সদস্য প্রার্থীদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করা এবং নির্ধারিত সময়ন্তরে কর্মপদ্ধতি ও কর্ত্তব্য আলোচনা সভার সাহায্যে নির্দ্ধারণ করা।

বলতান্ত্রিক দেশের ট্রেড ইউনিয়ন

বলতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলো স্বাধীন পরিচালনা করে এবং মালিকদের সঙ্গে হর কষাকষি করে। রুশিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের এসব কাজ নেই। তার কারণ অতি সহজ। রুশিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত অধিকারের অস্তিত্ব নেই, মালিক নেই, সোভিয়েট শ্রমিক রাষ্ট্রও নেই। সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা জনসাধারণ তাদের মনোনীত প্রতিনিধির সাহায্যে পরিচালিত করে। উৎপাদন

স্থাপিত—১৯৩৮

ইউনিয়ন ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : বরিশালে

ব্রাঞ্চ
খোলা ও পটুয়াখালি

কলিকাতা অফিস
১৮, ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

চেয়ারম্যান
হরিদাস মজুমদার
এম, এল, সি

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মতিলাল সেন

ব্যবস্থার মালিকানা তাদের নিজেদেরই। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কর্তব্য কর্তাদের কথা নয়—কাজের কর্তাদের নিয়ে ব্যবস্থার আভ্যন্তরিক পরিচালনার দিকে লক্ষ্য রাখা। তাদের সিদ্ধান্তটি যদি তাদের নিজেদেরই ভুল হয়ে এবং উন্নতি হলে লাভ না হয়ে তা তাদের নিজেদেরই ভোগে পড়বে। তাই ট্রেড ইউনিয়নগুলোর উৎপাদন ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং সিদ্ধান্তকে কাজে খাটানোর অধিকার আছে। মুটিন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নের এ অধিকার নেই। থাকবে কি করে? সেখানে উৎপাদন ব্যবস্থার মূলিক হলেন পুঁজিপতিরা, যাঁদের ভাল শ্রমিকদের জন্য, যাঁদের জন্য শ্রমিকদের ভাল। তাই সে সব দেশে ট্রেড ইউনিয়নকে কোন ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। সে সব দেশে উৎপাদন বেশী বাড়লে বিপদ। বহু মাল পুঞ্জিয়ে ফেলতে হয় বাজার দর ও মুনাফা ঠিক রাখার জন্য। মাল উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকরা সে মাল ব্যবহার করতে পায় না। আমেরিকার নিউ ইয়র্কের দোকানে ঘরে ঘরে নানান রকম সুন্দর সুন্দর জিনিষ। অথচ অধিকাংশের নাগাল কিন্তু তাদের পৌঁছায় না, যদিও সরকার বা সব তাদের একটুও কম নয়। সোভিয়েটে মাল যত বেশী উৎপন্ন করা যাবে, জনসাধারণের সব মালই মুক্তিপূর্ণভাবে কেনা করা হবে, বেশী মুনাফার লোভে বিদেশে চালান যাবে না। সুতরাং সেখানে উৎপাদন যত বাড়াতে পারা যায় সেই দিকে শ্রমিকদের এবং তাদের ট্রেড ইউনিয়নের লক্ষ্য বেশী। সেজন্য উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার বিস্তার করার অধিকারও তারা পেয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশে অত্যুৎপাদন জনে যে কথাটা আছে, রুশিয়ায় সেটির অস্তিত্বই নেই। সেখানে যারা উৎপাদন বৃদ্ধির নতুন উপায় বার করতে পারে (যেমন আমেরিকার তাদাবাজের কম সময়ে বেশী কাজ করার নতুন উপায় থেকে। তাদাবাজ আন্দোলন আজ সমগ্র রুশিয়ার শ্রমিকদের উৎপাদন বৃদ্ধি করার অনুপ্রাণিত করেছে) তাদের বেতন বাড়ান হয়, পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশে অত্যুৎপাদন হলে লোকের অভাব ঘোচে না, উল্টে বেতনের হার কমিয়ে দেওয়া হয়। সোভিয়েটে উৎপাদনের হারের সঙ্গে বেতনও বাড়ে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজারে কেনবার মালও বেশী পাওয়া যায়। তাই ট্রেড ইউনিয়নগুলো কারখানা এবং উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করার এবং সামাজিক বীমার ব্যবস্থা করার অধিকার পেয়েছে। কোন ধনতান্ত্রিক দেশের কর্তৃপক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের হাতে এই সব ক্ষমতা দিতে সাহস পেতেই পারেন না। মার্কিন প্রতিনিধিদের ভুল প্রতিনিধিদের উপর বিরাগের কারণ আশা করি এবার বোঝা যাচ্ছে।

সরকারের অসন্তুষ্টোচিত প্রতিক্রিয়া

ধনতান্ত্রিক দেশে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধে সরকার সমস্যার মালিক শ্রেণীর পক্ষ নেয়, তাদের পুলিশবাহিনী, আইন ও শৃঙ্খলা দিয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু রুশিয়ায় যেসব লোকেরা এখনোই বা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা করতে চায়, সরকার তাদের পক্ষে যান না। সরকার ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষাবলম্বন করেন। তাইতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর সরকারের কৃপাদৃষ্টি হয় অনেক বেশী। সোভিয়েটে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের উপর অত্যধিক পরিমাণে কর ধার্য্য করা হয় কিন্তু সমবায় প্রতিষ্ঠানকে সমস্ত রকম সাহায্য করা হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নে আজ প্রায় আড়াই কোটি ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য আছে (পৃথিবীর অন্য সমস্ত রাষ্ট্রগুলোর ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যের মোট সংখ্যার চেয়েও বেশী)।

সেবাব্রতের অবসান

সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকলে সহযোগিতা সম্ভব হয় না। ধনতান্ত্রিক দেশের সরকার হয় ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজিপতিদের অভিভূত; ট্রেড ইউনিয়ন হয় শ্রমিকদের স্বার্থোদ্ধারক। সুতরাং মিল হবে কি করে? আমাদের দেশে (অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক দেশে) ট্রেড ইউনিয়ন সেবাব্রত সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পুঁজিপতিরা তাঁদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়ে নেন। এইসব সেবাব্রতী খুবে বড় বড় বক্তৃতা যাইন কিন্তু সত্যিই সমস্ত শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে দ্বিধা হয় না। ফ্রান্স বা আমেরিকায় এই ব্যাপারই হয়ে থাকে। শ্রমিকবন্ধুর ছদ্মবেশ পরে এইসব সেবাব্রতী শ্রমিক শ্রেণীর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে ভালো করে বেঁধে রাখেন। সুতরাং আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নের সেবাব্রতী রুশ প্রতিনিধিদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারবেন কি করে? কিন্তু রুশিয়ায় সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গী ঐক্যের বাঁধনে বাঁধা থাকে। ফলে সহযোগিতার কোন বাধা হয় না। লর্ড মাউন্টব্যাটেন রুশিয়ায় গিয়ে দেখেন যে, সেখানে দৈনিক কাজের মিনিট সময় খুব বেশী হলে আট ঘণ্টা। শ্রমিকেরা সেখানে বছরে পুরা বেতনে ২ সপ্তাহ ছুটি পায়, বীমার জন্য তাদের প্রিমিয়াম দিতে হয় না। ফিরে এসে তিনি যদি ভোরুম ভাটেন যে, সরকার ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে বড় আদর দেন তাহলে কি বলা হয়? আর ওয়াল্টার নিউহাইস যদি বলেন যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর উপর সোভিয়েট সরকারের কর্তৃত্ব অত্যন্ত বেশী,—সেটা কেমন শোনায়? যে মুটিন শাসনযন্ত্র তাঁদের মত অভিজাত অভ্রমবিদের ব্যাঙের লাখ লাখ টাকা জমা করার সাহায্য করছে অথচ শ্রমিকদের দু'সপ্তাহ পুরা বেতনে ছুটি দিচ্ছে না, তাই সে বিষয়ে মোঃ তাঁদের কিছু বলতে তুমি না? মুটিনে নির্বাচনে দাঁড়াবার মত টাকা থাকলে যে কেউ নির্বাচন প্রার্থী হতে পারেন। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও তাঁরা 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' হিসাবে দাঁড়াতে পারেন। ফলে যাঁদের টাকা আছে, তাঁরাই নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু যারি ভিত্তি জনসাধারণের সমর্থনের ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নির্বাচনে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। এই হোল মুটিন গণতন্ত্র। সোভিয়েট নির্বাচনের সময় বহু সরকার সদস্য অংশ নেন এবং নির্বাচনের ব্যবস্থা পরিচালনা করে ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক ইত্যাদি গণপ্রতিষ্ঠানগুলো। সুতরাং টাকা বা সম্পত্তি বহু বা সরকারী সদস্য লক্ষ্য-লক্ষ্য থাকা বা থাকার উপর নির্বাচন ব্যবস্থা নির্ভর করে না।

রুশ সাম্রাজ্যবাদীদল ও ট্রেড ইউনিয়ন

মার্কিন প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেছেন যে, রুশ ট্রেড ইউনিয়নগুলো সাম্রাজ্যবাদীদলের হাতিয়ার হলে। তাঁরা নিজেরা যে শোষক শ্রেণীর তাঁদের তা আমরা জানি। কিন্তু সোভিয়েটে রাজনৈতিক দল মাত্র একটি। সাম্রাজ্যবাদীদলই একমাত্র রাজনৈতিক দল। তার কারণ খোলা বোঝাই শক্ত হয়। প্রত্যেক সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থ সম্পর্কে সেই শ্রেণীর চেতনাসম্পন্ন লোকেরা সেই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য একটি করে রাজনৈতিক দল গঠন করে। রাজনৈতিক দলের ভিত্তিই শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীসংঘাত। কিন্তু যেখানে শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই এবং ফলে শ্রেণীসংঘাত নেই, সেখানে শ্রেণী মাত্র একটি সেখানে রাজনৈতিক দল একাধিক হবে কি করে? রুশিয়ার সমস্তকেই হয় মেরে দিয়ে, নয় মন্ত্রিত দিয়ে খাটিয়ে হয়—কেউ বেকার থাকে না। সব করে বেকার থাকলে খেতে পরতে পাওয়া যায় না। শ্রমিকের মেহনত ভাঙিয়ে লক্ষপতি হওয়া যায় না। শ্রমিক সকলেই। সুতরাং রাজনৈতিক দলও একটি। বিপ্লবোত্তর শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যই মার্কস্, এঙ্গেলস্ এবং লেনিন সাম্রাজ্যবাদীদলের সৃষ্টি করেছিলেন। সোভিয়েটে আজ সকলেই একটি মাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং সে শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণী, সেখানে প্রত্যেক

উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
দি
নবদ্বীপ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৩৩, ক্যানেল রোড, কলিকাতা
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ভারতের প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে
আমাদের শাখা অফিস আছে।

ব্যাপারেই সেই শ্রেণীর নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল সাম্রাজ্যবাদী দলের প্রভাবে থাকবে তাহলে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ব্যবসায়িক মহলের সেবারা সবাই জানেন : আশ্চর্য্য তাঁরা হোটেই হন না। কিন্তু আসল কথার আপত্তিগুলো তো তাঁরা খোলসা করতে বলতে পারেন না, তাহলে তাতে মুখোস খসে যাবে। তাই সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতার খোলে আশ্রয় নেন।

ফ্রাঙ্কো-রুশ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন

জার্মান কবলে যাবার সময়ে ফ্রান্সের শ্রমিকেরা "সি জি টি" (Confederation Generale du Travail) নামে ট্রেড ইউনিয়ন জার্মানদের বিরুদ্ধে গুপ্ত আন্দোলন, ধ্বংসমূলক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি চালিয়ে এসেছিল। বিপ্লবাত্মক মর্যাদিতে অবতরণ করার পর তাদের সাহায্য না পেলে অত সহজে ফ্রান্সকে মুক্ত করতে পারতেন না। ১৯৪৪-এর ডিসেম্বরে সি জি টি'র সদস্য সংখ্যা একদিন জার্মান কবলে থেকে বাড়ায় ৪০ লক্ষ, যদিও জার্মান ও "ভিসি" কর্তৃপক্ষ তাদের শেষ করার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেনি। সি জি টি'র প্রতিনিধিরা ১৬ই জানুয়ারী মস্কোয় উপস্থিত থেকে ফ্রাঙ্কো-রুশ ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘ গঠন করেছেন। জগতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা।

আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা

আজকে যে আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হবে তা যদি আবার তথাকথিত "আমস্টার্ডাম আন্তর্জাতিকের" মত একটা অচলায়তন হয়, তাহলে শিল্প-শ্রমিকদের আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি হতে পারে। ইউরোপীয় যুদ্ধে মজুরদের অবশ্য আর বেশী দেরী নেই। কিন্তু শান্তি গঠনের কঠিন কর্তব্যের সম্মুখীন হতে হবে বিজেতাদের। শান্তি গঠনের কার্য্যেও শ্রমিকরা তাদের আসন গ্রহণ করতে বাকী থাকবে না। তাছাড়া যুদ্ধের পর শ্রমিকদের আত্মরক্ষা, বেতনের হার, বেকার সমস্যা ইত্যাদি যেসব সমস্যা অর্থনৈতিক দেখাশুনোতে দেখা দেবে, সেগুলো দূর করবার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের দরকার। "আমস্টার্ডাম আন্তর্জাতিকের" মত সঙ্কীর্ণ প্রতিষ্ঠান কোন কাজেই আসবে না। শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের শক্তি এবং ঐক্য এমন হওয়া চাই যাতে মালিকেরা, পুঁজিপতিরা এবং তাদের পক্ষ সমর্থনকারীরা, প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করতে না পারে। ভবিষ্যতে জার্মানীর মত কোথাও যাতে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত করা না যায়, তার ব্যবস্থাও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে করতে হবে। আর একটি বড় কথা এই যে, পৃথিবীর মধ্যে একটি মাত্র দেশ, যেখানে শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে, সেই সোভিয়েট জনিয়নের বিরোধী না হয়ে, তার সঙ্গে মিত্রতা করা এবং সহযোগিতা করাই হবে সমস্ত দেশের ট্রেড ইউনিয়নের কর্তব্য। আমেরিকান লেবার ফেডারেশনের মত সি ইউনিয়ন শ্রেণীর মত প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের প্রতিষ্ঠান থেকে বার দিতে হবে।

বিজয় ও বর্ত্তমান

আমাদের অর্দ্ধ শতাব্দীর সুনিয়ন্ত্রিত সেবা ও সহযোগিতার
— অপ্রতিহত গতি আজ সংগ্রাম-সঙ্কটে রুদ্ধ —

ভারতীয় মিষ্টান্নের
অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিবেশক

স্বীয় নিষ্ঠা ও অভিনব প্রণালীর প্রচলনে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ে যে নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছে সেই আদর্শে পরিচালিত বাংলার অন্যতম মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান আজ আহার্য্যের আদর্শ অনুষ্ঠান বলিয়া আদৃত।

বিত্তশালীর ভোগ

রসনার তৃপ্তি আজ ইহাতে আবদ্ধ নহে। ভারতের

দরিদ্র জন-সাধারণ

আজ ইহাদিগকে আহার্য্যের একমাত্র উপযুক্ত আশ্রয়স্থল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে তাই আজ

জনসেবায় জনপ্রিয়

"দ্বারিক"

জনসঙ্ঘের নিত্য সেবার যোগ্য অনুকরণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যোগাইতে না পারায় সর্ব্বসাধারণের নিকট অপরাধী হয়ে রহিয়াছে।

মিষ্টান্নের মূল উপকরণ

চিনি

রেশনিং প্রথায় আমাদিগকে যে পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা চাহিদার অনুরূপ নহে। বণ্টন প্রথার ত্রুটিই ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী। বহু প্রতিবাদ ও অনুনয় সত্ত্বেও আমাদের ন্যায্য দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে। আমরা এই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ হইতেও—

চিনি শতকরা ৪০ ভাগ

অকস্মাৎ হ্রাস করিয়াছে

ইহারই অনিবার্য্য ফলে আজ আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহে নিত্য আগত অগণিত নির্ভরশীল গ্রাহকবর্গ খাদ্যের অপ্রাচুর্য্যে ক্ষুব্ধ। আর আমাদের

সহস্রাধিক কর্ম্মচারীবৃন্দ

অনাহার ও কর্ম্মবিচ্যুতির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন।

দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ

ভারতের জনপ্রিয় জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান।

আপনার সেবার প্রতীক্ষায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—

৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

শাখা সমূহ

কলিকাতা—শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, হাটখোলা, বালিগঞ্জ, বহুবাজার, পার্ক সার্কাস।

বাংলা—চন্দননগরিয়া, করিমপুর, কাঙ্গ্রাম, ইছাপুর, কুষ্টিয়া, দাতকোরা, সারদিয়া, মেহিনীপুর, খড়্গপুর, শিউড়ি, দিনাজপুর, কুমারখালী, রাজবাড়ী, বাটানগর।

বিহার—কেয়রল, বেতিয়া, বাটশীলা, জামসেদপুর।

আসাম ও উড়িষ্যা—খুরদা, শ্রীহট্ট, তেজপুর, নবগঙ্গ, গৌহাটি, বরপেটা, কটক।

সর্বপ্রকার প্রাক্কাল শেয়ারের কার্য্য, বিভিন্ন অফার এক্সচেঞ্জের প্রভৃতি ব্রোকার, আদায়াদি এবং সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—

জে, সি, চক্রবর্ত্তী।

ইনফ্লেশন ও ডিফ্লেশন

সুধাংশুভূষণ রায়

ইতালী ভাষার inflito কথাটা থেকে ইনফ্লেশন শব্দটি এসেছে। ইনফ্লেট কথার অর্থ কোন জিনিষ বায়ু দ্বারা স্ফীত করা—যেমন ইনফ্লেটার দিয়ে ফুটবলের ট্রাক্টর অথবা মুখ দিয়ে বেলুনকে ফাঁপিয়ে তোলা। বেলুনের আকারের যেন কিছু স্ফীত হয়ে উঠলেও তা আসলে ফাঁকা ও অন্তঃসারশূন্য। হাওয়া দিয়ে কৃত্রিমভাবে বড় বড় করে তোলা জিনিষ কখন যদি, ঠিক তত বড় নয় বলেই ওটা যেন পর্যন্ত ফেটে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইনফ্লেশন কথাটাও অনেকটা অনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন কোন দেশের গভর্নমেন্ট লোকের ব্যবহার্য জিনিষের যোগান না বাড়িয়ে জনসাধারণের হাতের কেনার ক্ষমতা শুধু নোট বা টাকা ছাপিয়ে বাড়াতে থাকেন, তখনই ইনফ্লেশনের সূচনা দেখা যায়।) টাকা বা নোট পাবার জন্যে যত উৎসুক আগ্রহই আমরা দেখাই না কেন, বিনিময়ে ওটা দিয়ে আমাদের কাজ চলে না। টাকার বিনিময়ে জিনিষপত্র কিনে আমরা তা ব্যবহার করি, আর সেখানেই টাকার সার্থকতা আমাদের মিলিয়ে যায় পড়ে। টাকার এই মূল্য ও সার্থকতা কিসের জন্যে হ্রাস পায়, যখন তা দিয়ে প্রয়োজনমত জিনিষ পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। সাধারণ অবস্থায় যখন টাকার হিসেবে লোকের আয় বৃদ্ধি পায়, তখন তারা জিনিষের তারা বেশী পরিমাণ যোগানও ক্রয় করতে পারে। বেশী আয়ের জন্যে লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও তখন বেড়ে যেতে থাকে। কিন্তু ব্যবহার্য জিনিষের যোগান বৃদ্ধি না পেয়ে কোন সময়ে যদি দেশে শুধু টাকার প্রচলনই বাড়তে থাকে, তবে বাড়তি আয়ের ফলে অযাচিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা লোকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলতি মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সঙ্গে তখন জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যেতে থাকে। বেশী টাকা পাওয়া আয়ও তখন কম জিনিষপত্র পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। যাদের আয় বাড়ে না, পণ্যমূল্যের চড়তির বাজারে তাদের অবস্থা-অত্যন্ত হীন হয়ে দেখা দেয়।

অর্থনীতির ভাষায় এমনি ধরনের অবস্থাকে ইনফ্লেশন বলে উল্লেখ করা হয়, আর যুদ্ধের সময়ে ভারতে আজ সে অবস্থা ঘটেছে পূর্ণমাত্রায়। গত কয় বৎসরে আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট কিছুর নোট ছাপিয়েছেন। যুদ্ধ সুরু হওয়ার সময় দেশে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি টাকা। যুদ্ধের শেষ বৎসরে আজ তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১১০ কোটি টাকা। এই বাড়তি নোট অনেক লোকের হাতে ছড়িয়ে পড়েছে, টাকার হিসেবে তাদের আয়ও আগের চেয়ে বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু আয় বাড়লে কি হবে, দেশে প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনবার চেয়ে টাকার প্রকৃত মূল্য বা সার্থকতা, সেদিন আর যোগান থাকেনি। যুদ্ধের সময় যাদের হাতে টাকার প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে, তারা তা দিয়ে বেশী করে ভোগ-সামগ্রী কিনতে চাইছে। ফলে জিনিষের কম যোগানের চেয়ে তার চাহিদা তাড়াতাড়ি পড়ে যাওয়ায় দেশে পণ্যমূল্য অধিক মাত্রায় বেড়ে উঠেছে। এক টাকায় জিনিষ অনেক ক্ষেত্রেই ৪।৫ টাকা দাঁড়িয়েছে। কাজেই টাকার হিসেবে আয় বাড়লেও অধিক আয় দিয়ে লোকে বেশী সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করতে পারছে না। যুদ্ধের সময়ে যাদের আয় কম ছেড়েছে কিংবা একবারেই বাড়েনি, পণ্যমূল্য অস্বাভাবিক রকম উঠার ফলে তাদের দুরবস্থার আজ নিতান্ত অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইনফ্লেশনের মূল কথা হল জিনিষপত্রের যোগানের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে দেশে টাকা বা নোটের প্রচলন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করা। এই রকমের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকে, বিশেষ করে যুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি অস্বাভাবিক ঘটনার সূচনায়। আধুনিক যুগে যুদ্ধের সময়-পত্র এক একটা জাতির উপর নিদারুণ অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। সাধারণ সরকারী রাজস্ব দিয়ে অনেক সময়ই তা মেটানো চলে না। কাজেই সামরিক ব্যয় মেটানোর জন্যে সকল দেশের গভর্নমেন্টকেই লোকের উপর বেশী করে ট্যাক্স ধার্য করতে হয় এবং তার সঙ্গে দেশরক্ষা ও লাভিদিকেই প্রকৃতির মারফতে জন-সাধারণের নিকট হতে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করতে হয়। যখন এ দুটী উপায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন ইনফ্লেশন সৃষ্টি করে সরকারী ব্যয় মেটানো ও যুদ্ধ চালানোর সুযোগ নেওয়া হয়। দেশ-বাসীর উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স ও ঋণভার চাপানো অসাধ্যিকর বলে অনেক সময় সাময়িক ভাবেও গভর্নমেন্ট এই ইনফ্লেশন সৃষ্টি করে থাকেন।

ইনফ্লেশন সৃষ্টির সহজ উপায় হল অপরিমিতভাবে নোট ছেপে মুদ্রা বিনিময়ে তাকে ব্যবহার করা। মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব যদিও প্রতি দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ন্যস্ত হয়েছে এবং জিনিষপত্রের উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বিবেচনা করে মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত রাখা অধিক সাধারণ নিয়ম, তথাপি যুদ্ধের সময়ে গভর্নমেন্ট এসব ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতা দাবি করতে ছাড়েন না। সামরিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে অনেক সময় দেশে ইচ্ছামত নোট ছাপাবার ব্যবস্থা তাঁরা অবলম্বন করে বসেন। নোটের বদলে সোনা ক্রয় প্রভৃতি মূলধান ক্রমাগত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা

দি ক্রিসেণ্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস :- ৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি, নারায়ণ চৌধুরী

ব্রিয়ারিং এবং ব্যাঙ্কিং-এর সর্ব্ববিধ সুবিধাযুক্ত মুম্রোত্তর ভারতের পুনর্গঠনে শিল্পসহায়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা

টেলিগ্রাম : নিজস্বধা টেলিফোন : বড়ি ৩৩৩৮

ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রে শাখা ও এজেন্সী আছে।

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ মিঃ এস্-আর-ঘোষ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস্-এস্-রায় চৌধুরী

প্রথার যে বিরুদ্ধ আছে, প্রয়োজনমত তাও সুবিধে করে চালা হয়। বেসরোয়াভাবে নোট ছাড়ার পরে তখন আর কোন অসুবিধাই থাকে না। ট্যাক্স ও ঋণ দিয়ে সাময়িক ব্যয়ের যে অংশ পরিপূরিত হয় না, যুদ্ধের সময়ে এই-ভাবে বাড়তি মুদ্রা ছেড়ে গবর্ণমেণ্ট তা পরিপূরণের ব্যবস্থা করেন।

অন্যভাবে সাময়িক ব্যয় মেটাতে না পেরেই যে সব সময় ইনফ্লেশন সৃষ্টির কার্য্য-নীতি অনুসৃত হয় তা নয়। এর পেছনে অন্যতম উদ্দেশ্যও অনেক সময় কাজ করে। ইনফ্লেশন সৃষ্টি করে পণ্যমূল্য অধিক হতে উঠার ফলে জনসাধারণের আয়ের চাহিদা ও প্রয়োজনমত বেশী জিনিষ সংগ্রহ করতে পারে না। এভাবে বেসামরিক প্রয়োজনে জিনিষপত্রের ব্যবহার হ্রাস পাওয়াতে সামরিক বিভাগের প্রয়োজন মেটাবার কাজে সেসমস্ত বেশী পরিমাণে নিয়োগ করা তখন সহজসাধ্য হয়ে উঠে। ইহাছাড়া নোট ছাড়বার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকে বলে বাজারে তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবো জনসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কাজেই জিনিষপত্রের দর চড়া হেতে সামরিক প্রয়োজনে দাবী প্রেরণে তাঁদের পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যেই যুদ্ধের সময়ে ইনফ্লেশন সৃষ্টির কৌক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনেকটা সুবিধাজনক হয়ে দেখা দেয়।

তাহলে কি করে ইনফ্লেশনের সৃষ্টি হল, এখন তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমরা উপরে বলেছি যে, ট্যাক্স ও ঋণের সাহায্যে যখন কোন দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সামরিক ব্যয় মেটানো কঠিন হয়ে উঠে, তাদ চালাবার সহজ পন্থা হিসেবে তখন তাঁরা বেসরোয়াভাবে নূতন মুদ্রা বাজারে ছাড়তে আরম্ভ করেন। আর তাতে দেশে ইনফ্লেশনের সূচনা হয়। ভারতের অবস্থা বিচার করলে দেখা যায় যে, এদেশে ঠিক সে কারণে ইনফ্লেশনের উদ্ভব হয়নি। একথা সত্য যে, যুদ্ধের সময়ে ভারতের সামরিক ব্যয় খুব বেড়েছে। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, অতিরিক্ত ট্যাক্স বসিয়ে ও ঋণের বিক্রয় করে সে টাকা তাঁরা দেশ পর্যন্ত দেশবাসীর নিকট থেকেই আদায় করে নিয়েছেন। ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের এই সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়ায় ভারত সরকারের বাজেটে ঘাটতির অঙ্ক শেষ পর্যন্ত শূন্য কিছুই পূরণ করে যাচ্ছে। ফলে সামরিক ব্যয় মেটানোর জন্যে তাদের দেশে বাড়তি মুদ্রা প্রচলনের কোন প্রয়োজন দাঁড়ায়নি; বাজেট ব্যালান্স করার জন্য ইন-ফ্লেশনের দীক্ষা পর্য্য দেবার কোন কারণ ঘটেনি।

কিন্তু ভারত সরকার তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্যে না হলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন মেটানোর খাতিরে এদেশে বাস্তবিক পক্ষেই একটা ইনফ্লেশন সৃষ্টি করেছেন। ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে যে সব বৃটিশ সৈন্যবাহিনী রয়েছে তাদের জন্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে এদেশ থেকে বিস্তর মালপত্র ক্রয় করতে হচ্ছে। ইনফ্লেশন প্রয়োজনের খাতিরে ঐ থেকে সামরিক ও বেসামরিক বিবিধ অর্থই পরিমাণে আদায় হচ্ছে। বৃটিশ সরকারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভারত সরকারই ঐগোলী ক্রয় সেসব মাল সরবরাহ করছেন। এভাবে ভারতীয় মালপত্র ক্রয় করার ফলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের বিস্তর পাওনা দাঁড়িয়েছে। সে পাওনা শোধ করার সময় তাঁরা হচ্ছে ইনফ্লেশন থেকে উপযুক্ত পরিমাণ জিনিষ ভারতে রপ্তানী করা, প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্বর্ণ বেচা কিনার এদেশের বেলাতে ও নিজ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে যে সব বৃটিশ মূলধন বিনিয়োজিত আছে, তা ভারতবাসীর কাছে বিক্রি করে দেওয়া। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেভাবে পাওনা শোধের চেষ্টা করছেন না। তাঁরা এদেশের পাওনার বিনিময়ে কিনছেন শুধু ইণ্ডিয়া সিকিউরিটী। ঐ ইণ্ডিয়া ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন আফিসে জমা হচ্ছে, আর সেই ইণ্ডিয়ার বিনিময়ে ভারতের নোট ছেড়ে তাদের সরকার তা দিয়ে এদেশের মাল কিনবার মূল্য পরিশোধ করছেন। বৃটিশ সরকারের মারে ভারত হতে যে মাল ক্রয় করা হচ্ছে, তার বিনিময়ে লোকের ব্যবহারযোগ্য কোন জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে না, অর্থ আসছে না কিংবা এদেশের শিল্প কারখানাসমূহের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ দেখাশুনা বেসরকারী হস্তক্ষেপ হচ্ছে না। তার বিনিময়ে ভারতবাসীরা পাচ্ছে শুধু নোট ও টাকা। এই অতিরিক্ত টাকা আয় বাড়াবার দেশে একটা ইনফ্লেশনের সূচনা করেছে। জিনিষপত্রের যোগানের তুলনায় দেশে মুদ্রার প্রচলন অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে চলেছে। পণ্যমূল্য বেশী হতে হতে উঠার ফলে লোকের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে।

যুদ্ধবিরতির পরে যেমন মহাযুদ্ধী, ইন-ফ্লেশনের পরে তেমনই ডিফ্লেশন। ১৯৪৪ সালের শরীর বাজারের তেজী আবহের যোগসোক ও আত্মবিশ্বাস বীজ লুকিয়ে ছিল। বর্ত্তমান অর্থ-ব্যবস্থা ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতির তেজী তেমনই অধিকতর আধিক মন্দা ও অর্থ সংকোচনের লক্ষণগুলি প্রকাশ হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের সময়ে আয় যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনফ্লেশন যুদ্ধের পরে সমস্ত অবস্থা উল্টে গিয়ে সেখানে সৃষ্টি হবে সুদূরপ্রসারী ডিফ্লেশন। এই ডিফ্লেশন ঘনাবার কি, এইবার আমরা তা আলোচনা করব।

ইংরাজী ভাষায় *deflation* কথাটা থেকে ডিফ্লেশন কথাটা এসেছে। এ কথাটার মানে দাঁড়িয়ে ফোলা ফোল জিনিষ থেকে বায়ু বা গ্যাসের আসটা সরিয়ে নেওয়া। যেমন পাম্প করা টায়ার বা ফুটবল যুদ্ধটা ফুলে দিয়ে তাকে তার স্বাভাবিক স্ফীতির চেয়ে ফুলে ডিমিয়ে রেখা। তাকরা দিয়ে ফুলিয়ে আমরা যত বড় করেই স্ফীত করি না কেন, সে অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকে রাখা চলে না। কাঁপানোর কাজটা কম বেশে ফুলে হয়ত কিছুদিন বুধ খুলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে, কিন্তু অস্বাভাবিক ফুলিয়ে দিলে বড় রকম কল করে ওটা অল্প সময় পরে আপনি ফেটে পড়ে। অর্থনীতির ভাষায় ডিফ্লেশন কথাটা অনেকটা অনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লোকের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের যোগান না বাড়িয়ে কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট যখন কোন কারণে অধিক পরিমাণে নোট বা টাকা ছাড়তে আরম্ভ করেন, তখন তাতে ইনফ্লেশন দেখা দেয়। তার ফলে পণ্যমূল্য বিনাভয়ারে বেড়ে যেতে থাকে। পরে যখন সেই বাড়তি মুদ্রা টেনে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তখন অর্থ-সংকোচন, পণ্যমূল্য হ্রাস ও ব্যবসাবাণিজ্য মন্দার ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ডিফ্লেশন। ইনফ্লেশন যত বড় হয়ে ওঠে, ডিফ্লেশনও তত বড় আকারের। ইনফ্লেশনের তীব্রতা কম হলে ডিফ্লেশনের আঘাত আস্তে আস্তে ও সন্তর্পণে সুরু হতে পারে। কিন্তু ইনফ্লেশন যার শীর্ষ ছাড়িয়ে গেলে ডিফ্লে-শনের আঘাত আরম্ভ হয় দ্রুত আর তার গতি ও পরিণতি উভয়ই হয় খুব ভয়াবহ।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ডিফ্লেশনের প্রতিক্রিয়া ঠিক ইনফ্লেশনের

প্যাসিফিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—
৮নং ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা

সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে খাটাইবার
একমাত্র নির্ভরযোগ্য স্থান

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

শাখাসমূহ
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে
বোম্বাই ও আমেদাবাদে এজেন্সী আছে

চেয়ারম্যান।
শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল সিংহ।

সেক্রেটারী ঃ
শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর সেন্ট্রী।

উৎপাদন। ইনফ্লেশনের সময় লোকের হাতে অধিক টাকা ছড়িয়ে পড়ার ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পণ্যমূল্য বাড়ে বাড়ে যেতে থাকে। ডিফ্লেশনের সেই বর্ধিত চাহিদা নিম্ন যাবতীয় ক্ষেত্রে উৎপাদনের স্থান সঙ্কীর্ণ করে। মূলধন সংগ্রহের সুবিধে থাকায় ব্যবসায়ীরা সহজে নূতন কলকারখানা বসে তুলতে ও পুরানো কারখানার কাজ সম্প্রসারিত করতে পারে। ব্যাঙ্কিং দিয়ে সরকারী ও বেসরকারী কারখানা বিস্তৃত হওয়ার ফলে তখন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। অর্থ প্রসারণের ফলে ডিফ্লেশনের সময় সুরু হয় অর্থ সঙ্কোচন। টাকার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় উহার মূল্য বেড়ে বেড়ে যায়। লোকের আয় হ্রাস পাওয়ার ফলে ডিফ্লেশন নিয়ে কাড়াকাড়ির ভাবটা এসে যায়। পণ্যমূল্য ক্রমে ক্রমে নেমে যেতে আরম্ভ করে। এদিকে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে লোক আর তেমন মনোযোগ দিতে পারে না। বাজেট হাতে মূলধন থাকে, ডিফ্লেশনের কাটতির সুযোগ বন্ধ হয়ে আসতে দেখে তারা উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে নিঃস্পৃহ হয়ে পড়ে। শিল্পের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গিয়ে তখন পিছিয়ে পড়ার পালা সুরু হয় পুরোদমে। ফলে সকল দিক দিয়ে বিরাজে আর্থিক মন্দা অপরিহার্য হয়ে উঠে। কর্মসংস্থানের সুযোগ হারিয়ে বহু লোক তখন বেকার হয়ে পড়ে। কাজেই ডিফ্লেশনের দিনে লোকের অভাব ও অসুবিধার আর কোন সীমা থাকে না। বাড়ীর মালিক, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ ও দেশনায়ক প্রভৃতি যে সব শ্রেণীর লোকের আয় অনেকটা স্থায়ী ধরণের, পণ্যমূল্যের পড়তি বাজারে তাদের সুখ সুবিধে কতকটা বেড়ে যায় সত্য, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাও অবিমিশ্র নয়। শিল্প কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে মন্দা দেখা যাওয়ার ফলে অনেক লোক কর্মহীন হয়ে পড়ে। বেকার আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব তখন বেশীর ভাগ আয়কীবীদেরই বহন করতে হয়।

অর্থনৈতিক কুফলাদি ও ব্যবসায়ীর উপর ডিফ্লেশন নিষ্ঠুর করে। বিভিন্ন দিকে সরকারী ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক যদি তা যাইতে বন্ধ করে যেন এক বেশী বোঝা ঘেড়ে পড়ে যদি তারা তা অকস্মাৎ টেনে নিতে আরম্ভ করেন, তবে ঐ ডিফ্লেশনের সূচনা হয়। ক্রেডিট বা ধার পাওয়ার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করে তখন জনসাধারণের হাতে ও ব্যবসায়ীদের হাতে টাকা সঞ্চয়ের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। টাকার বাজারের সুদের হার কম রাখার চেষ্টা ছাড়িয়ে দেওয়াই হয় অর্থনৈতিকের লক্ষ্য। এই ডিফ্লেশন নীতির মতুন রেখে দেশের শিল্প ব্যবসায়ীরা তখন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে এগিয়ে চলার মনোভাব বা সুযোগ কোনটাই তাদের আর থাকে না। ডিফ্লেশনের কাটতি ও দাম হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখে তারা কলকারখানার উৎপাদন কমিয়ে দেন। এইভাবে কর্মধারা সঙ্কোচ হতে থিয়ে পরোক্ষভাবে তারা ডিফ্লেশনের গতি বাড়িয়ে দেওয়ারই সাহায্য করেন।

বিখ্যাত শিশুখাদ্য　ভেচা-মিল্ক　প্রস্তুতকারক

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস লিঃ

(ভেচা-মিল্ক ও মল্টেড মল্টোজ)

এই কোম্পানীর

কিছু ফরফিটেড শেয়ার

শতকরা মাত্র ১০৲ প্রিমিয়ামে পাওয়া যাইতে পারে।

অর্ডিনারী শেয়ার

প্রতিখানি ২৫৲ মূল্যের অর্ডিনারী শেয়ারের বর্তমান মূল্য ২২৲ (প্রিমিয়াম সহিত)—আবেদনের সহিত ৪৲ শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে ২৲ এবং অন্যূন দুই মাসের ব্যবধানে ৪৲ হিসাবে চারি কিস্তিতে বক্রী টাকা দিতে হইবে।

৭॥০ হারের আয়করমুক্ত

প্রেফারেন্স শেয়ার

প্রতিখানি ১০৲ মূল্যের শতকরা বার্ষিক ৭॥০ হারের আয়করমুক্ত কিমুমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারের বর্তমান মূল্য ১১৲ (প্রিমিয়াম সহ)—আবেদনের সহিত ২৲ এবং শেয়ার বিলির এক মাসের মধ্যে বক্রী টাকা দিতে হইবে।

প্রেফারেন্স ও অর্ডিনারী শেয়ারহোল্ডারগণ এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিয়োজিত অর্থের যথা-ক্রমে শতকরা ৫২½% ও ৩০% লভ্যাংশ স্বরূপ পাইয়াছেন।

সত্বর আবেদন করুন :

ম্যানেজিং এজেন্টস

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অর্থসঙ্কোচের নীতি অবলম্বন করে একটা দেশের গবর্ণমেণ্ট যে কোন সময়ে ডিফ্লেশন ঘটাতে পারেন সত্য, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় তার ভয়ঙ্কর লোকের চোখে তেমন করে পড়া সম্ভব নয়। দেশের আর্থের দিক দিয়েও সব সময় তা তেমন অভিশপ্ত হয়ে দাঁড়ায় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে যে দেশে ১০০ কোটি টাকার মোট চলতি আছে, সে দেশে কয়েক কোটি টাকা পরিমাণে তা হ্রাস করা হলে তাতে অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটবার আশঙ্কা থাকে না। গবর্ণমেণ্ট যদি একসঙ্গে সে কয়েক কোটি টাকা হ্রাস না করে অল্প অল্প ও ক্রমে ক্রমে তা কমিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, তবে আরো সহজেই লোকে তা সয়ে যেতে পারে। কিন্তু একটা বড়রকম যুদ্ধের পর ডিফ্লেশনের গতি উলটিয়ে দিয়ে যখন ডিফ্লেশনের কার্য্যনীতি অবলম্বন করা হয় তখন সকল দিক দিয়েই তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধের সময়ে সমর প্রচেষ্টার জন্যে গবর্ণমেণ্টকে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয় যুদ্ধ থেমে গেলে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই তা বন্ধ করে দিতে হয়। সৈন্য বাহিনীতে বেশী সংখ্যক লোককে নিযুক্ত রাখারও তখন আর কোন সঙ্গত বা প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সরকারী খরচার অনুযায়ী হাল সরবরাহের কাজ কুমিয়ে আসার সঙ্গে কলকারখানার উৎপাদন খরচাবশেই মন্দীভূত হয়ে আসে। নূতন নোট ছাপানোর কাজ বন্ধ হয়ে তখন তাঁপাই ঝুড়া টেনে সরকার ব্যবস্থা হয়। চলতি নোটের জন্য সোনা, রূপা ও মূল্যবান সিকিউরিটি আদির যথার্থ নীতি যুদ্ধের সময়ে যথানীতি রক্ষিত হয় না। যুদ্ধের পরে তাড়াতাড়ি সে নীতি পুনর্বহাল করতে গিয়ে গবর্ণমেণ্ট মুস্কিলে পড়ে যান। কাজেই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের জন্যে সকল দিক দিয়েই তখন ডিফ্লেশনের সূত্রপাত হয়। অর্থাভাব ও অন্যান্য অনটনের গ্লানি দেখে ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে।

যুদ্ধের সময়ে আরও গবর্ণমেণ্ট আজ যে-ভাবে নির্বিচারে ইনফ্লেশন সৃষ্টি করে চলেছেন তখন সাবধান ও সাবধানের মার খাইয়ে দেওয়ার জন্যে সরকারী ব্যয়বহর দিন দিন বাড়িয়ে যাচ্ছেন, তাতে যুদ্ধের পরে এদেশে এরকম ধরনের একটা বড় ডিফ্লেশন সৃষ্টি হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। সামরিক প্রয়োজনে আরও গবর্ণমেণ্ট এদেশে ২৫ লক্ষ লোককে সৈন্যদলে ভর্তি করেছেন। সরকারী দপ্তর বাড়িয়ে সে-দিক দিয়েও বহু লোককে কাজ দেওয়া হয়েছে। এদের থাকার ব্যাপারে চাকুরীজীবীদের বেতন ও ভাতার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গেই করা হয়েছে। সরবরাহ বৈষম্যের জন্যে গবর্ণমেণ্ট কলকারখানা প্রসারিত করেছেন। তার পেছনে প্রচুর অর্থ ও শ্রম নিয়োগের কোন ত্রুটি হয় নি। যুদ্ধের জন্য অর্থের মাল্লিক্ মূল্য কোথাও কমাতে গিয়ে গবর্ণমেণ্ট কনট্রাক্টরদের অনুকূলে হয়ে মোটা অঙ্ক কমিশন হিসেবে বিতরণ করছেন। এইরূপ অপরিমিতভাবে খরচ করার জন্যে অত্যন্ত-ভাবে টাকার ও জনের পরিমাণ বৃদ্ধি করেও বাজেটের ঘাটতি মিলাচ্ছে না। এর উপর যুদ্ধের ক্ষেত্রিয়ে মাল দেওয়ার সময় দেখা যাওয়ায় গবর্ণমেণ্টকে আজ বেপরোয়া ভাবে নোট ছেড়ে যুদ্ধের দায় মেটাতে হচ্ছে। আগে পড়বের কাজ বন্ধ রেখে সামরিক সাজ্জাম চালিয়ে যাওয়ায় এই আড়ম্বর ও লোকাকী আজকালের ট্রাই ভারতের সব পরীব দেশের পক্ষে প্রলোভনকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গবর্ণমেণ্ট এসব চালিয়ে যাবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু যুদ্ধ থেমে যাওয়ার সঙ্গে এসমস্ত বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের বিলম্ব হবে না। বিপুল ঋণ ও বাড়তি নোটের বহর রেখে গবর্ণমেণ্টের অনে আশে-বের চিন্তা রেখা দিবে। আন্তর্জাতিক সব দিকের তখন সব দিক থেকেই কৃত্রিম আঙ্কু-লোর আবরণ টান গুটিয়ে ফেলতে চাইবেন। বাড়তি নোটের ছোবড়াছি হাতাহাতি অনুভূত হয়ে যাবে। বাজেটের পৌঁছানী ও ব্যয় সঙ্কোচের কার্য্যনীতির ফেরর দিয়ে তখন

অনিশ্চয়তার দিনে—
একমাত্র উন্নতিশীল নির্ভরযোগ্য
জাতীয় প্রতিষ্ঠান—
ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং
কোম্পানী লিমিটেড
রেজিঃ অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
স্থাপিত—১৯৩১ | শাখা : দক্ষিণ কলিকাতা ৮৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ
৭ সুদের হার
চলতি হিসাব ১%
সেভিংস্ হিসাব ২%
অনুমোদিত জামিনে ব্যবসায়িগণকে টাকা ধার দেওয়া হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মিঃ এস্ এন ব্যানার্জ্জী

ফোন—বি বি [illegible] গ্রাম : "নিটফুল"
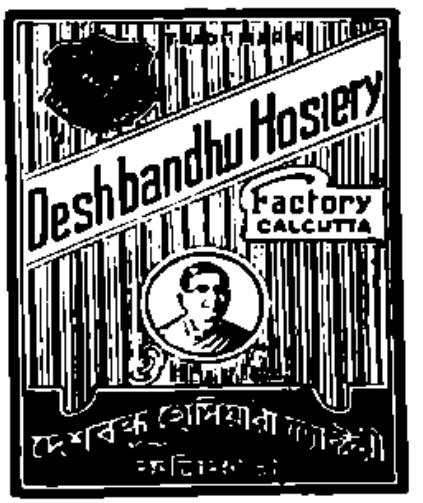

কারখানা ও অফিস
১০০এ, পাতুপাত্র রোড,
কলিকাতা।

দেখা দেবে ডিফ্লেশন। ফলে আর্থিক মন্দা ও বেকার সমস্যার চাপে দেশের আয় দুর্গতির সীমা থাকবে না।

জনসাধারণের কল্যাণ দেখতে হলে পুলা-পুরি ইনফ্লেশন বা ডিফ্লেশন কোনটাই দেশের পক্ষে কাম্য নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ প্রয়োজন অনুযায়ী মুদ্রা প্রচলনের কাজ সীমা-বদ্ধ রাখা, সরকারী দায়িত্ব ও সঙ্গতি অনু-যায়ী 'প্রয়োজনে' শুধু ঘাটতিমূলক কাজে অর্থ নিয়োগ করা, অতি ব্যয় ও অপ ব্যয়ের দিকে না দিয়ে দেশের প্রয়োজন মুখে সরকারী পরিকল্পনা বিভিন্নমুখী রাখা, দেশের আর্থিক কল্যা-ণের কথা বিবেচনা করে সুপরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবসার খরচ জোগার ব্যবস্থা করা—এ সমস্তই করলে উচিত সর্বপ্র-ধানের লক্ষ্য। এতে পণ্যমূল্যের স্থায়িত্বের ভাব বজায় থাকে, বাজেটে উদ্বৃত্ত ও ঘাট-তির অযৌক্তিক জোয়ার ভাঁটা বন্ধ হয়। আয় ও উৎপাদনে ভাব নিয়ে দেশ সিদ্ধোন্নতির পথে ও বেকার সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়ার সুবিধে পায়। কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, এদেশের সর্বাধিনায়কের সেরূপ সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতির বালাই নাই। নিতান্ত অনুকরণী নীতি হতে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর একটা চরম পন্থা থেকে নিজেই তাঁরা অভ্যস্ত। হয় পুলাপুরি ইনফ্লেশন, না হয় সম্প্রসারিত ডিফ্লেশন—এর ভেতর একটা মাঝ পথ থেকে নিতে তাঁরা জানেন না। দেশের নিয়োন্নতির পক্ষে অনিষ্টের জেনেও মুদ্রের পূর্বে গবর্ণমেণ্ট তাঁদের ঝোঁড়া নীতি হতে এদেশে একটা ডিফ্লেশনের ভাব সৃষ্টি করে ছেড়েছিলেন। মুদ্রের সময় ইউরোপ যুদ্ধিবের জন্যে যখন এদেশে ইনফ্লেশন সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিল, তখন ঐ দিকে একেবারে গা ভাসিয়ে দিতে তাঁদের বাধল না। মুদ্রের পরে আবার সুরু হবে চরম ডিফ্লেশনের পালা।

ইনফ্লেশনের পরে ডিফ্লেশন দেখা যাওয়া সাধারণ নিয়ম হলেও তার গতি ও পরিণতি যে কোন অবস্থায় প্রমাণিত হতে পারে না তা আমরা বলছি না। দেশের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ ভারতে বাস্তবিকই রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে মুদ্রের পরে হঠাৎ সরকারী খরচপত্র হিসেব-ভাবে কমিয়ে না দিয়ে গবর্ণমেণ্ট যদি নয়া প্রয়োজনের পরিমাণে দেশের আর্থিক গঠনমূলক কাজে আরও অর্থ নিয়োগ করতে আরম্ভ করেন, তবে ক্রেডিট দিয়ে মুদ্রা করে লোকের ক্রয় সম্ভারের সুযোগ বাড়তে পারে। সাধা-রণের হাতে অর্থ আসবার পথও উন্মুক্ত হতে পারে। নয়া নিয়োগ দেখলে সরকারীভাবে যে অর্থ ও সাহায্য নিয়োগ করা হয়েছে দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় অঙ্ক, নিম্ন পরে ঘোলার ভাবে সে পরিমাণ অর্থ ও সাহায্য নিয়োজিত হলে তাদের মুদ্রোত্তর আর্থিক মন্দা নিবারণের পথ প্রশস্ত হতে পারে। কিন্তু স্বেচ্ছাচারীভাবে ইনফ্লেশন সৃষ্টি করে আজ যাঁরা দেশের লোকের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ ঘটিয়েছেন, জনসাধারণের কল্যাণে অবিচল, ডিফ্লেশন প্রতিরোধ সম্পর্কে তাঁরা সেভাবে সচেষ্ট হবেন বলে আশা করা বৃথা।

ফোন—ক্যাল ১৪৬৩ – ১৪৬৪　　টেলিগ্রাম—'Aryoplasts'

বেঙ্গল

শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট

লিমিটেড

(মেম্বার অফ এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল লিঃ)

বিশেষ কারণবিশেষে শেয়ারের প্রচলিত সমমূল্যের পাওনা যাইতে পারে।

কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

- ইহা ও শেয়ার ব্যবসায়ে এই কোম্পানীই ভারতের প্রথম যৌথ প্রতিষ্ঠান।
- শেয়ারের কাজের দালালি হইতে বাৎসরিক লভ্যাংশের টাকা আয় ব্যতীত কোম্পানীর—
  (ক) চৌরঙ্গী জোয়ারস্থিত নিজস্ব বাড়ীর ভাড়া বাবদে এবং
  (খ) ডিটাচিড প্রপার্টিজ লিমিটেড্ ব্যাঙ্কার্স ট্রাস্টিজ লিমিটেড্-এর ম্যানেজিং এজেন্সির বেতন ও কমিশন হইতে যথাক্রমে তিন হাজার ও চল্লিশ হাজার টাকা আয় হইতেছে।
  ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড্ হইতে আয় প্রতি বৎসরই বাড়িয়া চলিবে আশা করা যায়।
- সম্প্রতি যে দুইটী যৌথ কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সি লওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও নিয়মিত ভাল আয় আশা করা যায়।
- প্রারম্ভের প্রতি বৎসরের মধ্যেই অংশীদারগণ নিয়মিত অর্থের শতকরা ২২ ভাগ টাকা লভ্যাংশ পাইয়াছেন।

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী ভারতের সর্ব্বত্র।　　ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী ভারতের সর্ব্বত্র।

– কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী –

চৌরঙ্গী জোয়ার : : কলিকাতা।

মূলধন			
অনুমোদিত			২৫,০০,০০০৲
বিক্রয়ীকৃত	--	--	১৮,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত	...	...	১০ লাখের উর্দ্ধে

অন্যান্য আরও ভাল প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইলে নিয়মিত আমাদের "বাঙ্গলী শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট" পড়ুন।

কতিপয় প্রতিপত্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক

ব্যবস্থা না অব্যবস্থা

শ্রীবিমলকৃষ্ণ বসু

গত ১০ই এপ্রিল তারিখের "যুগান্তর" পত্রিকায় প্রকাশ যে, "সম্প্রতি এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের কতিপয় কর্মচারী চাকেশ্বরী কটন মিলে যাইয়া দাবি করিতে থাকেন যে, তাঁহারা চোরাবাজার হইতে অধিক মূল্যে কাপড় কিনিয়াছেন কি না? তাহাতে চাকেশ্বরী মিলের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে জানান যে, মিলের যাবতীয় উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ সামরিক প্রয়োজনে এবং ৩০ ভাগ যে-সামরিকের জন্য বন্টন করা হয়, সুতরাং সম্রাটের মুখপ্রলেপের সন্ধানের করিবার জন্য বাধা হইয়াই তাঁহারা যেন কিছু দিন যাবৎ চোরাবাজার হইতে কাপড় কিনিতে বাধ্য হইতেছেন। মিল কর্তৃপক্ষের এই সত্য কথা স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এনফোর্সমেন্ট বিভাগ হইতে চাকেশ্বরী কটন মিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।"

উদ্ভিদিত ঘটনার আমাদের দেশে যেরূপ ভিত্তির একটি কথা মনে পড়ে। "ছাত দিবার ছাতার নয়, ছাত চৌরাস্তের সৌদাই।" এক্ষেত্রে মিল কর্তৃপক্ষ যদি তাঁহাদের প্রয়োজনানুযায়ী কাপড় সরকারের নিকট হইতে কন্ট্রোল দরে পাইতেন, তবে কি তাঁহারা অধিক মূল্য দিয়া চোরাবাজারের আশ্রয় লইতে যাইতেন?

বাংলাদেশে এমন লোক কয়জন আছেন, যাঁহারা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে, প্রয়োজনের তাগিদে তাঁহারা কখনই কোনো সময়ে কম চোরাবাজারের আশ্রয় লয়েন নাই? একমাত্র এই বিভাগের কর্মচারীরা লোক ছাড়া বোধ হয় আর কেহ একথা বলিতে পারেন না। কিন্তু দুঃখ দুর্ভিক্ষ সে কথা বলার উপায় নাই। কারণ বলিতে গেলেই চাকেশ্বরী কটন মিলের ন্যায় অভিযুক্ত হইতে হইবে। চাকেশ্বরী কটন মিলের মত একটী বিরাট প্রতিষ্ঠান, যাঁহারা সামরিক ও যে-সামরিকের জন্য মাল প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা কাপড়ের জন্য যে সরকারের নিকট কোনো আবেদন না জানাইয়া ইচ্ছা করিয়াই চোরাবাজার হইতে বেশী মূল্য দিয়া কাপড় ক্রয় করিয়াছেন, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য। এত বড় একটী বিরাট প্রতিষ্ঠানের জন্য যদি কাপড় অভাবে বন্ধ করিয়া রাখা হইত, তাহাতে একদিকে যেমন উৎপাদন হ্রাস হইত, অন্য দিকে তেমনি কলের যন্ত্রপাতিও বেকার হইয়া পড়িত। সুতরাং মিল কর্তৃপক্ষ দুর্দিনের জন্য রাখিয়া দিয়া আইনের ফ্যাসাদে পড়িয়া গিয়াছেন। সরকার আইন করেন ঠিক, কিন্তু সেই আইন যদি যথাযথভাবে পালিত হইত, তবে জনসাধারণের এত দুঃখ কষ্ট থাকিত না।

বর্তমান চোরাবাজারের জন্য অবশ্যই ব্যবসায়ীরাই একমাত্র দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হবেন। অবশ্য ব্যবসায়ীরা যে দোষী এর এমন কথা বলি না। কিন্তু যাঁহারা সরকারের বিভিন্ন ব্যবস্থার বাহক ও অনুচরী কর্মচারী, তাঁহারাও এই চোরাবাজার গড়া এসেন। যদি তাঁহাদের প্রচারে আজ চোরাবাজার এত দূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে যিনি যে কোনো মালের ব্যবসা করুন না কেন, তাহার "পারমিট" পাইতে হইলে সকলকেই অল্প বেশী কিছু কিছু সেলামী প্রদান করিতে হয়। অবশ্য বাংলা গভর্নমেন্ট এই সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতির ব্যাপার লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়াছে এবং কতকগুলি মামলা-মকদ্দমার শাস্তির হইয়াছে। সুতরাং যদি কন্ট্রোল দরে মাল বন্টন করিতে গিয়া ব্যবসায়ীদের তাহার পিছনে অর্থব্যয় করিতে হয়, তবে তাহারা তাহার পরদা নিজে করিয়া উহা যে চোরাবাজারে বিক্রয় করিবে, তাহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। ইহার উপর অনেক ক্ষেত্রে অনুচরী কর্মচারীদের যোগসাজসে ব্যবস্থার কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং চোরাবাজারের এই দুর্নীতি আজ সরকারী বেসরকারী সকল স্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দোষটা শুধু ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে কেন?

গভর্নমেন্টের তরফ হইতে অবশ্য বলা হয় যে, দেশের অসাধারণ যদি এই চোরাবাজার দমনে সাহায্য না করে, তবে কি প্রকারে ইহার প্রতিকার হইতে পারে? অবশ্য সে

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস-১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ক্যাল—৫৯৮৯

শাখা :—বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা

বোর্ড অব ডাইরেক্টর

শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী, এম্-এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট।
মেসর্স, অমিতাভ কর্পোরেশন। চেয়ারম্যান
জনাবেরল এস্, কে, রায়চৌধুরী, বার-এ্যাট-ল, বেঙ্গল, কাউন্সিল অব্ষ্টেট।
শ্রীযুত শচীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, এ্যাডভোকেট।
শ্রীযুত দুর্গাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট।
শ্রীযুত অমরনাথ রায়চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট।
শ্রীযুত ফালাইলাল বসু, বারেলি ব্রিবেটর, বসু ব্রাদার্স কোলিয়ারী।
শ্রীযুত বিমলকৃষ্ণ বিশ্বাস, বি-এ, ব্রিবেটর, শ্রীদুর্গা কটন মিলস্ লিঃ।
ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি, বারেলি ব্রিবেটর।

সুবিধাজনক সর্তে গভর্ণমেণ্ট বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।

১৯৪৩-৪৪ সালে শতকরা ৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ (ইনকাম ট্যাক্স বর্জিত) দেওয়া হইয়াছে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার—মিঃ এস্, সি, ব্যানার্জী, এম-এ, (ক্যাল)।

কথা নয়। কিন্তু তাহাতেও যাহাতে তাহাদের মজুরীর হার উন্নত করিবার প্রয়োজন, সে জন্য তাহাদের কিছু করিবে,—না চোরা-বাজার বন্ধের দাবী পুলিশের কাছে দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া তাহাদের জীবন নষ্ট করিবে? একেত্রে বর্তমান কালে আমাদের সাধারণ লোকের সময় দিনটা চলিয়া যায়, কেরোসিনের লোকানে না গেলে চাউল, চাউল, সকল পাওয়া যাবে না; তখন, কেরোসিনের লোকানে লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিলে উহা সংগ্রহ হয় না। তাহাদের বাজারে নানা-অসুবিধা তো আছেই। উহার উপর চোরাবাজার বন্ধের লোকের সময় কোথায়! আর যে লোক উহার লাভালাভ করিতে যাইবে, সে তো ব্যবসায়ীদের কাছে 'দুষমন' হইয়াই থাকিবে। সে হয়তো আর বাজারে কোনো জিনিষই পাইবে না। তার সংসারযাত্রা অচল হইয়া পড়িবে। উহা লইয়া যদি কোনো মামলা হয়, তবে সাক্ষ্য দিবার জন্য বিভুকাল আদালতে তাহাদের ঘুরিতে হইবে। এমন গভর্নমেণ্টের নিকট তাহার কোনো লাভালাভ মিলিবে না। আবার অনেক সময় টাকার জোরে অনেক চোরা-বাজারের মামলা ধামিয়া যায়। সুতরাং এমন যদি কাহাকেও দায়ী করিতে হয়, তাহা সরকারী অব্যবস্থা। গত ১২ই এপ্রিল তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশ, বৃটেনের খ্যাতনামা তরুণ চিত্রশিল্পী চার্চিল মারফন যখন এদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় (২রা অক্টোবর, ১৯৪৩) তাঁহার স্ত্রীকে ইংলণ্ডে যে সমস্ত চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার এক স্থানে বাংলার চোরাবাজার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে,—"কোনো কোনো দক্ষ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগ দিয়া যেন দু'পয়সা কুড়াইয়া লইতে লাগিলেন। আজিকার বাংলায় ভারত শাসনের দুষ্টান্ত নহে, কংগ্রেসী-দের দমন করার, তাহার অনিবার্য ফলস্বরূপ কতকগুলি দুর্বৃত্ত যে যথেচ্ছ শক্তি ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।" একজন খ্যাতনামা ইংরেজ মনীষী যখন এই কথা লিখিয়াছেন, তখন উহার উপর চোরাবাজার সম্বন্ধে আর কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

আসল কথা যাঁহারা দেশের প্রকৃত নিঃস্বার্থ কর্মী, তাঁহাদের সকলকে কারাগারে রাখিয়া, যাঁহাদের হাতে এই সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, তাঁহাদের দুর্নীতির জন্য আজ চোরাবাজার এত জমকালো হইয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের লোক আজ জন্মভূমির হাতে খাদ্য যোগাইয়া ফেলিল, আর এদেশের লোক উহাতে অন্নপ্রাপ্ত হইতেছে। একই ব্রিটিশ শাসিত একটি দেশ এই যুদ্ধের বাজারে সুব্যবস্থার ফলে তাহাদের খাদ্য ও মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, আর এই দেশে অব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের খাদ্য ও মনোবল একবার ভাঙিয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হইয়াছে, এখন নিজ নিজ প্রদেশের ব্যবস্থা নিজেরা করিয়া লইতে না পারিলে, তজ্জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে দায়ী করা চলে না। ভারতে যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা নামকাল কল ছাড়া আর কিছু নহে। "সর্বত্র ডোমিনিয়ন-ষ্টেটাস আমার" আর এই স্বায়ত্ত শাসনের ফলে মন্ত্রী ও কর্মচারীরা দেশের দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের পর তাহার বৃদ্ধির ফলে দেশের জনসাধারণের অভিযোগ উপস্থিত, তথাপি শাসন যন্ত্র সচল হইতেছে না। কাইরাল কর, বিক্রয় কর, আবোয় কর, কৃষি কর প্রভৃতি তো আছেই, তদুপরি কর না দিয়া পান, তামাক পর্যন্ত খাওয়ার নিষেধ। এদেশের লোক এই যে করগুলি কর দিয়া আসিতেছে, কিন্তু উহাতে দেশের জনহিতার্থে কোন্ কাজ হইয়াছে, কেহ বলিতে পারেন কি? কোনো দেশের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমতঃ শিল্প, কৃষি ও স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে প্রথমতঃ লক্ষ্য করা হয়, কিন্তু এদেশে সেদিকে কোনো লক্ষ্য নাই, কেবল কর্মচারীর উপর কর্মচারী বৃদ্ধি পাইয়া প্রত্যেক বৎসরই বাজেট বাড়তি হইতেছে। যে দেশে অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা হয় না, সে দেশের লোক আর কি আশা করিতে পারে? বর্তমান মন্ত্রীদের নিজেদের দল লালনেই, আর অজস্র প্রতিপালন করা আর কোনো অবোধৃতির পরিচয় নাই। নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখা, আর আত্মীয়-স্বজনের পেট ভর্তি করা ইহাই তাঁহাদের অস্তিত্বের নীতি।

যাঁহারা খাঁটি নিঃস্বার্থপর, দেশহিতৈষী কর্মী, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের পক্ষপাত করেন না। এই জন্যই তাঁহাদের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতেও রাজী নহেন। ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্ট চাহেন, বাংলার নিজেদের খালাই নাই, তোমরাও মিত্র এবং সর্বদাই তাঁহাদের নীতি মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত,—এমন সব লোককে তাকিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভাকে সমর্থনের জন্য ব্যবস্থা পরি-ষদে একদল অমানীত ইউরোপীয় সদস্য ব্যবস্থা করা আছে। ইঁহাদিগকে বাধাবরাদ্দ বলিয়া অভিহিত করা যায়। দেশের ভাল মন্দের উপর ইঁহাদের কোনো লক্ষ্য নাই, ইঁহারা প্রায়ই মন্ত্রিসভাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য গভর্নমেণ্টের পক্ষে ভোট দিয়া থাকেন। ইঁহাদের এতদ্ব্যতীত নীতি হইতেছে ব্রিটিশ স্বার্থ বজায় রাখা। যেখানে দেশের ব্রিটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতেছে, অমনি তাঁহারা বিরোধী দলে ভোট দিয়া মন্ত্রীসভার অবসান ঘটাইতে বাধ্যবাদ্য হইয়া পড়েন। এদেশে যখন কৃষি কর আইন পাশ হয়, তখন ইউ-রোপীয় দল আপত্তি করিলেন যে, এখানে তাঁহাদের যে সমস্ত চা বাগান আছে, তাঁহারা ঐ কর হইতে রেহাই পাইবেন, কারণ তাঁহা-দের লেভ অধিক হইবে। সুতরাং মন্ত্রিত্ব বজায় রাখার জন্য গভর্নমেণ্ট পক্ষ তাঁহাদের ঐ আবদার মানিয়া লইলেন। ইহাই হইল স্বায়ত্ত-শাসনের স্বরূপ!

আজ বাংলার জনসাধারণ চরম অবস্থায়, ঠিক এই সময়ে সিমলের সচিব বাণিজ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য তথায় কয়েক সপ্তাহ কাটানোর খাঁটি প্রয়োজন হয় কি? এদেশের এই অবস্থায় সিমলের সচিব হঠাৎ বাণিজ্য সম্পর্কে না রাখিলে চলিত না কি? কাজ-সূত্রাপে আছে বটে, কোনো গুরুত্ব নিজেরা না থাকিয়া অতিথির সেবা করিয়াছেন, কিন্তু এদেশের গভর্নমেণ্ট কতদিন হইতে এই প্রকার অতিথিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন? বাংলার যখন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেল, তখন তো গভর্নমেণ্ট অন্ন দেশ হইতে চাউল আনাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন নাই? শাসক সম্প্রদায়ের এই নীতি ব্যবস্থা, না অব্যবস্থা?

সোনাপুর ব্যাঙ্ক লিঃ
৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট [রাজাকাটরা]
কলিকাতা।

নাইট্রোজেন শিল্পের গোড়ার কথা

ললিত বাকচী

গত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রটেন সোসাইটীর সভাপতি স্যার উইলিয়ম ক্রুক্স্ (Sir William Crookes) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন :—

"England and all civilized nations stand in deadly peril of not having enough to eat. It is the Chemist who must come to the rescue of the threatened community. It is through the laboratory that the starvation may ultimately be turned into plenty."

ইহা অতি সত্য কথা। সভ্যতার আদি কেন্দ্রভূমির আবাদী জমির অফুরন্তবত্তা ইতিহাস প্রমাণ। ভারতবর্ষেও ইহাই ঘটিয়াছে।

বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলির একর প্রতি উৎপাদন হারের সহিত তুলনামূলক হিসাব করিলে দেখিতে পাইব আমাদের উৎপাদন হার কোন্ স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য নিম্নে একটি তালিকা প্রদত্ত হইল :—

প্রতি একরে উৎপাদন (পাউণ্ড হিসাবে)

দেশ	চাউল	গম
জাপান	২৭৬৭	১৪০৮
ইটালী	৫৩০১	১৪৩১
ইংলণ্ড	—	৩৩৪৫
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২১১৫	১৭৩
ভারতবর্ষ	১৩৪৭	৬৪২

লক্ষ্য করিবার বাস্তবতার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে সরকারী মহল হইতে আরম্ভ করিয়া দেশীয় বিজ্ঞানবিদগণ পর্যন্ত সকলের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। বৃষ্টিকে খুব চমৎকার বলিয়া সাধারণ লোকের মন অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বৃষ্টিপাত কারণ সম্পর্কে সরকারী মহল একেবারেই নীরব। তথায় বলে—ঘোষার শব্দ নাই।

আমাদের উৎপাদনের হারের নিম্নস্তরের কারণ প্রদর্শন করিয়া সরকারী মহল আপন মনমত বহু রকমের বৃক্তিজাল বিস্তার করেন বা কেন, আসল কারণ হলো আমাদের দেশের অভাব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধায় উৎপাদিত সারের অভাবে যে আমাদের উৎপাদন হার দিনের পর দিন নিম্নস্তরে নামিয়া আসিতেছে সরকারী মহলের ঘোষণা হোয়াইটের মুখ হইতে সে কথা উচ্চারিত হয় না। আমাদের বিজ্ঞানবিদ বহু পূর্ব হইতেই এই কথা বলিয়া আসিতেছেন কিন্তু সরকারীমহল তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ডাঃ এ, সি, উইলিস মহাশয়ের ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা খাদ্য ও পুষ্টিকর প্রদর্শনীর (Food and Nutrition Exhibition, in Calcutta) বক্তৃতা এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বক্তৃতা। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি এই বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কে শোনে!

গত কয়েকবছর বাংলা দেশের দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় সরকারী মহল বিলম্বিত হইয়া তাঁহাদের খাদ্য পরামর্শ সমিতির (Food Advisory Committee) একাধিক সভায় বৈজ্ঞানিক সারের প্রয়োজনীয়তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এমন কি, হটস্প্রিং (Hotspring)-এ অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি স্যার জিরোম পাটেলাই এই কথাই উপলক্ষ করিয়া ভারতবর্ষের খাদ্য পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। সম্মেলনে উহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্র ভারতবর্ষে অবিলম্বে বৈজ্ঞানিক সার প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রেরণ করিবে। ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত "খাদ্যশস্য সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ কমিটি"ও (Food Grains Policy Committee) তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ হইতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

স্যার উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ সমস্যার সমাধানে বলিয়াছিলেন :—"The fixation of atmospheric N, is one of the greatest discoveries awaiting the ingenuity of the chemists. It is certainly deeply important in its practical bearings in the future welfare and happiness of the civilized races of mankind." আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় বিজ্ঞানিগণ বলিতেছেন আমাদের মাটির পটাস (potash) অথবা ফসফেট (phosphate)এর অভাব নাই। কিন্তু যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে নাইট্রোজেন ঘটিত একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। তাই দীনতম বন্ধু জনসাধারণের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অহরহ বলিতেছেন আমাদের মাটির নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ অতীব জরুরিভিত্তিতে করা দরকার। উহার জন্য বিজ্ঞানিগণ বলিতেছেন, সর্বাগ্রে কৃত্রিম সার (synthetic fertilizer) উৎপাদনের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। কৃত্রিম সারের প্রয়োজন আমাদের এত বহু কৃষিপ্রধান দেশে নাই বলিলেই হয়। ইউরোপের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। আমাদের পাশের দেশগুলির সহিত তুলনা করিলেই আমাদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা সহজসাধ্য হইবে। এই কারণে নিম্নে একটি তালিকা দিলাম :—

প্রাচ্যের দেশসমূহে কৃত্রিম সারের ব্যবহার

(২০০০ পাউণ্ড হিসাবে)

	কৃত্রিম সার	১৯৩৯	১৯৩৪	১৯৩৮	১৯৩৯	১৯৪০
১।	ক্যালসিয়াম্ সায়ানামাইড					
	ভারতবর্ষ					৮৭১
	জাপান					—
২।	পটাস (ক) (মোটামুটি ব্যবহার)					
	ভারতবর্ষ			৫'৭	৩৮	৩'৪
	জাপান			৮৪'২	৮১'৪	—
৩।	নাইট্রেট্ সোডা					
	ভারতবর্ষ		৩'৮			৫'৭
	জাপান		২৩'৪			—
	অ্যামোনিয়া সালফেট অফ এমোনিয়া					
	(ক) মোটামুটি ব্যবহার					
	ভারতবর্ষ				৭৫'১	৮৭২
	চীন				১২৩'৪	১০৩'৪
	জাপান				১০৪৪'৪	—
	কোরিয়া				৩৩৩'৬	—
	ফরমোসা				১৪৭'৬	—
	(খ) ফলনে উৎপন্ন					
	ভারতবর্ষ		১৩'২		১৮'০	১৪'৮
	জাপান		৪১৪'৩		৮৮০'৪	—
	মাঞ্চুরিয়া		৩০'৩		২৫০'৩	—
	কোরিয়া		৩১০'৪		৩৪৮'৮	—
৪।	ক্যালসিয়াম্ সায়ানামাইড					
	(ক) মোটামুটি ব্যবহার					
	ভারতবর্ষ	—	—	—	—	—
	জাপান	১৪০'৮	১৪০'৮	১৫৪'৬	১৩০'৪	—

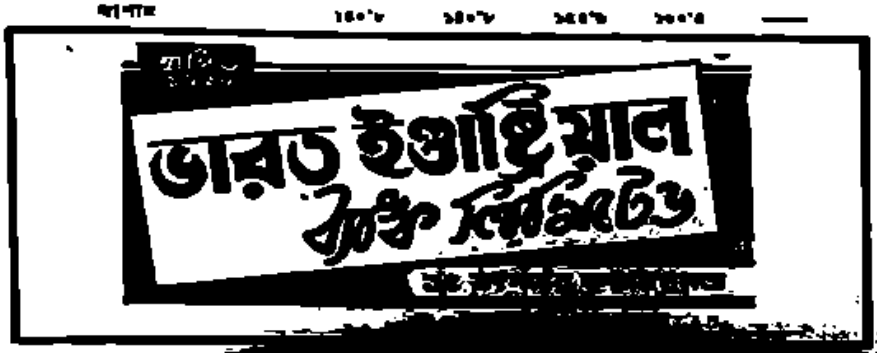

উল্লিখিত তালিকা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কৃত্রিম সার ব্যবহারে আমরা যেরূপ প্রতিবেশীদের তুলনায় আমরা কতখানি অনগ্রসর।

এইবার আমরা আলোচনা করিব অধি প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন ঘটিত সার আমাদের দেশে উৎপাদন করা সম্ভব কি না। আমাদের বিজ্ঞানীদের মতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু সরকারের আর্থিক সাহায্যের অভাবে তাহা আজ পর্যন্ত সম্ভব হইয়াছে না।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের সরকারী হিসেবে জানা গিয়াছে যে, কৃষিজ জমিতে মোট ৫১ কোটি ৫০ লক্ষ একর পরিমিত আবাদী জমির জন্য প্রয়োজন ২৮ লক্ষ টন নাইট্রোজেন। একর প্রতি ২০ পাউণ্ড হিসাবে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করিলে বৎসরে দরকার হইবে ২২ লক্ষ টন। একর প্রতি ৯০ পাউণ্ড প্রয়োগ করিলে আপাততঃ আমাদের কিছু লাভ হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগকে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, একর প্রতি ৯০ পাউণ্ড হিসাবে প্রয়োগ বিদেশসম্মত।

মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বর্তমানে বৎসরে হিসাবে ৪০ লক্ষ টন কাঁচা করলা ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনায়াসেই ৫০,০০০ টন এমোনিয়া সালফেট উৎপন্ন হইতে পারিত কিন্তু অবস্থার ফলে উৎপন্ন হইতেছে মাত্র ২৬০০০ টন আর বাৎসরিক ২৪০০০ টন অপচয় হইতেছে। আলানী করলা (coke) প্রস্তুত করিবার জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ টন করলা পোড়াইতে হয়। বিদেশ পদ্ধতিতে এই পরিমাণ আলানী করলা তৈয়ার করিলে ১০,০০০ টন এমোনিয়াম সালফেট ব্যতীত ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন গ্যালন প্রয়োজনীয় তৈল এবং ৪৫ লক্ষ টন গ্যালন পেট্রোল ও বাকুড়ি দ্রব্য হিসাবে মিলিবে। অবশ্য আমাদের মোট প্রয়োজনের তুলনায় এই পরিমাণ এমোনিয়ম সালফেট অতিসামান্য। কেলওয়ে কোম্পানী এখনই যে উন্নতশ্রেণীর ৭০ লক্ষ টন করলা ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা হইতে ৮৭,৫০০ টন এমোনিয়া সালফেট প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা ছাড়া ভারতীয় শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রগুলির (power stations) মতিলেরা যন্ত্র পদ্ধতি দ্বারা গ্যাসীকরণের (mond gasification) ব্যবস্থা করিলে প্রতি টন গ্যাসীকৃত (gasified) করলা হইতে ৮০ পাউণ্ড এমোনিয়াম সালফেট লওয়া যাইতে পারে। এই উপায়ে উৎপন্ন এমোনিয়াম সালফেট পুরুষকারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অতি সাধারণ রকমের এবং আমাদের দেশেই তাহা তৈয়ার করিতে পারা যায়।

এই ভাবে সকল দিক দিয়া সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভারতে আরও ১,০৩,০০০ টন সালফেট অব এমোনিয়া উৎপন্ন হইতে পারে। মোট উৎপাদন ১,০২,০০০ টন এবং সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণ ১,০৩,০০০ টন একত্রিত করিয়াও আমাদের অভাব মিটিতেছে না বরং ২,০০,০০০ টন এমোনিয়াম সালফেটের ঘাটতি পড়িতেছে আমরা লক্ষ্য করিতেছি। ভাইল ও গবেষণা উৎপাদন অবশ্যিকিরূপে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে যদি আমরা ১৫ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ টন এমোনিয়ার সালফেট পাই। আপাততঃ আমরা নাইট্রোজেন সংযোগ সিদ্ধের কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু তাহার সরকার কি উল্লিখিত পরিমাণের এমোনিয়ার সালফেট তৈয়ারী অথবা আমদানীর ব্যবস্থা করিবেন? ফলে আমাদের অভাব হইবে বলিয়া বিলাতী মত আমদানী করিলে তোল দিনই অভাব অভাব হইবে না।

বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে কী প্রকার নাইট্রোজেন সংযোগ করা সম্ভব তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অবশ্য আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, বিজ্ঞান সম্মত ইউরোপীয় দেশে নাইট্রোজেন প্রয়োগে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় আমাদের দেশে তাহা সম্ভব নয়। কারণ সেরূপ বহুমূল্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। এই সম্পর্কে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডাক্তার এইচ-কে-সেন মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :—"It has been often pointed out that the fixation of nitrogen from the atmosphere by any of the processes pursued in foreign countries would require the importation of complicated machinery even to make a beginning. This is true, especially for the catalytic process for the manufacture of ammonia which is undoubtedly the most economical." অর্থাৎ অনুঘটক পদ্ধতি অনুসরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভারতীয় পরিবেশে এক টন অনহাইড্রাস এমোনিয়া (Anhydrous Ammonia) উৎপাদন করিতে যে খরচ হইবে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দিলাম। অবশ্য তালিকা একটি ইউরোপীয় কারখানার প্রদত্ত তালিকা।

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
মূল্য হাল, জল (ক্ষমতা) বাবদ	৩	১	১০
" " (ইত্যাদি) বাবদ	—	৩	৩
ঠাণ্ডা করণ বাবদ	—	৫	৭
মজুরী হার ও পেন্স হিসাবে	—		
জলা ২৫০ কিউবিক মিটার	—		
৩৫০০ ১৪ কিলোগ্রাম, প্রতি কিলোগ্রাম ১১ পেন্স হিসাবে	—		
কয়লা এবং ৩৮৩ কিলোগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম ১ পেন্স হিসাবে			
বৈদ্যুতিক শক্তি ১০০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা ১ পাই হিসাবে	—	১১	২
রক্ষণাবেক্ষণ ও বিবিধ খরচ বাবদ	১	৫	৬
মোট—	৫	৮	৫

অর্থাৎ ৮৯৯ টাকা।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, এক টন অনহাইড্রাস এমোনিয়া তৈয়ারী করিতে খরচ পড়িতেছে, ৮৯৯ টাকা কিন্তু অনুঘটকযোগ (Neutral fixation) পদ্ধতির সাহায্যে মাত্র ৪০৲ হইতে ৪৫৲ টাকার মধ্যে এক টন এমোনিয়ার সালফেট পাওয়া যাইতে পারে।

অনুঘটক পদ্ধতি (Catalytic process) ব্যতীত অন্য একটি সহজতর পন্থা আছে। এই পন্থার নাম হইল ক্যালসিয়াম সায়ানাইড প্রক্রিয়া (Calcium cyanamide)। ভারতবর্ষের পরিবেশে এই প্রক্রিয়াই বাস্তব সাপেক্ষ বলিয়াই মনে হয়। মাত্র শক্তি উৎপাদক এবং বায়ুতরলীকরণ যন্ত্রপাতি ব্যতীত ক্যালসিয়াম কারবাইড ও ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড প্রস্তুতের যাবতীয় আবশ্যিক যন্ত্রপাতি ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইতে পারে। সময় লাগে, কিন্তু রাষ্ট্রের সাহায্য না পাইলে ও আধুনিকতা না থাকিলে ইহা মাত্র সম্ভাব্য বাস্তবেই থাকিয়া যাইবে। সরকারী সাহায্য পাইলে মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই সায়ানামাইড, নিত্য গঠন করা যাইতে পারে তাহা অন্য এক প্রবন্ধে বলা যায়। কারবাইড এবং সায়ানামাইড, রাসায়নিক নিত্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সুতরাং এই দিক দিয়াও নাইট্রোজেন সংযোগ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করা বহু পূর্বেই উচিত ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই।

৩৯৯ ৩'৮০০ কিলোগ্রামে ১ টন হয়।

— ভারতের শ্রেষ্ঠ বীমা প্রতিষ্ঠানদ্বয় —

● বম্বে লাইফ এসিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

● বম্বে ফায়ার এণ্ড জেনারেল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

এজেন্ট ও বীমাকারিগণের অভাবনীয় সুবিধা।

১০, ক্লাইভ রো,
কলিকাতা।

সেন এণ্ড কোং
চীফ এজেন্টস্।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

পরিবর্তনের পথে

আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনের ধারা এবং রীতিপদ্ধতি ক্রমশঃ পরিবর্তনের পথে চলেছে—এর ভাল জন্যতের মধ্যে আজ আমাদিক থেকে পরিবর্তন এসেছে এবং আসছে। মানুষের অর্থাৎ পণ্যক্রেতা ক্রেতাদের মনও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে—জনমতাপী এই পরিবর্তনের প্রভাবে। আমাদের দেশের যে সকল ব্যবসায়ীর এক একদা বিজ্ঞাপন-বিমুখ ছিল অথবা যাঁরা শুধু উপহারে খোকায় মত "একবারা সর্বসাধারণকে জানা করা যাইতেছে" ইত্যাদি বলেই বিজ্ঞাপনের কাজ সেরে নিতেন, তাঁরাই আজ অধিকন্তু তাদের সুবিখ্যাতির লেখাকে মোদা নিরীহদের হৃদয়ের ঘরিতে সক্রিয় করে যে বিজ্ঞাপন নিয়েছেন তাতে মুক্ত মায় বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে মহত্তরের সম্ভাবনা এসেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ছেড়ে প্রাসঙ্গিক ধারা বা পাক্তি বিশেষ উদ্ধৃত করে আজ যে বিজ্ঞাপনকে চিত্তগ্রাহী ও সুখপাঠ্য করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে এখেকেই বুঝা যায় সুরাজনের চিরাচরিত পথ ছেড়ে বিজ্ঞাপন আজ উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হয়ে আসছে। আমাদের পক্ষে এটা খুব আশার কথা।

"টেকনিক" (technique) অর্থাৎ প্রচার-রীতির দিক থেকে বিজ্ঞাপন সম্প্রতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুসংবদ্ধ এক একথা আমি প্রসঙ্গান্তরে বলেছি যে, "The technique is fast developing to bring our advertising to a pitch of perfection" অর্থাৎ উৎকর্ষের উচ্চ শ্রেণীতে পৌঁছবার জন্য বর্তমানের প্রচার-রীতি অতি দ্রুত পরিবর্তনের পথে চলেছে। "বিজ্ঞাপনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে পরিচিত কোনো লোকের ছবি বা ট্রেড মার্ক ছাপালেই যথেষ্ট,"—একদা একটা ধারণার কারণ ছিল এবং সেও খুব বেশী অতীতের কথা নয়। এখনও আমাদের দেশী কোম্পানীর মধ্যে কেউ কেউ এই প্রকার ধারণা পোষণ করেন যে কোম্পানী আজ হলে তার ঢাক বাজিয়ে লোক জানাজানি করার দরকার নাই—নামের সাইন বোর্ড টা অথবা তাদের ট্রেড মার্কাটা জনসাধারণের চোখের সামনে ধরে রেখে দিলেই যথেষ্ট। এ প্রকার ধারণার কোনোও মূল্য আছে বলে আমরা মনে করি না। কারণ, আজকালকার বিজ্ঞাপনের মধ্যে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার চেষ্টাই প্রধানতম। যে বিজ্ঞাপন মনের উপর সন্মোহনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেই বিজ্ঞাপনই সফল হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। সুবিখ্যাতির কথায়, সুন্দরী উক্তিতে, সুরঞ্জিত ছবিতে সচিত্র অথবা বিজ্ঞাপনের ধারা সুন্দরের সুশোভন পরিবেশের দ্বারা একটী সুন্দর ভাবপ্রবাহী বিজ্ঞাপন তৈরী হতে পারে, কিন্তু তার প্রধান-ভাবে থাকবেন মানুষের মনের প্রতি। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন—"a hundred salesmen may fail to do in a month what persuasive printed matter will successfully accomplish in a moment." অর্থাৎ একশ জন বিক্রেতা এক মাস ধরে যা না করতে পারবেন—তাদের অক্ষরে মুদ্রিত প্রত্যেক বিজ্ঞাপন করবে সেটা এক মুহূর্তে। সে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনটী সকালের দৈনিকে প্রকাশিত হল—এক লক্ষ বহু পত্রিকা-পাঠকের নজরে পড়ল—শুধু নজরে পড়ল তাই নয়—তাঁদের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল বিজ্ঞাপিত পণ্যদ্রব্যের দিকে। ফলন প্রচার কাজ হলে ত কথাই নাই। যেমন ধরা যাক "সাটার্ডে ইভনিং পোষ্ট" (Saturday Evening Post)-এর কথা। ১৯০৭ সালে তার প্রচার ছিল ৩০ লক্ষ—এখন এই ৩০ লাখ বন্ধের তার প্রচার সংখ্যা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তা আমরা সঠিক জানি না; তবে অনুমানে বুঝতে পারি আমাদের ধারণাদের অন্তে তাকে ঠিক বাঁধিয়ে রাখা যায় না। এই কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হতে পারে ৪ রঙে—বিজ্ঞাপনের হারও তেমনি বেশী। যেমন কালো কালিতে ১৭"×১৮" আকারের পূরাকরে ১৩টী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন ছাপাতে খরচ পড়ে ৮০০০ ডলার, ৪ রঙে ছাপাতে ১২,৫০০ ডলার। বিজ্ঞাপন ছাপাতে এত খরচ পড়লে আমাদের পক্ষে বিস্ময় বোধ করা স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যবসাতে যারা লক্ষ লক্ষ ডলার লাভ করছে—তারা তাদের আয় বাড়াবার অন্যতম প্রধান উপায় বলে একে

ধরে বিজ্ঞাপনকে। সর্বাধুনিক পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন আজকে আমাদের পড়ে থাকে—এ আমরা জানি। "পিয়ার্স" সোপ কোম্পানী এর পরীক্ষা একবার করেছিলেন। তাঁরা বিজ্ঞাপন না দেখে ক্রেতারা হঠাৎ কিনে যে পিয়ার্স কোম্পানী টিকে থেকে এক তার মাকে মাঝে সাবান কিনছেই আসে, অতএব কোম্পানী তাদের হাতে দিয়ে দিলেও তারা তা প্রত্যাখ্যান করতে লাগল বিনা দ্বিধায়। কোম্পানী নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার প্রচুর বিজ্ঞাপন দিয়ে সে ভুল শুধরে নিলে—বাজারে "পিয়ার্স" সাবানের চাহিদা চলতে লাগল আবার পূর্বের মত। তাতেই বিজ্ঞাপনের সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহের প্রকাশের কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। অনুমান করা যেতে পারে বর্তমান পণ্যদ্রব্যের বাজারে তেমন 'সেকেলে' ধারণা কেও পোষণ করেন না।

"ওয়ার্ল্ড রিভিউ" (World Review) থেকে আমরা জানতে পারি ১৯৩৫ সালে বিলাতে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল তার জন্য আয় হয়েছিল ৩ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড। তেমনি ১০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয়েছিল রেডিওর মারফৎ বিজ্ঞাপনে। এর জন্যে Radio Luxemburg, Radio Normandie এবং

একমাত্র নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

—: শাখা :—

বালীগঞ্জ, উলটাডাঙ্গা, মঙ্গলদঃ

দি ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেড অফিস ঃ ২৮, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—ক্লিভ রো, কলিকাতা।

ভারতের শ্রেষ্ঠতম জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে "ইণ্ডিয়ান ইকনমিকে"র স্থান সৌভাগ্যময়।

বিগত "ভ্যালুয়েশনে" মূলের হার মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে এবং সেই ভ্যালুয়েশনের উপর বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে :

আজীবন বীমায়—হাজার করা বার্ষিক ১২৲ টাকা

মেয়াদী বীমায়—হাজার করা বার্ষিক ১০৲ টাকা

"ইণ্ডিয়ান ইকনমিকে"র ডিরেক্টর মেসর্স মাখনলাল বিড়লা এণ্ড কোং, এস্ এন্ ব্যানার্জী, মেসার্স বার্ন এণ্ড কোং, মেসার্স বিজয়কৃষ্ণ রায় এণ্ড কোং, মিঃ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও মিঃ সচ্চিদানন্দ ঘোষ বার, বি-এ, ব্যারিষ্টার।

নিম্নলিখিত স্থানে কোম্পানীর অফিস আছে।

বোম্বাই—ফেয়ারলী, ব্যাবর্ন, ডিরোজ বা ছোট বোম্বে, বোম্বাই।

মাদ্রাজ—পাটিয়ালা হল, কর্ণর টাউন, মাদ্রাজ।

দিল্লী—কনট, সিভিল্স, ডৈরবাজার, দিল্লী।

পাটনা, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, ঢাকা, রাজসাহী, মজঃফরপুর, চট্টগ্রাম ও সিলং।

ফোন : ক্যাল : ১৭৯৯ তার : ইউকন

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিঃ অফিস—২১৩এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শিল্প ও বাণিজ্যে জাতীয় ব্যাঙ্ক জাতীর শ্রেষ্ঠ সম্বল

সুদের হার
শতকরা বার্ষিক
সেভিংস : ৩৲ কারেণ্ট : ১৲
স্থায়ী আমানত ৩৷- হইতে ৬৲ টাকা
৩ মাসের কমেও স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়

শাখাসমূহ
ঢাকুরিয়া, অফিস অফিসপাড়া, ক্যানিং, কোন্নগর, সেওড়াফুলি, রামপুরহাট

শাখাসমূহ
পাকুর, ধারেহারবার, ডলহৌসী, বালিয়াড়ি, আরামবাগ ও মাদিনীপুর

১০৲ হইতে ১০০০৲ টাকার
ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের জন্য লিখুন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—কি. এন. চ্যাটার্জ্জী

মডার্ণ আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস লিমিটেড

হেড্ অফিস : ১০৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কারখানা ও রেজি: অফিস : ১৯, ষ্টেশন রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা

অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক
শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদিক গবেষণাগার

শীঘ্রই ভাল লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাইবে আশা করা যাইতেছে।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—
এস. এন. চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ

বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

হিন্দুস্থান ফার্মার্স লিঃ

রেজিঃ অফিস : ১০৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একটী লভ্যাংশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে

বর্ত্তমানে সোণারপুরে (বি এণ্ড এ রেলওয়ে)
ডেয়ারী এবং ফিসারীর কার্য্য পূর্ণোদ্যমে করা হইতেছে

এখনও সমমূল্যে কিছু সংখ্যক হস্তান্তরিত শেয়ার পাওয়া যাইতে পারে

ম্যানেজিং এজেন্টস্
প্লান্টার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

এজেণ্টস্ আবশ্যক. উত্তম পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে।

ইহা কিন্তি মাত্র প্রস্পেকটাস নহে

বেঙ্গল কটন কাল্টিভেশন এণ্ড মিল্‌স্ লিঃ

রেজিঃ অফিস : ১০৭, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাগান
বেঙ্গল কটন ষ্টেট ত্রিপুরা

লভ্যাংশ
দেওয়া হইয়াছে
মার্চ ১৯৩২ শতকরা ১৫৲
- ১৯৩৩ শতকরা ১০৲
- ১৯৩৪ ... শতকরা ১৫৲
১৯৩৫এ (শতকরা ১০৲ টাকার কম হইবে না আশা করা যাইতেছে)

মিল সাইট
সোণারপুর
বি এণ্ড এ রেলওয়ে

কাপড় বিক্রয়ের একেন্সীর বিস্তৃত সর্ত্তাবলীর জন্য পত্র লিখুন
শতকরা ৭৷৹ টাকা সুদে ৩ বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়
ম্যানেজিং এজেন্টস্ : প্লান্টার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

অন্যান্য অবস্থাতেই। রেডিও ষ্টেশনগুলির প্রোগ্রামেই শ্রোতা যায় বেশী। এ ছাড়া রেডিও ও "স্যাম"এর মধ্যে প্রতিযোগিতা দিয়ে বিজ্ঞাপনের খরচ হয়েছিল ১ কোটী টাকা। এমন উপায়ে বিজ্ঞাপন দিয়ের সুযোগ থাকলে যদি এগুলি আরো বৃদ্ধি এড়িয়ে দিয়ে যাবে। কাজেই ভাগ্যবোধে বিজ্ঞাপন পাছিয়ে খরচ করা হল প্রায় ৫ কোটী টাকা।

কাজেই দেখা যাচ্ছে আজির আর্থিক ব্যবিধার অর্ধে ওঠে বিজ্ঞাপনের উপর।

বিক্রয়ের প্রধান পন্থা—বিজ্ঞাপন

বিক্রয়ের প্রধান পন্থা হচ্ছে বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন যে আধুনিক যুগে প্রচলিত হয়েছে তা' নয়। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেও এর প্রাথমিক অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই—ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ইজিপ্ট গ্রীস প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের মধ্যে, যখন তারা তাদের আপন আপন তৈরী জিনিষের বা বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দিত তাদের দোকানের সামনে—সেই সেই জিনিষের ছবি এঁকে সাইন বোর্ড টাঙিয়ে। এখনকার দিনের রোটি-এর যে কাজ তখনকার দিনের এই বিজ্ঞাপনের কাজ ছিল মূলতঃ একই। সে কালের এই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ছিল, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য সম্পর্কে পথযাত্রীর মনে কৌতূহল জাগান এবং ক্রমশঃ তাদের মনকে ঐ সকল জিনিষ তৈরী করবার বা ক্রয় করার অনুকূল ইচ্ছাকে উদ্বুদ্ধ করা। এখনকার দিনের বিজ্ঞাপনের বৈজ্ঞানিক বা প্রয়োগ-নৈপুণ্য তখন তার আদিমের মত উৎকর্ষ লাভই হয়ে থাকে না কেন উদ্দেশ্যের দিক থেকে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নাই—প্রভেদ আছে সার্থকতার দিক থেকে, ফলাফলের দিক থেকে। অর্থাৎ কারখানার সামনে কারখানার যে জিনিষ তৈরী হয় তার ছবি আঁকা সাইন বোর্ড দেখে, দোকানে পরিষ্কার জিনিষ দিয়ে একটি জিনিষ তৈরীর অর্ডার দিলে—এই পর্যন্ত। এই প্রকার বিজ্ঞাপনের প্রয়োগ, প্রচার ও সার্থকতা তখন এখনকার দিনের মত ব্যাপক ছিল না অর্থাৎ বহু লোকের মধ্যে তার প্রচার ছিল না বলেই তার ফল লাভ ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এখন বহুলের মধ্যে প্রচার লাভের জন্য নানাপ্রকার বিজ্ঞাপনও হয়েছে ব্যাপক—রাই লাইন বোর্ড বা রোটির ছেড়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞাপন প্রচার করছি, দৈনিক ও সাময়িক পত্রের ভিতর দিয়ে। যার পাঠকের সংখ্যা অনেক এবং যার প্রচার আছে বহু বিস্তৃত দেশে ও প্রদেশে—নগর থেকে আরম্ভ করে পল্লী-গ্রামের নিভৃত কোণে। ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারের এইটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়সাপেক্ষ। Luxemburg বা Normandie প্রভৃতির মত আমাদের দেশে রেডিও সাহায্যে বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রথা ও সুযোগ এখন শুধু যে সীমাবদ্ধ তাই নয় একরকম নাই বললেই চলে। মফস্বল সহরে সহরে সাময়িক পত্রের মত অল্প মূল্যে বিজ্ঞাপন প্রচারের কাজ ক'ন রেডিও দিতে পারে।

ব্যাপক প্রচারের সুবিধা

ভাই বলছিলাম যে পণ্যদ্রব্যের ব্যাপক প্রচার বিজ্ঞাপন ছাড়া হতে পারে না। এখনকার দিনের পণ্যসম্ভার উৎপন্ন হচ্ছে বহুল পরিমাণে—মিলে ও ফ্যাক্টরীতে, যে পরিমাণ জিনিষ সেখানে তৈরী হচ্ছে—তার তালিকা আছে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে। সেই জনসাধারণের কাছে আপন আপন পণ্যদ্রব্যের কথা প্রচার করতে পারে একমাত্র বিজ্ঞাপন। ব্যাপকভাবে যেমন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়বে, তেমনি বাড়বে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপনের আয়তনে তার প্রচারকার্যের প্রয়োজন ও তাগিদ।

বিজ্ঞাপন নিরর্থক, পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বাজার তৈরীর কাজে বিজ্ঞাপন কোনোও সহায়তাই করে না—এমন কথা আজকের দিনেও কেউ কেউ মনে থাকেন কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে তাদের—কোথাকার জুতী সাথে খাও? কোন্ সিগারেট তোমার পছন্দ? কোন্ সাবান তোমার পরিবারের মধ্যে ব্যবহার হয়ে, ও খাও ঘুমি কোথাকার? বিস্কুট—কহি, তোমো? কাপড় পরিষ্কার করতে কোন্ কাপড়-কাচা সাবান তোমার সংসারে চলে? এমনি কাপড়, জামা, জুতা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য সব রকম জিনিষের খবর নিয়ে দিয়ে দেখা যাবে যে, সেই সকল বিজ্ঞাপন-বিরোধীদের উপর ঐ সব জিনিষের নিয়মিত বিজ্ঞাপনগুলি কারেমীভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে—কিন্তু তারা তা জানেই না।

পুষ্টির অভাব

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে পুষ্টিকর উপাদানগুলি প্রচুর পরিমাণে থাকে। এগুলি যথাযথভাবে পরিপাক হলে দেহ হয় সবল এবং কার্যক্ষম হয়ে ওঠে কর্মঠ ও উৎসাহী। প্রোটিন ও চীজ, ভাতীয় খাদ্যসমূহ যথাযথভাবে হজম হ'তে পারে—এমন সব জিনিষ প্রস্তুতে ডায়াসেপসিন-এ। কাজেই, খাদ্যের সঙ্গে চা-চামচের এক চামচ ডায়াসেপসিন সেবনে পরিমিত মাত্রার হজমের সাহায্যকারী জিনিষটি আপনি পাবেন। মাত্র কয়েকদিন আহারান্তে খাদ্যের যথাযথ পরিপাকে ডায়াসেপসিন যে কত উপকারী তা' বোঝা যাবে।

ইউনিফ্রেন্ড ল্যাবরেটরীজ
কলিকাতা

এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ঢাকা

শাখা : ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ।

- একটী নির্ভরযোগ্য ও উন্নতিশীল ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান।
- সুবিধাজনক সর্তে কারেণ্ট, সেভিংস্ ও ফিক্সড ডিপোজিট একাউণ্ট খোলা হয়।
- শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

শীঘ্রই কলিকাতা শাখা খোলা হইবে।

শ্রীবরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

তাদের অজ্ঞতেসারে বিজ্ঞাপনের প্রভাব পড়িতে থাকে।

অনেকে আবার এমন আছেন যে, বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন ও সার্থকতা স্বীকার করিলেও, তাঁরা অনুযোগ করে থাকেন যে—বিজ্ঞাপনের খরচাটা যোগায় ক্রেতাগণ—কেন না ও খরচাটা জিনিষের দামের উপর চাপান থাকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে—কথাটা প্রণিধানযোগ্য। কেন না দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হয়—সাধুল্য খরচ ধরা করে থাকেই যদি বিজ্ঞাপন দিতে খরচ হয় সে খরচাটা মূল্য নিরূপণের সময় কখনই বাদ দেওয়া যেতে পারে না। কিন্তু এর একটা দিকও আছে—বর্ত্তমানে পণ্যদ্রব্য বহুল পরিমাণে তৈরী হয়—কাজেই তার খরিদ্দার হওয়া চাই বহু সংখ্যক ক্রেতার মধ্যে, অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের ব্যাপক বিক্রয় এখনকার দিনের ব্যবসায়িক জগতের অপরিহার্য্য রীতি দিনের। কাজেই বিজ্ঞাপনের ফলে যদি বহুজনের মনে কোনো একটি বিশেষ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার লক্ষ্য আসে তা'হলে বিক্রেতার বাজার চলতি বিস্তৃত ও গতিপ্রাপ্ত হবেই। এবং ব্যাপকভাবে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য নিম্নের হয়ে যাবে অধিক সহজে। আজ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতের যাবতীয় বহু জনের মধ্যে তাড়াতাড়ি হওয়াতে দ্রব্যমূল্য সাধারণতঃই কমের দিকে নেমে আসে। যেমন পণ্যদ্রব্যের বহুল পরিমাণ উৎপত্তি বহুমূল্য যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করলেও, প্রত্যেকটি জিনিষের (unit cost) মূল্য হ্রাস হয়ে যায় এই কারণে তার সমস্ত খরচাটা বহু ক্রেতার মধ্যে তাড়াতাড়ি হওয়াতে মাথাপিছু খরচাটা দাঁড়ায় অতি সামান্য।

চাহিদা ও সরবরাহ

আমার আর একটা দিকের যুক্তিও আছে। ঠিক লোকের চাহিদা মাফিক যদি মাল প্রস্তুত করা যেত এবং বহুল পরিমাণে সেই মাল প্রস্তুত করে তার সব কটিয়ে দেওয়া যেত, তা'হলে বিজ্ঞাপন ছাড়াও জনসাধারণ তাদের চাহিদা মিটাবার জন্য মাল কিনতো—নয় কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞাপনদাতারা বলবেন—এ অনুমান সত্য নয়। তাঁরা বলবেন যে বিজ্ঞাপন ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে চাহিদাই থাকবে না কোনো জিনিষের জন্য। —"জিনিষ সম্বন্ধে তারা অবহিত হবে না—কাজেই জিনিষের বিজ্ঞাপন দ্বারাই লোকের মনে সেই জিনিষের চাহিদা জাগাতে হবে। প্রতিপক্ষ বলবেন—সেই জন্যই ত আমরা বলি, বিজ্ঞাপনের দরকার নেই—ওরে লোকের অভাব ঘেড়ে যাক—জীবনযাপনের জন্য যা দরকার তা ছাড়াও মানুষ অযথা অনেক অনাবশ্যক অভাবের সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এইখানে আসে জীবনকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার প্রশ্ন—যন্ত্রে সৃষ্ট অতীত কালের মানুষের সঙ্গে বাঙলো সদ্য সভ্য মানুষের জীবনযাপনের আদর্শ ও রীতি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনেকখানি।

বর্ত্তমান সভ্য জগতে জীবনযাপনের আদর্শ ও রীতি-পদ্ধতির মাপকাঠি অনেকখানি বেড়ে গেছে। সভ্যতার পরিমাণ যত আজকাল জীবনযাপন পদ্ধতির পুনর্বিচার দাবী করিছে। সাংসারিক জীবনে আমরা কেউ থাকার আদর্শকে অনেকখানি উঁচু করে ফেলেছি। মানুষের জীবনের মানদণ্ড এখন বড় হয়েছে। মানুষ ঘোষ করে আজ দুর্বলকে একান্ত কাছ থেকে নিয়েছে কিন্তু সামাজিক কর্ত্তব্যের দিক থেকে ছোটকে বড় করতে হবে, দুর্বলকে শক্তিমান করে তুলতে হবে—শক্তিকে বাঁচাতে হবে তার প্রয়োজন রিয়েছে।

সমাজ সেবায় বিজ্ঞাপন

তা'হলে পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপনকে সমাজ ও সংসার থেকে বাদ দিলে চলবে না। আমরা আজ বলী সংসারে ঘর দিতে চাই, অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধ, অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে আলো-বাতাস, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকে ফিরিয়ে আনতে চাই; বহুবার এটা প্রমাণিত হয়েছে যে—সমাজসেবা, জনরক্ষা ও লোকশিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচারকার্য্যের জন্য হয়েছে বিশেষ আশাতীত এবং মানুষের চৈতন্য যার যার সার্থক হয়েছে: অশিক্ষিত মানুষের মনে জেগেছে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা সভ্য মানুষের জীবনের দিকে তারা দিক তাকিয়েছে—তারা চেয়েছে যশ, তারা চেয়েছে স্বাস্থ্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য—নিজের সুখ, স্বাস্থ্য ও মঙ্গল সম্বন্ধে অবহিত হয়ে গিয়ে তারা দেখলে তাদের অভাব আছে অনেকখানি। তাই উন্মুক্ত হ'ল তারা মানুষের মত ভাল করে বাঁচার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

(লিমিটেডকুক)

হেড অফিস : দিনাজপুর

কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রো।

ফোন : ক্যাল : ৬৪১৭

ইহা উন্নত ধরণের ব্যাঙ্ক

সুষ্ঠু ব্যাঙ্কিং নীতি দ্বারা পরিচালিত।

সুবিধাজনক সর্ত্তে ডিপোজিট গৃহীত হয় শতকরা ৩০ ভাগ, এসব ব্যাঙ্কারদের বিশেষ সুবিধা এবং ডি, পি, মোটে খাটান হইতেছে।

সুবিধাজনক সর্ত্তে ঋণ দেওয়া, ক্যাশ, ক্রেডিট, ওভার ড্রাফ্ট, চেক ও বিল ডিসকাউন্ট এবং ব্যাঙ্কি সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্য্য করা হয়।

শাখাসমূহ :

রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, আলিপুর দুয়ার

এবং

অন্যান্য শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

রায় সাহেব ডে. এম, সেন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বৃষ্টির মুখোমুখি

বৃষ্টি যত প্রবলই হোক না কেন, আপনি নির্ভয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। ডাকব্যাক বর্ষাতি গায়ে থাকলে এক ফোঁটা বৃষ্টির জলও আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এদেশের প্রবল বৃষ্টির জন্যই বিশেষ উপযোগী করে ডাকব্যাক তৈরী।

ডাকব্যাক

ভারতের প্রিয় বর্ষাতি

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা　　নাগপুর　　বোম্বাই.

—কেবলে সভ্যসমাজে মানুষের জীবন বিভিন্ন জিনিষের অভাব শুধু মিটায় নয়, সে অভাব সৃষ্টি করে—পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, চলিতসক্ষম স্বাস্থ্যের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, সবার উপর প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভ হতে মানুষ ভুলে দাঁড়াবার শক্তির অভাব। এমনই অভাবের মাঝিতে দিয়ে বিজ্ঞাপন সমাজ-সেবার দিক থেকে সকল ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ সাধন করেছে। পাশ্চাত্য থেকে দারিদ্র্যের অভাব সৃষ্টি করে আজ অতি সাধারণ লোক থেকে ধনী পর্যন্ত সাধারণকে সাংসারিক জীবনের অপরিহার্য্য বস্তুগুলি কীনার করে নিয়ে পরিচ্ছন্নতার কলাকৌশল বহু রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেয়েছে। আজ আমাদের দেশেও যে কলের তুলোকের সাধারণ ব্যবহার করতে দেখি—তার পিছনে আছে—বিজ্ঞাপনের বাহাদুরী।

জীবনযাত্রণের উচ্চ মানদণ্ডের অপরিহার্য—বিজ্ঞাপন

মানুষের জীবনকে উঁচু পর্যায় বেঁধে দিতে বিজ্ঞাপনের সার্থকতা যথেষ্ট আছে এমনই সত্যকথাকে স্বীকার করে থাকে। সাবান ও তামাকের আকার প্রকারে, বৃহৎ কোনো লক্ষ্যকে কার্য্যকরী করার চেষ্টাতে, লোকশিক্ষার সহজ ও সুলভ বাহনরূপে বিজ্ঞাপন সারা পৃথিবীময় তার সাম্রাজ্যকে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। "সোজিডেন্ট প্রোটার" সম্বন্ধে যাঁরা কিছু খবর রাখেন তাঁরাই বলবেন—লক্ষকোটিকী পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে, আজকার এই লক্ষ-লক্ষটের অধিষ্ঠিতির সময় পর্য্যন্ত জনশিক্ষা প্রচার করতে ও জনসাধারণকে হাত রাখার ব্যবস্থাবলম্বন দিতে ষ্টেট-প্রচার-পরিষদ সোজিডেন্ট কি অসাধ্য সাধনই না করে আসছে। ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে, আফ্রিকার এমন কি ছোট ছোট দ্বীপে ও উপদ্বীপে পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন প্রচারকার্য্যের প্রধান সহায়কস্বরূপে কাজ করে আসছে। সে সব দেশে বিজ্ঞাপন নানা বিচিত্র ভাবে, বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা দিয়ে জনসাধারণের জীবনকে যথাযোগ্যভাবে উপভোগ করবার পথে অগ্রসর করে দিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসায়ী জগতের মত, ব্যবহারিক জগতে সরকারী ও শিক্ষার জীবনে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধর্ম্মনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে আর একটী দার্শনিক মতবাদও থাকতে পারে। যথা মানুষের জীবনে বস্তুতান্ত্রিক আদর্শের কোনো মূল্য নাই। ওঁরা বলতে পারেন যে—এশিয়া মহাদেশের অনাদিকাল সঞ্চিত সভ্যতা আজও পায় না, নিত্য-নূতনের হাত সেখানে ওঠানামা, অর্থাভাব জনসাধারণকে দিয়েছে দারিদ্র্যের রূপে, শিক্ষার অভাব এখানে সোনালীরূপে ব্যাপক, কলেরা ম্যালেরিয়া বসন্ত টাইফয়েড এবং যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব এখানে যার যার প্রায় মহামারীর মত দেখেই আছে—এরূপ দেশের লক্ষ বা মিটিয়ন্সকের স্বাস্থ্য-দুর্বল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা এশিয়াবাসী অধিকতর সুখী কেন না মানসিক স্বাস্থ্যই মানুষের সম্পদ, নৈতিক সুযোগের উপাদান মানুষের কাছে মূল্যবান নয়। মানুষের সুখসাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বস্তু-জগতের প্রত্যক্ষসম্পর্ক উচ্চ জীবন যাপনের কোনো সম্বন্ধ নাই। এই প্রকার তর্কের অবতারণা করা সহজই শক্তির, তবুও তা অসম্ভব। এ সব তর্কের সমাধান একটী কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা সম্ভব নয়। মানুষের জীবনকে যদি শুধু এই দিক থেকেই দেখতে হয় এবং সেই দেখাই যদি ধরে ও সত্যকার দেখা হয় তাহলে বিজ্ঞাপন যে অনর্থক ও অকল্যাণকর রূপে পরিগণিত হবে এইটাই ও স্বাভাবিক।

যাই হোক আমাদের মূল বক্তব্যকে বহাল রাখতে হলে এই কথা বলতে হয় যে যতদিন পর্য্যন্ত আমরা পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতিকে নস্যাৎ করে না দিতে পারছি, ততদিন আধুনিক জীবনে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন ও সার্থকতাকে আমরা কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারি না তা সে বিজ্ঞাপন, ষ্টেটের প্রচার বলেই প্রচারিত হোক অথবা, লোকশিক্ষা কিম্বা ব্যবসায়িক সংবাদ সরবরাহ হিসাবেই ধরা হোক।

বিক্রয়ের প্রয়োজনা—বিজ্ঞাপন

এখন দেখা যাক, বিজ্ঞাপন বলতে বস্তুতঃ আমরা কি বুঝি এবং বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীতিই বা কি? কোনো পণ্য বিক্রয় করার আগে, সেই জিনিষ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে চাহিদার সৃষ্টি করাই হচ্ছে বিজ্ঞাপনের কাজ। মনে প্রথমটা জাগে একটা অভাববোধ, তার পরই জাগে নানা যুক্তি—তার পরই জিনিষটা ক্রয় করার সাধন এবং এর শেষ পরিণতি দেখি মূল্য বিনিময়ে সেই বস্তুটী লাভ। বিজ্ঞাপনের আরাই এই ব্যাপারটা ঘটে থাকে বিজ্ঞাপনের বক্তব্য বিষয় হাসার অক্ষরে বলা যায়, ছবিতে বলা যায়, কথাবার্ত্তায় বলা যায়, তাছাড়া সকের সাহায্যেও বলা যায়—যেমন যার বাসনা ইত্যাদি। যে ভাবেই হোক সেই একটী প্রয়োজনা (stimuli) থেকে মানুষ ভাব করে অর্থাৎ বিজ্ঞাপিত বিষয়ের প্রতি উন্মুখ হয়ে। বিজ্ঞাপনদাতাদের সকলে হচ্ছে ঐখানে অর্থাৎ কোন অনুপ্রেরণা বা প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে তাদের অর্থাৎ বিজ্ঞাপনদাতাদের অভীষ্ট নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান তারা প্রয়োজিত করবেন।

বিজ্ঞাপন মানুষের মন নিয়ে খেলা—তাই এর মন্দ দিকটার কথাও এড়িয়ে গেলে চলবে না। প্রচারকার্য্য মাত্রেরই এই দুটী দিক আছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া সেটা কোনো সময়েই যে খারাপ না হতে পারে তা নয়। সে শ্রেণীর বিজ্ঞাপন যে শুধু মানুষকে ঠকার তাই-ই নয়—আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও নৈতিক ক্ষতি বা মানসিক অবসাদের সাহায্য করে এমন বিজ্ঞাপন আমরা সব দেশের আশেপাশে কিছু না কিছু দেখতে পাই। মাত্র এক টাকার ১টী ঘড়ির সঙ্গে ৫১ দফা উপহার—অথবা পঞ্চাশ বাহুলীতে ফল না পেলে মূল্য ফেরৎ, অথবা বিনা মূল্যে দেওয়া কথা মাত্রের পূজার জন্য মাত্র পাঁচ সিকা পয়সা—ইত্যাদি বিজ্ঞাপনে ফ্রেতার আর্থিক

জীবন বীমার জন্য—
ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ
এসোসিয়েশন লিঃ
১৩নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

দেশের ও দশের সমৃদ্ধিকল্পে
ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস—৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সোই বন্ধ-কলি—২২৫৩ : : : : ফোন : কলি—১৯৫৩
আদায়ী মূলধন— ৩ লক্ষাধিক
কার্য্যকরী মূলধন প্রায়— ১৫ লক্ষ
শাখাসমূহ
অফিস কলিকাতা, কটক, ঢাকা, বেনারস, ক্যানিং ষ্ট্রীট, সাহেবগঞ্জ, ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ), আসানসোল, খোয়াই, বিলোনিয়া (ত্রিপুরা রাজ্য), আমাদপুর, নাগরীলা, পরিবাবাড়ী, আঠারবাড়ী, খোলাসপুর, মোহনগঞ্জ, সুনজ ও রামচন্দ্রপুর।
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
আমানতের সুদের হার সুবিধাজনক
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র রায় চৌধুরী, ম্যানেজার
(অফিসার, আঠারবাড়ী)।
বি, চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ক্ষতি হয়। কিন্তু মানুষের নৈতিক ক্ষতি হয়—তার মানসিক দুর্বলতাকে প্রকোপিত করে যখন বস্তুটির প্রয়োজন বলে হয় তার সম্মুখে। সুস্থ উন্নতির বাসনাকে উত্তেজক কথার মাদকে, লোভনে লোভনে উত্তেজক করার বিজ্ঞাপনী প্রয়াস সভ্য সমাজে বিরল ও নগণ্য বলা যথেষ্ট উদারবচন দিতে পারা যায়। এই প্রকার দুর্বিধ বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন একমাত্র গভর্নমেণ্ট ও পত্রিকা সম্পাদকগণ।

উদ্দেশ্য ও পরিণাম ফল

আসল কথা হ'ল এই যে বিজ্ঞাপনকে যাচাই করে নিতে হবে তার উদ্দেশ্য ও পরিণাম ফল দেখে। যে দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, সেই দ্রব্যটি ভাল বলেই শুধু হ'ল না—যে কিনতে তার পক্ষে সেটা কতটা ভাল এইটেই লক্ষ্য দেখবার বিষয়। যদি কোনো লোক নিজের অত্যাবশ্যক খাদ্য-সামগ্রী না কেঁটে খাবার একান্ত প্রয়োজন যা তা না কিনে, মাখন, এসেন্স, রেডিও, গ্রামোফোন, মোটর গাড়ী কিনে বসে, তা'হলে বিজ্ঞাপিত জিনিষ, ভবে ভাল হলেও, সেই লোকটির পক্ষে লাভজনক হল না। কাজেই জিনিষের উৎকর্ষই চরম কথা নয়, তারতম্য আছে বস্তু বিভেদের। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে আক্রমণ করার মত বিজ্ঞাপনের ভাষা হওয়া উচিত নয়। ক্রেতারও উচিত তার অবস্থা অনুযায়ী অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে দামের জিনিষ কেনা। এই জন্যই বলা হয়েছে সুচিন্তিত, সুলক্ষ্য বিজ্ঞাপন সর্বদাই সার্থক, অতএব বিজ্ঞাপন লাভজনক। এই প্রসঙ্গে "বেডোলাইট" বা ইণ্ডিয়ান কেমিক্যেল'এর বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমানে বীমা-বিজ্ঞাপনের প্রধান আক্রমণই হচ্ছে—মানুষের আর্থিক অবস্থা লক্ষ্যে তাকে অধিকতর দয়া এবং তার উন্নতির উপায় বলে দিয়ে তাকে সেই দিকে নিয়ন্ত্রিত করে তোলা। এদিক দিয়ে বিশেষ করে আমেরিকার বীমা-বিজ্ঞাপন লোকশিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে মানুষকে কি ভাবে, সহানুভূতির সঙ্গে ওয়াকিবহাল করে তোলা যায়, তার এক একটা উদাহরণ আমেরিকার এক একটি উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন। কাজেই একথা জোর করেই বলা যায় যে, উৎকর্ষ ও পরিণাম ফল ভাল হ'লে বিজ্ঞাপন সমাজ-সেবা, জনশিক্ষা নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের পথে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। সাধারণ মানুষ অনেক অভাব নিয়েই বেঁচে আছে—তাদের সেই অভাবগুলিকে চোখের সামনে বড় করে ধরে তাকে বিব্রত করলে তার প্রাকৃতিক দুর্বলতা আসবে—অসন্তোষের সঙ্গে সে প্রলোভনে ঘুরতে যাবে কিন্তু পারবে না তার আর্থিক সঙ্গতির অভাবে। দেহের দিক দেখেও মানুষের বিড়ম্বনা ও আপত্তির অন্ত নাই—বিজ্ঞাপনে যদি সেইগুলিকে জোরালো করে বলি তুলি ধরতে বলেছ, তোমার জীবনীশক্তি হ্রাস হয়ে আসছে, তুমি অবিলম্বে এর ব্যবস্থা কর। বিব্রতির মানুষ বিব্রত করে তুলবে আপনাকে—তবের আনুগত্যের যে জিনিষ সে কিনে আনবে বাঁচবার জন্য, তাকে সে সুস্থ ও সবেল না—বরং আরো ক্লিষ্টমান করে পড়বে তার জীবনশক্তি, তার উদ্যম ও উদ্দীপনা। বিজ্ঞাপিত উষধ বিক্রয় হবে বটে, কিন্তু মানুষের কল্যাণ-সাধনের দীক্ষতি কোনো দিনই তা পাবে না সভ্য সমাজের কাছ থেকে। সেই জন্যই পূর্বে বলেছি বিজ্ঞাপনের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি তার যথাযথ নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা থাকা চাই। সত্যতা ও সংস্কৃতির মূলে যাচাই করা উচিত বিজ্ঞাপনের মূল্য। নতুবা মানুষের সভ্যতার উৎকর্ষের পথ আদিম যুগের বর্বরতার মতই সমাকীর্ণ হয়ে উঠবে। বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন-কৌশলকে তাই মানুষের ইচ্ছাকে চিত্তবৃত্তির উন্নয়নের দিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে তুলতে হবে, তার ভাষা ভাব ও আঙ্গিক ও আবেদন যাতে মানুষের বিকৃতবৃত্তিকে উদ্রিক্ত ও ক্ষুব্ধ ভাবকে উদ্বুদ্ধ না করে, তার উদ্যমকে উন্মুখ করে নিয়ে যেতে পারে পরিচ্ছন্ন, সরল, সুখী চরিত্রার্থ জীবনের দিকে তারই চেষ্টায় অবহিত হবেন বিজ্ঞাপন লেখক ও শিল্পী এবং বিশেষ করে বিজ্ঞাপনদাতারা। তাতে করে জাতির আর্থিক উন্নতির পথে যেমন আমরা পাব নব নব প্রেরণা, তেমনি করে আমাদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের পথ সুপ্রশস্ত ও কল্যাণময়।

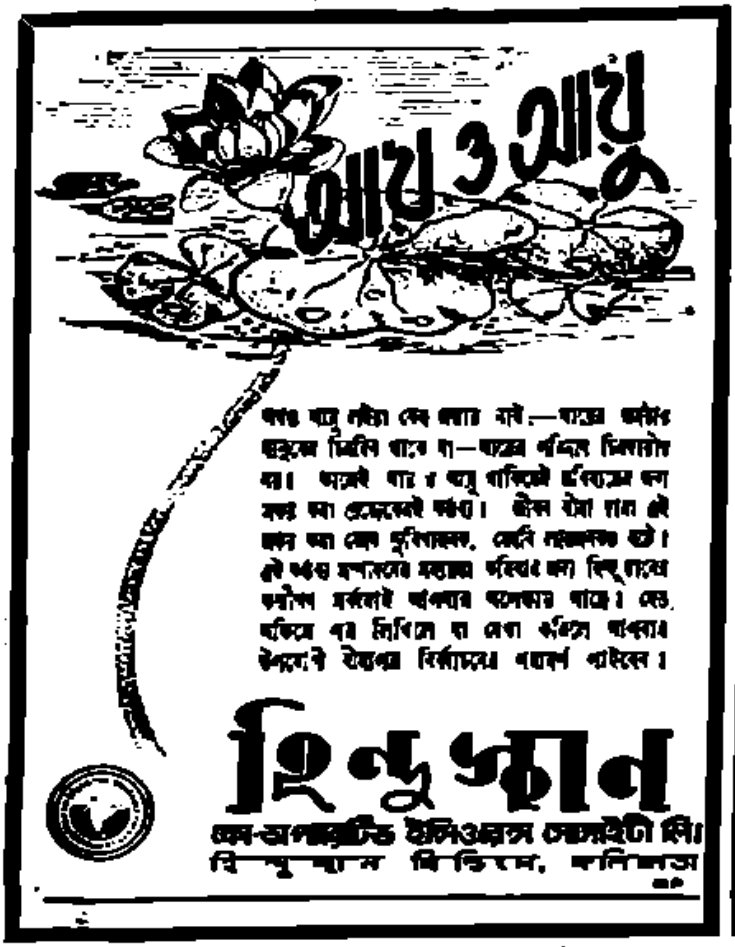

পোষ্ট বক্স ৫৩৩ ফোন : ক্যাল—৩১১২

ইউনাইটেড ক্যালকাটা
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
২, কমার্শিয়াল বিল্ডিংস
১০২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা
লালমণিরহাট, বালিচক
ও
খড়গপুর।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
কি. কি. কে. রায়

অনুকল্প দ্রব্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ *

শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায়

একটী আধুনিক দেশ তার নিত্য প্রয়োজনে নানাবিধ বিভিন্ন প্রকারের কাঁচামাল ব্যবহার করে। কিন্তু যুদ্ধের সময় কাঁচামালের অনুবিধার পরিচয়ে হয় সব দেশকেই, তাদের, যারা অল্পস্বল্প আমদানী, অথবা কিছুই দেশমধ্যে উৎপন্নাদি আদৌ আমদানী করেনা। এই অসুবিধা দূরীভূত হয় প্রধানতঃ তিন উপায়ে—রেশনিং ব্যবস্থা দ্বারা, ব্যবহৃত দ্রব্যাদির পুনর্ব্যবহার দ্বারা, অথবা অনুকল্প দ্রব্যাদি (substitute materials) দ্বারা। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৃতীয় উপায়টীই আমাদের প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয়।

বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় এলুমিনি এবং এলুমিনিয়ম সব যুদ্ধের বিশেষ ব্যবহার হয়। উহারা জার্মান সব এক উদ্যমের অর্থ সংগ্রহে অনুকল্প ও অনুকল্প দ্রব্যাদি। কিন্তু জার্মানীতে অনুকল্প দ্রব্যাদির বিশেষতঃ অনুকল্প খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রচলন অনেক আগেই হওয়ায়, এই দুইটী পথকে অসাধারণ বিশেষ আঘাতের সঙ্গে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে উহাদের সেই অভাব অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। অনুকল্প দ্রব্যাদির ইতিহাস খুব আধুনিক নয়। নেপোলিয়নের সময়ও যুদ্ধের আনুষঙ্গিক অবরোধের ফলে অনুকল্প দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। সাধারণ এক কাঁচ তৈরীর উপাদান হিসাবে প্রচলিত সোডার অভাব হওয়ায় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে লবণ হইতে আর বাহির করিয়া সোডার কাজ চালান হইত। তিনি প্রচলনকারী ফ্রান্সের বেলজিয়ম উহার অধিকারে থাকায় ১৮০১ সালে লাইবেলিয়ার বীট হইতে তিনি প্রস্তুত করা হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে অনুকল্প দ্রব্য উৎপাদন অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও ইহাদের পরবর্ত্তী পরিকল্পনা গুলিতেও অনুকল্প দ্রব্য উৎপাদন প্রধান স্থান লাভ করিয়াছিল।

বিশ্ব ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময় বিজয়ী দেশগুলির মধ্যে আমদানী বন্ধ হওয়ায় সকল জার্মানীকেই সব চেয়ে বেশী অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। প্রধানতঃ খাদ্যদ্রব্যেই এই অসুবিধা খুব প্রকটভাবে অনুভূত হয়। পশুদের খাদ্যাদির খাস ঘাস এবং খড়ের অভাবে ঘোলা-জলের সঙ্গে কাঠের গুড়া ব্যবহৃত হইয়াছিল। মোলাসেস প্রস্তুতে তক্ত আবশ্যক মিলাদির অভাবে চিনির শীরার সঙ্গে খাদ্য সকল মিশাইয়া খাদ্য চালান হইত। প্রাকৃতিক সালফ্যুরিক এসিড ও এমোনিয়ার সাল্‌ফেটের অভাবের ফলে বিস্ফোরক ব্যবহৃত হইয়াছিল। বৈদ্যুতিক কাজে তামার স্থান পূরণ করা হইয়াছিল এলুমিনিয়াম দিয়া। বিভিন্ন প্রকারের রবারের বেলাতক জার্মানীতে প্রচুর পরিমাণে অনুকল্প দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছিল। বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে জার্মানীতে সম্পূর্ণ বাধিক পরিকল্পনায় অনুকল্প দ্রব্যাদির উৎপাদনের খুব বেশী জোর দেওয়া হইয়াছিল। অধিকন্তু কোন সামরিক কারণে আর্থিনৈতিক অবরোধের ফলে যাহাতে অনুরূপ অসুবিধায় সম্মুখীন হইতে না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই জার্মানীর উক্ত পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল।

১৯৩৯ সালে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় জার্মানীর তুলা, লৌহ, পাটাদি, এলুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ধাতবাদির দ্রব্যাদি ও অনুকল্প দ্রব্যে প্রচুর পরিমাণে পরিপূরক ছিলেন, টিন, ম্যাঙ্গানীজ ইত্যাদি ধাতুর অভাব ছিল। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের অল্পকালের মধ্যেই অনেকগুলি দেশ দখলের ফলে এবং অন্যগুলি ক্রমের ফলেই ও রুমেনিয়াদিতার রাসায়নিক কারখানাসমূহের সুবিধা জার্মানী লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অন্য দিকে রাশিয়ার এই সময়ের মধ্যে শিল্পোন্নতি অত্যন্তরিতে অগ্রসর হইতেছিল এবং রাশিয়া ও আমেরিকা উভয় দেশেই অনুকল্প দ্রব্যোৎপাদন ব্যবস্থা অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হইতেছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক দ্রব্যেরই অনুকল্প প্রস্তুত হইতে পারে না; অন্য পর্য্যন্ত কোন বিশ্ব প্রতিষ্ঠানেই অথবা কোন বৈজ্ঞানিকই কোন মৌলিক পদার্থ (element) প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু মৌলিক পদার্থ যথা লোহ, দস্তা, এমোনিয়া অথবা প্রাকৃতিক দ্রব্য তুলিকাদিকে প্রস্তুত করা সম্ভব যদি প্রয়োজনমত শক্তি যথা বাষ্পশক্তি, জলশক্তি, অথবা বৈদ্যুতিক শক্তি সহজ লভ্য হয়। তুলা অথবা পেট্রলিয়াম হইতে কার্বন, কোক-কয়লা এবং জলের পরিচিতিয়ায় হাইড্রোজেন, বায়ু হইতে নাইট্রোজেন তৈরী করা সম্ভব। জার্মানী, রাশিয়া এবং আমেরিকা অনুকল্প দ্রব্য উৎপাদনে প্রধান স্থান গ্রহণ করিতে পারিয়াছে কেবলমাত্র সে সব দেশে শক্তি সহজলভ্য বলিয়া। অবশ্য যে সব দেশে জল সম্পদে সমৃদ্ধ তাহারাও তুলার পরিবর্ত্তে কাঠ ঘালানী হিসাবে ব্যবহার করিয়া এবং কাঠের মূল কাঁচামাল হিসাবে কাঠে লাগাইয়া বস্ত্র, চিনি ইত্যাদির অনুকল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ।

বর্ত্তমান যুদ্ধে পেট্রলের অনুকল্প সামগ্রী সমূহই গুণে ও পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। অক্সলাব উপায়ে উচ্চচাপে হাইড্রোজেন প্রয়োগের ফলে পেট্রল উৎপাদন ১৯১৪ সাল হইতেই সম্ভব হইয়াছে। জার্মানীতেই এই প্রণালীতে উৎপাদন অধিক হইয়াছে। জার্মানী হিসাবে এবং প্রাকৃতিক দ্রব্য উৎপাদনে যে বেশীদূর ব্যবহৃত হয় উহার এই উপায়ে তৈরী। কিন্তু এই প্রণালীর প্রধান ত্রুটী, ইহাতে অত্যধিক পরিমাণে কয়লার দরকার হয়। এতদিন পেট্রল তৈরী করিতে পাঁচটন কয়লা দরকার হয়। আমাদের এই প্রণালীতে অবশ্য পেট্রল তৈরী করিতেছে। অনুকল্প পেট্রল তৈরীর অন্য উপায় হইতেছে কয়লাকে বাষ্পে পরিণত করিয়া উহা হইতে কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোজেন পৃথক করিয়া উহাদিগকে কোবাল্ট এবং থোরিয়ামের সঙ্গে পরিচ্ছিন্না করান। এই প্রণালীর সাহায্যে অবশ্য সকল করিয়া পেট্রল, ডিজেল ইঞ্জিনের তৈল, প্যারাফিন ইত্যাদি তৈরী করা সম্ভব। ইংলণ্ডেও এই প্রণালী সফলভাবে অবলম্বিত হইতেছে। প্রাকৃতিক পেট্রল প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য হওয়ায় রাশিয়ার এই প্রণালী অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। পেট্রলের অভাব অন্যান্য উপায় জ্বালানী দ্বারাও দূর করা হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কয়লা হইতে প্রস্তুত পেট্রল প্রধান। ভবিষ্যতে, মনে হয়, সুরাসার এই উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে। সুরাসার সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকারের ফল মূলাদি গাঁজাইয়া তৈরী হয়। কিন্তু যদি এই সুরাসার কোন খাদ্যদ্রব্য যেমন আলু হইতে তৈরী হয়, তবে উক্ত দ্রব্যের খাদ্য হিসাবে

পোষ্টবক্স ২৫০০ কলিঃ
গ্রাম "লেনদেন" কলিঃ
বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্থাপিত—১৯২৮ সন
হেড অফিস—১৫বি, ক্লাইভ রো,
কলিকাতা।
সমগ্র ভারতে ৩৫টী প্রধান প্রধান সহর ও ব্যবসা কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।
বড়বাজার শাখা ১৬ই এপ্রিল খোলা হইয়াছে।
এইচ, সি, মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এম, এল, মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ব্যবহারের সহিত প্রতিযোগিতায় সুবাসার তৈরী খরচই হ্রাস পাইবে। শ্রীমতলীর দেশসমূহে অল্পমূল্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিয়া ফরাসী অধিকারে ঐসব দেশে আলানী হিসাবে সুবাসার প্রাধান্যলাভ করিবে। এই যুদ্ধের পূর্ব হইতেই জার্মানীতে কার্বনিসুক্ত স্যাস শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। রসায়নাগার হইতে স্যাসও অত্যাবশ্যকভাবে প্রাপ্ত গ্যাসের সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

তৈলের সবই যানবাহনের জন্য প্রয়োজন হয়। মোটরের টায়ার এক ইঞ্চি হিসাবেই উহার ব্যবহার সর্বাধিক। আলস এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জসমূহ হয়ার এই কাজে সবচেয়ে উপযোগী; অনেকেই হয়ত জানেন যে, এইসব স্থানে প্রেরিত হইতে দীর্ঘ আমাইয়া হয়ারের প্রথম চাষ হইয়াছিল। কিন্তু প্রেরিতসমূহ হয়ার আজ পরিমাণে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জসমূহ হয়ারের চেয়ে অনেক কম। হয়ারের উপাদান কার্বন এবং হাইড্রোজেন। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে এই দুইটি উপাদানের পরিক্রিয়ায় ঠিক প্রাকৃতিক উপায়ের সমগুণসম্পন্ন কোন দ্রব্য আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই; তবে হয়ারের ভিটামিনসমূহ এবং অন্যান্য সাধারণ গুণসম্পন্ন বিভিন্ন প্রকার অনুরূপ দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ঔষধাগার হিসাবে তরল পেট্রোলিয়াম অথবা সুবাসার ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্তমান প্রধানতঃ কার্বন এবং হাইড্রোজেন হইতেই অনুরূপ হয়ার তৈরী হয়, তথাপি হয়ারের অনুরূপ দ্রব্য মাত্রেরই উপাদান উহারা নয়। ১৯৩১ সাল হইতে আমেরিকায় যে বিভিন্নরূপ হয়ারের অনুরূপ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার প্রধান উপাদান ফ্রোরিন। বাণিজ্যিক যে অনুরূপ অনুরূপ দ্রব্য তৈরী হইতেছে তাহাদের কয়েকটি হইয়া থাকে সোডিয়াম। ভিটামিনের মধ্যে হয়ারের অপর একটি অনুরূপ দ্রব্য তৈরী হয় শক্তর হইতে। ইহা ছাড়া নাইট্রোজেন হইতেও পাইরুয়ার নামক অনুরূপ হয়ার প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্তমানে প্রাকৃতিক হয়ারের উৎপাদন মূল্যের চেয়ে কৃত্রিম হয়ারের উৎপাদন মূল্য অধিক হইলেও অধিকাংশ মহলের ধারণা যে, যুদ্ধান্তে কৃত্রিম হয়ার প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক হয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। কৃত্রিম উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক হয়ার উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাও প্রায় প্রত্যেক দেশে হইতেছে। এই বিষয়ে ভারতবর্ষ প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। এশিয়াটিক ভারতবর্ষের কয়েক লক্ষ মণ প্রাকৃতিক হয়ার উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। যুদ্ধসাহায্যে প্রাকৃতিক হয়ার উৎপাদনের যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। মেক্সিকো এবং টেক্সাসে ওয়াকুল নামে একটী গুল্মের সন্ধান মার্কিন বৈজ্ঞানিকগণ পাইয়াছেন এবং উহাদের মতে এই উদ্ভিদ হইতে হয়ারের সমকক্ষ দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে। যদিও যুদ্ধকালীন বর্তমানে এই গুলসমূহ হয়ারের পরিমাণ অতিরিক্তের, তথাপি অদূর ভবিষ্যতেই এই উৎপাদন অনেক পরিমাণে বাড়িবে বলিয়া মার্কিন বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন। এমন কথাও শোনা গিয়াছে যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ার প্রস্তুত হওয়ায় আশার পরিবর্তে হয়ার হইতে পেট্রল তৈরী করিয়া তাহার খনিজ তৈলের অভাব দূর করিবেন।

অনুরূপ শিল্প প্লাষ্টিক দ্রব্যসমূহের নাম সবচেয়ে বেশী। এই শ্রেণীভুক্ত সেলুলয়েডের ১৮৬৯ সালে আবিষ্কৃত হইলেও আধুনিক জগতেই এই শ্রেণীর দ্রব্যসমূহের ঔপযোগিতা সম্ভব হইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে এই দ্রব্যসমূহের উন্নতি না হইলেও উহাদের নমনীয়তা এবং প্রয়োগ প্রকৃতিগত বাহুল্যের জন্য এরোপ্লেন নির্মাণ এবং অন্যান্য সামরিক প্রয়োজনে উহারা খুব বেশী ব্যবহৃত হইতেছে। কার্বনের উপযুক্ত যৌগিক মিশ্রণ ফলে প্লাষ্টিক দ্রব্যসমূহ তৈরী হয়। অনুরূপ হয়ারের মত কয়লা, পেট্রোলিয়াম অথবা খনিজ তৈলসমূহ কাঁচামাল হিসাবে প্লাষ্টিক উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে। পূর্বে সেলুলয়েড উৎপাদনে তুলা ব্যবহৃত হইলেও বর্তমানে কাষ্ঠমণ্ডই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। দুধ হইতে কৃত্রিম রশ্মিজাত নামক প্লাষ্টিক দ্রব্য তৈরী হইয়া থাকে। কিন্তু খাদ্য হিসাবে দুধের প্রয়োজন অধিক বলিয়া প্লাষ্টিক দ্রব্য উৎপাদনে উহা অধিক পরিমাণে নিযুক্ত হইতে পারে না। রবার (Resin)-এর অনুরূপ হিসাবেই প্লাষ্টিক দ্রব্যসমূহের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। কেসল হইতে প্রস্তুত ফেনোপ্লাষ্ট এই শ্রেণীর সর্বপ্রথম দ্রব্য। পশু ক্ষীর হইতে শুষ্ক করিয়া লোহসেলিন, জল নিবার জন্য ব্যবহৃত হৌল—এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সিটান কাঠের তক্তার উপর অনুরূপ রজন প্রয়োগ করিয়া এরোপ্লেনের প্রপেলারও তৈরী হইয়া থাকে। উহা সহজেই অনুমেয় যে, এই শিল্প যুদ্ধান্তে খুব প্রসার লাভ করিবে।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

কলিকাতা অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট
২১৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ২১-এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
১০৯-বি, হরা রোড, ভবানীপুর।

অন্যান্য শাখা
বাংলা, বিহার ও আসামের
প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে।

ডিপজিট—২৩,৫০,০০,০০০৲
(টাকার উর্দ্ধে)
কার্য্যকরী তহবিল—
১১,০০,০০,০০০৲
(টাকার উর্দ্ধে)

১০।৪।৪৩ তারিখে বোম্বাই শাখা খোলা হইয়াছে।

বিদেশী এজেন্সী :—
অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্টস্ :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনী
আমেরিকান এজেন্টস্ :—ন্যাশনাল ষ্ট্রীট কোং অব নিউইয়র্ক
লণ্ডন এজেন্টস্ :—ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড।
ফিজি দ্বীপ এজেন্টস্ :—ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক (কোলোনিয়াল ফেনো-
মিনাল এণ্ড ওয়ারলিস)।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—ডাঃ এল, বি, ঘোষ, এম-এ, বি-এল,
পি-এইচ-ডি (টউন), লণ্ডন, বার-এট-ল

খাদ্যসমস্যা

তোমায় যদি খাইতে না দয় মধুর, না হয় বাঁচনা, তাহাহইলে অনুযোগ-বচন উচ্চকিত হয়ে তোমারই প্রসাদরে ধন্য হইবে ও নিশ্চয় হয়ে ঘুচাবে—
রবীন্দ্রনাথঠাকুর

RATION CARD

পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়িমূল্য। সর্বদাই এক এক খাই কি?
এই প্রশ্নের সমাধান
—সুপুষ্টি—
সোয়াবীন হইতে প্রস্তুত পুষ্টিকর অপূর্ব খাদ্য সম্ভার।

হেলথ ইনষ্টিটিউট - কলিকাতা

তুলা, পাট, রেশম, পশম ইত্যাদির অনুকল্প প্রস্তুত আধুনিক যুদ্ধের ফলে যেন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। রেয়ন অথবা কৃত্রিম রেশমই এই শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রেশমের সঙ্গে কিন্তু রেয়নের বা অনুকল্প রেশমের কোনই তুলনা নাই; ইহা একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য। পূর্ব্বে তুলা যেরূপ উৎপাদনের ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু জার্ম্মানীতে তুলার অভাব থাকায় এই উদ্দেশ্যে কাঠের ব্যবহার হয়। কাঠমণ্ড হইতে যেমনই নামে আর একটি দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহা সিল্কের অনুকল্প; কিন্তু উৎকর্ষে ঠিক তত্তার ইহা পাশমিনা খাঁটি পশমের সঙ্গে মিশাইয়া ব্যবহার করা হয়। ১৯০৯ সাল হইতে জার্ম্মানীতে বিশেষ কোন কাঁচামাল ব্যবহার না করিয়া শুধু কয়লা, চুনাপাথর এবং ক্লোরিনের সাহায্যে এক নূতন শ্রেণীর একটি দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে—ইহা বস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত না হইলেও রঙ্গ বিরঙ্গের জাল এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ছাকনী হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে; ইহার বিশেষত্ব ইহা জল ও এসিডরোধক। দুধ হইতেও যে রেশমের কোন অনুকল্প সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে শুনিলে হয়ত অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন। ইটালীতে ইহা প্রথম তৈরী হয় এবং ইহার নাম হয় লানিটল। ১৯৩৬ সাল হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে তৈরী হইয়া সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার প্রধান অসুবিধা, ইহা একটি অল্প প্রয়োজনীয় আহার্য্য হইতে তৈরী হয় এবং ইহাকে মধ্য যুগের লোহার কাটিয়া ফেলে। জার্ম্মানীতেও ইহা তৈরী হইতেছে। কিন্তু জাপানে তখনও উৎপাদন সন্তোষজনক হয় নাই। মার্কিন-রাজ্য লাইসন রেশমের অনুকল্প হিসাবে ভবিষ্যতে প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হইবে আশা করা যায়।

খাদ্যদ্রব্যের অনুকল্প-সামগ্রীর অনুকল্প তৈরী করা আপেক্ষিক কঠিন কাজ। তবেও নতুন জলজ দ্রব্য খাই, সরাসরি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া এই অভাব পূরণের চেষ্টা করা হইতেছে সত্য। জার্ম্মানীতে পশুর খাদ্য হিসাবে এলিজ সাহায্যে কাঠের খাদ্য ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে পূর্ব্বের আটার কৃষি হইতে প্রস্তুত রসুলাদি হয়ত কেহ কেহ পাইয়াছেন। সাধারণ আটার অভাবে বালি মিশান আটা, বাজরা মিশানো আটা তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষেরই অনুকল্প তৈরী হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু কুইনাইনের মত এত প্রয়োজনীয় (বিশেষভাবে ম্যালেরিয়া প্রবণ ভারত বাংলা দেশের কাছে) ঔষধের সমকক্ষ কোন অনুকল্প আজ পর্য্যন্ত তৈরী না হওয়ায় যদিও অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। ম্যালাক্টীন নামে একটি ঔষধ বাহির হইয়াছে সত্যের নাই, কিন্তু কুইনাইনের সমকক্ষ হইবার যোগ্যতা যে ইহার নাই তাহাও নিঃসন্দেহ।

ষ্টেইল বা ইস্পাতের অনুকল্প অথবা ধাতুর দ্রব্যাদি তৈরীর প্রণালী রাসায়নিক এবং অভিনব বলিয়াই দাবী করে। সুতরাং যুদ্ধোত্তরকালে এই সব শিল্প উন্নতভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যথেষ্ট পরিকল্পনা, মূলধন ও যোগ্য কর্ম্মীর আবশ্যক। কিন্তু কলমূল হইতে যে সব অনুকল্প সামগ্রী তৈরী হইতে পারে তাহাদের উৎপাদনে ভূমির উর্ব্বরতা, জলবায়ু ও ফসলের প্রাচুর্য্যই যথেষ্ট। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সুবিধা আছে বলিয়া মনে হয় এই সব শিল্পের প্রসার এই দেশে সহজসাধ্য হইবে।

ধাতুদ্রব্যের অনুকল্প তৈরী সম্ভব নয়। সুতরাং কোন বিশেষ ধাতুর অভাব হইলে অন্য ধাতুর প্রয়োগে সেই অভাব যথাসম্ভব দূর করিতে হয়। জাপানে লৌহের খুব অভাব—জাপান এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়াই বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অনেক পূর্ব্ব হইতেই সে বাজে লোহা (স্ক্রেপ) সংগ্রহ এবং ক্রয় করিতেছিল। জার্ম্মানী এই বিষয়ে খুব ভাগ্যবান; প্রচুর লৌহ আকরের অধিকারী জার্ম্মানী। বর্ত্তমান যুদ্ধে জাপান কর্ত্তৃক পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকৃত হওয়ার ফলে মিত্রশক্তির কেরোসিনের টিনের অভাব খুবই অনুভূত হইতেছে। যে সব জাতিরা পূর্ব্বে উপনিবেশের পানের উপর টিনের প্রলেপ দিয়া ব্যবহৃত হইত, আজকাল তাহা ঐরূপ প্রলেপ ছাড়াই ব্যবহৃত হইতেছে। কেরোসিন ইত্যাদি তৈলের টিনে আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। আগে সিসাদেই ঔষধাদির কৌটার টিন দ্বারা তৈরী হইত, কিন্তু আজকাল শুধু উপরে এবং নীচে পাত এবং চাকতীটি দ্বারা সমস্ত কৌটাই কার্ডবোর্ডে তৈরী হয়। অনেক ঔষধের টিনের বদলে এলুমিনিয়াম, কাঁচ ব্যবহার করা হইতেছে। এই ভাবে একটি ধাতুর পরিবর্ত্তে অন্য ধাতু বা অন্য দ্রব্য ব্যবহার করার অর্থনৈতিক ফল সুদূরপ্রসারী।

যুদ্ধান্তে ধাতুর পরিবর্ত্তে প্লাষ্টিকের ব্যবহারের ফলে বর্ত্তমানে ব্যবহৃত অনেক ধাতুদ্রব্য ভবিষ্যতে তাহার অনুপযোগী বিবেচিত হইতে পারে। প্লাষ্টিক দ্রব্যসমূহের প্রসার লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বর্ত্তমান যুদ্ধকে "প্লাষ্টিকের যুগ" বলিয়া অভিহিত করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুকল্প সামগ্রীসমূহ প্রাকৃতিক সামগ্রী সমূহের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিযোগিতা করিবে সুনিশ্চিত। পশ্চিমিবিদার কৃতকর্ম্ম ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ হেনরী ওয়ালেস অনুকল্প দ্রব্য নিজের প্রতি মার্কিন ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মিঃ ওয়ালেস আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, অনুকল্প সামগ্রী নিজের উন্নতির ফলে স্বাধীন বেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্যের ব্যবস্থা বিশেষ করার ফলেই ভবিষ্যতে যুদ্ধের মূলীভূত অবস্থাসমূহ অন্তর্হিত হইবে। আমরা এখন হয়ত সে পর্যন্ত না করিলেও ইহা স্বীকার করি যে, ভবিষ্যতে যে দেশ অনুকল্প সামগ্রীনির্ম্মাণে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রেও তাহাকে পশ্চাতেই থাকিতে হইবে। অন্যান্য দেশের মত ভারতের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সহজে বাস্তবিকভাবে এবং বলগতভাবে নানা দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। আমরা আশা করি বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয়পক্ষই অনুকল্প সামগ্রী নির্ম্মাণ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

* এই প্রবন্ধ রচনায় Cicil Desch-as Substitute Materials in War & Peace নামক পুস্তিকার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

কলিকাতার শাখাসমূহ :

[illegible]

মফঃস্বলের শাখাসমূহ :

[illegible]

বয়নশিল্পের সমরকালীন ও সমরোত্তর সম্ভাবনা

শ্রীনিত্যানন্দ বিশ্বাস, এম. ই, এম ; এ. ই. আই (ইউ, এস, এ)

বিগত তিন বৎসরে বয়নশিল্প অসম্ভব রকম ভারতবর্ষে প্রচুর প্রসার লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। পূর্বে দোকানে যাইয়া কাপড় কিনিতে হইলে দাম করিয়া আমাদের কোন কাপড় চাহিবার ছিল না, আমিরাও কাপড় চাহিলেই বেশিভেটারের সিরি কাপড়ই পাইত। কিন্তু আজ দোকানে যাইয়া "স্বদেশী মিলি কাপড় চাই" এ কথা বলিবার অধিকার আমাদের হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেই যে সমস্যার সমাধান হইয়া যায় নাই। এই সম্পর্কে আমাদের প্রথম জানিবার বিষয় হইবে যে, দেশীয় মিলগুলি আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতে পারে কি না। আমা কিছু পূর্বেই আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, উহারা তাহা পারে না। আমি এখানে যুদ্ধের পূর্বেকার স্বাভাবিক অবস্থার কথাই বলিতেছি। দেশীয় মিলগুলির এই অক্ষমতার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাই উহাদের সংখ্যা এত কম যে, উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমান অপেক্ষা অনেক গুণ বৃদ্ধি করিলেও তাহা দ্বারা ৪০ কোটি লোকের আচ্ছাদন সমস্যা সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই অল্প সংখ্যক মিলের প্রত্যেকটিতেই তাঁতের সংখ্যা অপ্রচুর, তাঁতের সংখ্যা আরও কম।

দেশীয় মিলগুলিতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে তাহাদের পরিবর্তন সহজসাধ্য না হওয়ায় প্রচুর বস্ত্র উৎপাদনের পথে উহা অন্যতম প্রধান বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিল প্রতিষ্ঠা কালে মালিকগণ হাজারো ফন্দি এবং পাঁচি আমাইয়া ফুসলাইয়া কাজ আদায় করিয়াছেন। তদুপরি ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতির বৈদেশিক সরবরাহকারিগণ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়া আমাদিগকে 'বাধিত' করিয়াছেন। তাহার ফলে উহা আমাদিগকে বস্ত্র উৎপাদন হওয়া সম্ভবপর হইতেছে না। মজুর সমস্যা আমাদের দেশে অধিকতর বস্ত্র উৎপাদনের অন্যতম একটি প্রধান অন্তরায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে মজুর সস্তা, বৈষম্যিক মজুরীর পার্থক্য বিচার করিলে ঐরূপ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক ; কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অন্য দেশের সমান মজুরী দিয়া আমরা সমান কাজ পাই না। ফলে উৎপাদন ব্যয় আমাদের দেশী পড়িয়া যায়। দেশীয় মিল প্রতিষ্ঠানগুলিকে এতদ্ব্যতীত এই সকল অন্তরায় সম্মুখে রাখিয়া এক তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছে। তাহারই ফলে এদেশে বয়নশিল্পের পূর্ণ বিকাশ আজিও সম্ভব হয় নাই।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশীয় বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকারের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যে উক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রপাতি মজুর নিযুক্ত হওয়াতে মিল-মালিকগণ উপযুক্ত সংখ্যক মজুর পাইতেছেন না। মিল শ্রমিকদলের মজুরী বৃদ্ধি করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সরকারের যুদ্ধ অর্ডারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মিল কর্তৃপক্ষ পরাস্ত হইতে বাধ্য হন। ফলে প্রায় অধিকাংশ মিলেই কতকগুলি তাঁত অলস থাকে। শ্রমিক অভাবে মিলে অলস অবস্থায় পড়ি মিলমালিকগণ মিল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া সম্পূর্ণ অতিরিক্ত মূল্যে লোক নিযুক্ত করিতেছেন। ফলতঃ মজুরী শ্রমিকের তাহাদিগের নিকট হইতে আশানুরূপ এবং উহাদের কাজ পাওয়া যাইতেছে না। ফলে উক্ত শ্রেণীর কারখানাগুলি তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের আভিজাত্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইতেছে। ফলিয়া তুলিয়া অসাধারণের বাজারে দুর্নাম ছিটিয়ে হইতেছে। যুদ্ধকালীন প্রায়ক সমস্যা মিলগুলির ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।

তাঁত তাদের অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও বহুদিন বয়নশিল্পের অন্যতম কর্ণধার সমস্যা। দেশীয় বয়নশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে রিসিনিট সূতার জন্য বিদেশের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে হইতেছে। যারা বস্তুতঃ অত্যন্ত দাম বাড়া সত্ত্বেও এদেশে প্রচুর পরিমাণ উপযুক্ত শ্রেণীর তুলা উৎপাদন করিবার চেষ্টা আজও পর্যন্ত হয় নাই। যারা কিছু তুলা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাও সব এদেশে সুতায় রূপান্তরিত হইতে পারে না। ঐ উৎপন্ন তুলার অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানী হয় এবং অনেক স্থলে অধিক মূল্য দিয়া উহা সূতার আকারে আমাদিগকে বিদেশ হইতে গ্রহণ করিতে হয়। ফলে প্রয়োজনীয় মিলগুলির উৎপাদন ব্যয় বেশী পড়িয়া যায় এবং উহারা অনুরূপ বৈদেশিক মিল প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়। এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও দেশীয় মিলগুলি আপন আপন সাধ্যমত দেশের বস্ত্র সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিয়া কতকিছু দেশসেবা করিয়া আসিতেছিল। যুদ্ধ মিলগুলির দেশসেবার প্রথম বাধার সৃষ্টি করিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে সূতার আমদানী দীর্ঘায়ত্ত হইল, মিলের তাঁতগুলি ক্রমে ক্রমে অলস হইতে লাগিল। সরকার বাহাদুর মিলগুলিকে সূতা সরবরাহের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অবস্থা আরও খারাপের হইল। মিলগুলিকে বাধ্য হইয়া কাজ সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বন্ধ করিয়া দিতে হইল। পর দুই বৎসর ধরিয়া মিলগুলিকে, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের মিলগুলিকে, তাঁত। তাল সরবরাহের দিক দিয়া এইরূপ অসুবিধার

শেয়ার...?

অভিজ্ঞ শক্তিশালী ব্যক্তিগণ যারা আমাদের এ বিষয়ে আপনাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে পারিবে।

ফোন : ২৬বাজার ৫৪১১

সকল প্রকার শেয়ার (বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করুন) ক্রয় ও বিক্রয়ের পূর্বে আমাদের সহিত অনুসন্ধান করুন।

কমার্শিয়াল শেয়ার সিণ্ডিকেট লিঃ

৩০।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইষ্টার্ণ কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯২৯ ইং

ফোন : ক্যাল ৫৪৫৯

হেড অফিস :—কুমিল্লা

সেণ্ট্রাল অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাটনা, নারায়ণগঞ্জ, বেতিয়াহাই (বিহার) এবং মনসেরা (পাঞ্জাব) শাখা খোলা হইয়াছে।
কেন্দ্রবেলপুর এবং সেন্দুরা (পাঞ্জাব) শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সরবরাহ দিয়া প্রতিনিয়ত কাজ করিয়া যেসকল যুদ্ধকালীন খাদ্য মিটাইবার চেষ্টা করিতে হইতেছে। আমরা এই সম্পর্কে অবশ্যই কোন উন্নতি হয় নাই। শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা আছে এরূপ আশাপ্রদও হইতে পারিতেছি না। মূলতঃ বাজারে যন্ত্র নির্মাণ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্পর্কেও নিম্নলিখিত অনুরূপ অনুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ, তা প্রকৃতির হয় সরকার অবশ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ নির্দ্ধারিত দরে বহু সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য তাহা মুদ্রাস্ফীতি মাত্রই অবগত আছেন। যদিও বা বহু অনুসন্ধান চেষ্টা অন্তিমের পর নির্দ্ধারিত দরে কিছু মাল সংগ্রহ করিতে পারা যায়, ঐ সমস্ত পদার্থ ব্যবহারকালে ভেজাল ও দুর্নিয়মের পরিমাণ দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ঐ সমস্ত জিনিষ হইতে সরকার চাহিল তাদের কেনী ভাল পাওয়া যায় না। ফলে সরকার নির্দ্ধারিত দরের মর্য্যাদা রক্ষিতে পারা যায় না।

অতএব অন্যান্য দেশীয় যন্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান তথা সর্ব্বপ্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপর এক দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন করিয়াছে। অন্যান্য শিল্পগুলির তুলনা সম্পর্কে এরূপ অসহায় অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা নয়। অন্যান্য অনিক সম্পদের দিক দিয়াও ঐশ্বর্য্যশীলা নহেন। রাসায়ন ও ধাতবিয় খনিজগুলি হইতে ভারতের যন্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মূলত কোন কিছু উল্লেখযোগ্য নহে, জোগানের ৫% ভাগের বেশী হাল্কা নহে। তথাপি তুলনা অভাবে মিলের কার্য্য প্রায়ই বন্ধ হইয়া যায়, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? তুলনা সম্পর্কিত সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসংক্রান্ত অফিস এবং অনুষ্ঠান সবই আছে। তথাপি তুলনা অভাবে মিলে অপরিহার্য্য অচল অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। নিয়ন্ত্রণ অফিস তাহাদের নিয়ন্ত্রণ কার্য্য যথারীতি করিয়া যাইতেছে। ফলে প্রয়োজন মত ১ টন তুলনার জন্য আবেদন করিলে ১ মণ অথবা তদ্রিকটাই কোন একটা পরিমাণ মঞ্জুর হইতেছে। আবার ঐ মঞ্জুরও এরূপ পরিমিত মন্থর গতিতে আসে যে মিলগুলির উৎপাদন দুর্ঘটনায় অন্ত থাকে না। বিলম্বায় হইয়া কোন কোন স্থলে মিলগুলি বন্ধলাভের জ্বালানিরূপে কাঠ ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু সর্ব্বত্র সমভাবে প্রয়োজনের অন্ত নাই, কাজেই ঐ ক্ষেত্রের সরকারের মূল উদ্দেশ্যের সহিত মিলগুলির প্রতিযোগিতা এবং তাহাদের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়। তুলনা অনিক বা সরকারের নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হইতে নির্দ্ধারিত অবস্থায় মঞ্জুর হইয়া আসিল, কিন্তু তথাপি সমস্যার অবসান হইল না। রেলগাড়ীগুলির সময় মুক্তভাবে তুলনা খনি হইতে তুলনা বন্দরাঞ্চলে আনিয়া পৌঁছান কম জিহাদের ব্যাপার নহে। রেল কোম্পানীর নিকট ওয়াগন চাহিয়া আবেদন করিয়া মঞ্জুরের জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে যখন তথাকথিত তুলনার ওয়াগন আসিয়া পৌঁছিল তখন দেখা গেল যে, সাময়িকপ্রয়োজনীয়তা সমাধানের প্রতিযোগিতার তত তুলনার মূল্য তুলনার তুলনায় ৫০ : ৫০ অনুপাতে দেখা করিয়া চলিয়াছে।

বস্তুতপক্ষে তথা এতদ্দেশীয় সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেই আজ এই সমস্ত বাধা ও অসুবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হইতেছে। এই সমস্ত বিঘ্ন ও অসুবিধার উপর নিরোধাদি থাকিলে অপেক্ষা এতদ্দেশের সমরকালীন বিশেষ আইনসকল সমস্ত দেশীয় শিল্প এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অট্টোপাশ বন্ধনরূপে বিরাজ করিতেছে। বন্ধনশিল প্রতিষ্ঠানগুলির উপর যিনি যিনের নিয়ন্ত্রণ পড়িয়াছে এবং উহাদের পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন এত দ্রুত হইতেছে যে, উহাদের সহিত তাল রাখিয়া চলা মিলগুলির পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। একান্ত নিরীহভাবে শান্ত ভাবে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে মিল-গুলিকে প্রতি মুহূর্ত্তেই আইনের কবলে পড়িয়া হইবার ভয়ে অবনত হইয়া থাকিতে হইতেছে।

উপরে আলোচিত সমস্যাগুলি ভারতীয় বয়নশিল্পের অগ্রগতির পথে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার সৃষ্টি করিতেছে। অবশ্য এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা কোন দিক হইতেই দেখা যাইতেছে না। বস্তুতপক্ষে যুদ্ধকালীন সমস্যাগুলির সমাধান অনেকাংশে সরকারের দীর্ঘসূত্রতার উপর নির্ভর করে, কিন্তু সে দিক দিয়া আশানিরাশের কারণ হইতে হইয়াছে। প্যাসা-পাতাকে খাঁটাইতে হইবে, ফলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ভারতীয় যন্ত্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকেই ভোগ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, তাহাই থাকিবে। ভারতীয় শিল্পের প্রসার বৈদেশিক শিল্পের আধিপত্যের ঘটাইবে। "সুতরাং ভারতীয় শিল্পগুলিকে

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

৩ নং ক্যাম্বো লেন,

কলিকাতা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। ভারতের সর্ব্বত্র শাখা ও এজেন্সী আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

শ্রীপরিমলকুমার গুহ।

টাকা খাটাইবার জন্য নির্ভরযোগ্য উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

— হেড অফিস —

৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।

শাখা—কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বড়বাজার (কলিকাতা)।

বারাসত, মিরকাদিম, ঢাকা, দক্ষিণ কলিকাতা, বসিরহাট, বহরমপুর (মেদিনীপুর), বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) ও পুরী

শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

— সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় —

জেনারেল ম্যানেজার—
এস, সি, চাকলাদার।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
এস, এল, বাগচী, এম-এ(ক্যাম), বি-এ।

ইহা ঘোষণা মাত্র, প্রসপেক্টাস নহে

ওরিয়েণ্ট্যাল কটন্ কাল্টিভেশান

এণ্ড মিলস্ লিমিটেড

হেড অফিস—১৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কটন গার্ডেন :
ত্রিপুরা কটনষ্টেট, ত্রিপুরা ।

স্থাপিত — ১৯৩০

মিল :
গড়িয়া, ২৪ পরগণা ।

২৯,০০,০০০৲ টাকার

শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছেন

উক্ত শেয়ারের মধ্যে ডিরেক্টরগণ, বর্ত্তমান অংশীদারগণ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ১০০০ প্রেফারেন্স শেয়ার ও ৫০,০০০ হাজার অডিনারী শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন : নিম্নবর্ণিত অবশিষ্ট শেয়ার সর্ব্বসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হইবে :—

১০০৲ টাকা মূল্যের ৬০০০ (শতকরা ৬।০ লাভের ইনকমট্যাক্স মুক্ত) প্রেফারেন্স শেয়ার—প্রত্যেক শেয়ারের জন্য দরখাস্তের সঙ্গে শতকরা ১০৲ টাকা এবং শেয়ার বণ্টনের দিন হইতে দুই মাসের মধ্যে বাকী ৯০৲ টাকা দেয়।

১০৲ টাকা মূল্যের ১,৭০,০০০ অডিনারী শেয়ার—দরখাস্তের সঙ্গে প্রতি শেয়ারের জন্য শতকরা ১০৲ হিসাবে দিতে হইবে ; শেয়ার বণ্টনের তারিখের এক মাসের মধ্যে শতকরা ১৫৲ হিসাবে দেয়। অবশিষ্ট টাকা দুই মাস অন্তর অন্তর কল অনুযায়ী তিন কিস্তিতে শতকরা ৩৫৲ হিসাবে দেয়। উক্ত প্রকার শেয়ারের অকল অর্ডির দিন প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত অতিরিক্ত ১৲ টাকা লাগিবে।

উদ্দেশ্য :

সাধারণতঃ প্যাটিকোলস্ অফ এসোসিয়েশন ও মেমোরেণ্ডামে বর্ণিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করাই কোম্পানীর উদ্দেশ্য। কিন্তু তুলার চাষ ও কটন মিল স্থাপনই কোম্পানীর বিশেষ উদ্দেশ্য। উদ্দিষ্যে কোম্পানী ত্রিপুরাতে তুলার চাষ আরম্ভ করিয়াছেন এবং ৫০০ বীঘা ও ১৬,০০০ টাকু লইয়া একটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রাথমিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

লভ্যাংশ

১৯৪৩ সনে ১০%
১৯৪৪ সনে ... ১৫%
দেওয়া হইয়াছে

শেয়ারের জন্য কোম্পানীর মুদ্রিত ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে। শেয়ার ফরমের জন্য হেড অফিসে লিখুন।

কেশরাজ্য বিক্রয়কল্পে এজেণ্ট আবশ্যক।

তুলার চাষ ও মিলের জমি

কোম্পানী গত দুই বৎসর যাবিয়া পার্ব্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে নিজ জমিতে তুলা উৎপন্ন করিয়া প্রচুর লাভ করিয়াছেন এবং লভ্যাংশ দিয়েছেন। তদ্ভিন্ন চাষ বৃদ্ধির জন্য আরও জমি লওয়ার ব্যবস্থা হইয়েছে। মিলের জন্য কলিকাতার উপকণ্ঠে গড়িয়াতে জমি মনোনীত করা হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট এই সর্ত্তে এই শেয়ার বিক্রয়ার্থ অনুমতি দিয়েছেন যে, এতদ্বারা গভর্ণমেণ্ট কোন অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

আবশ্যক বিবেচিত হয় তাহলে রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার আমূলতর পরিবর্তনের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

ভারতীয় যন্ত্র শিল্পের এযাবৎ দুর্দশা ও বিলাপের কথা আলোচনা করার পর বক্তাদ্বয়ই ইহার ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসা সম্বন্ধে আলোচনা করার উৎসাহ জানান, অন্ধকারের মধ্যেই আলুর আলোর সন্ধান করে। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা হইতেছে এবং তাহা লইয়া কমিটি গঠন, বাস্তবরূপ অনুসন্ধান ও প্রশ্নোত্তর, রিপোর্ট লিখন, আলোচনা ইত্যাদি পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনার বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং আলোচিত হইতেছে তাহার সারমর্ম হইতে ইহাই বুঝা যায় যে যুদ্ধোত্তর পৃথিবী সুখময়, শান্তিপূর্ণ হইবে মধ্যে 'প্যারাডাইসের' সৃষ্টি করিবে। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাগুলির মধ্যে শিল্প স্থাপন অধিকার করে। ভারতবর্ষেও যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা লইয়া আলাপ আলোচনা চলিতেছে, কমিটিও গঠন হইয়াছে। সকল প্রকার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে বয়লারের স্থান না হইলেও অন্যতম স্থান লাভ করিবার যোগ্যতা রাখে, অন্ততঃ বর্তমান যুদ্ধকালীন যন্ত্র সরবরাহ ইহাকে সেই যোগ্যতা দান করিয়াছে। কিন্তু বর্তমান যন্ত্র সজ্জা দেখিয়াও আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বয়লারশিল্পের পুনর্গঠন ও সংস্কারের জন্য এখনও কোন ভাবীকালী পরিকল্পনা স্থির করিতেছেন না। বৃটিশ তুলা সচিবের সম্প্রতি তার বোম্বে ট্রিপ সম্প্রতি এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে যুদ্ধোত্তর বয়লারশিল্পের পুনর্গঠন ও উন্নতি সম্বন্ধে কতকগুলি কার্যকরী উপদেশ দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি ঐ সমস্ত উপদেশাবলী স্যাম্বাসাডারকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিয়াছেন, তথাপি যেহেতু ভারতীয় বয়লারশিল্পের স্যাম্বাসাডার শিল্পের সহিত সাক্ষাৎ রহিয়াছে সেই হেতু ঐ সমস্ত উপদেশ অনুধাবিত হইলে এদেশীয় বয়লারশিল্পেরও উন্নতি সাধিত হইবে। তাঁহার প্রথম উপদেশে তিনি বলিয়াছেন মিল মালিকগণকে নিজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যাক্তিগত লাভের উৎস বলিয়া মনে না করিয়া জাতীয় অর্থনৈতিক সম্পদ এবং সম্পদ বৃদ্ধির সোপান বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং উন্নত পরিকল্পনা লইয়া বৈজ্ঞানিক ও উন্নত প্রণালীতে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান চালাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিতে হইবে এবং কারখানার অন্যান্যবস্তু নিজ নিজ বিভাগের এবং অপরের সহিত নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, শ্রমিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিতে হইবে। তাহাদিগকে একে অপরের সহিত সহযোগিতা করিতে শিখিতে হইবে। চতুর্থতঃ, উৎপাদন এবং পরিবেশন এই উভয়ের মধ্যে নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের সহিত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অনেক বিষয়ের অবতারণাও তিনি করিয়াছেন। ভারতীয় যন্ত্র শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে উপরোক্ত সমস্ত উপদেশই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথায় তাহাদের নিজস্ব বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধান করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার হেতু এতদ্দেশীয় যে কোন পুনর্গঠন ও সংস্কারের পরিকল্পনার সরকারের দেশীয়করণ দাবি করিয়াছে। সরকার এ সম্বন্ধে বিবাদ্য সমূহ ব্যবহার দেখাইলে ভারতীয় বয়লারশিল্পের ভবিষ্যৎ প্রকৃতই নৈরাশ্যজনক। মিল মালিকমণ্ডল বিদেশ হইতে নূতন কলকব্জা আমদানী করার সুযোগ দেওয়া, দেশীয় মিলগুলিকে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবস্থা করার অনুমতি এবং সুবিধা দেওয়া, মিলগুলির উপর করভার লাঘব করা, সংরক্ষণ নীতি প্রভৃতি করিয়া অনুরূপ বৈদেশিক মিত্রের দেশীয় নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতা নষ্ট করা প্রভৃতি সমস্তই তাহার সরকার তথা উদ্দেশ্য সরকারের উপর নির্ভর করে। দেশীয় শিল্পগুলি সরকারের নিকট এই সমস্ত দাবী করিতে পারে নাকি? এ সম্বন্ধে সরকারের মনোযোগ যথাযথ আকৃষ্ট হইলেই আমরা যুদ্ধোত্তর বয়লারশিল্প সম্বন্ধে আশান্বিত হইতে পারি, নতুবা এই তিমিরেই আমাদিগকে থাকিতে হইবে। দেশে নিজ সম্পদীয় শিল্পের প্রবর্তন এবং প্রসার নিয়োগাভিজ্ঞ প্রধান উপায়। ভারতবাসীর মধ্যে নিজ সম্পদীয় বিশেষজ্ঞের অভাব ইহার অন্যতম অন্তরায় প্রতিবন্ধক। সকলের পক্ষে আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স কলেজে যাইয়া শিক্ষা লাভ করা বাস্তবে সম্ভব হয় না, অথচ বিলাতী ভারতবর্ষে অনুরূপ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজিও গঠিত হয় নাই। আমার কথা এই যে, যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে ম্যাসাচুসেট্স কলেজ অব টেক্নলজির অনুকরণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার পরিকল্পনা লইয়া উহার সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য অর্থনীতিবিদ্ শ্রীযুক্ত ধনিবীরঞ্জন সরকারকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিটি কতদূর ফলপ্রসূ হয় তাহা লক্ষণীয়।

রাজসাহী ব্যাঙ্কিং
এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড।

হেড অফিস : রাজসাহী। স্থাপিত—১৯০৮ কলিকাতা অফিস : ৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় —

কলিকাতা এজেন্ট :— যতেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, এম-এ, বি-এল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :— সরল কুমার ঘোষ, এম-এ, বি-এল।

মণীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : বহরমপুর (বেঙ্গল)

কলিকাতা শাখা : ৮-বি লালবাজার ষ্ট্রীট, ফোন : কলি ৩৭১৮

অন্যান্য শাখা :
খুলিয়ান, জেলডাঙ্গা, বোলপুর, ঔরঙ্গাবাদ, কুড়িগ্রাম ও উলিপুর (রংপুর)

শতকরা ৯৲ নয় টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়
ক্লিয়ারিং-এর সকল প্রকার সুবিধা ও ব্যবস্থা আছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান :
—— কাশিমবাজারের মাননীয় ——
মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এম-এ, এম-এল-এ

বি, এন, রায়, এম-এ, বি-এল
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

প্রবর্তক ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

ভারতের কাষ্ঠ-সম্পদ ও প্লাইউড শিল্প

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই কাষ্ঠের তীব্র অভাব দেখা দিবে। এই যুদ্ধে পৃথিবীর কাষ্ঠ-সম্পদের অনেক অপচয় হইয়াছে। বিশেষতঃ ইউরোপের দেশগুলিতে এই যুদ্ধ-কালে যেরূপে এবং যে পরিমাণে কাষ্ঠ কাটা হইয়াছে এবং যে পরিমাণ বন-আবাদ নষ্ট হইয়াছে; তাহার ফলে অন্ততঃ আগামী পঁচিশ বৎসর কাল ঐ সকল দেশের বন হইতে অতি সামান্য কাষ্ঠই আহরণ করা সম্ভব হইবে। পরন্তু যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের অধিকাংশ দেশ এক প্রচুর পরিমাণ কাষ্ঠ ঐ দেশগুলির অন্য দেশ হইতে আমদানী করা প্রয়োজন হইবে। বিশেষজ্ঞগণ পৃথিবীর অধিকাংশেই কাষ্ঠের দুর্ভিক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন।

প্লাইউড প্রভৃতি উন্নত ধরণের কাষ্ঠজাত শিল্পের প্রচলন করিয়া শিল্প-বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলি বহু পূর্ব হইতেই একদিকে কাষ্ঠ-সম্পদের অপচয় নিবারণ, অপর দিকে কাষ্ঠ-জাত দ্রব্যের অনেক উন্নতি বিধান ও কাষ্ঠজাত শিল্পের বহু বিচিত্র ব্যবহার প্রচলন করিয়াছিল। এবং এই যুদ্ধের জন্য ও অতি পুরা পুরুষের জন্য যুদ্ধ-কালেও প্লাইউড প্রভৃতি কাষ্ঠজাত শিল্পের কলকারখানার উন্নতি তাহারা করিয়াছে।

ভারতবর্ষের কাষ্ঠ উৎপাদক বন আবাদ, পুনরাবাদ (Re-afforestation), রক্ষণ ও নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সরকারী বন-বিভাগের হাতে। সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে, বৃটিশ ভারতের বন-বিভাগের অধীনে ১,২১,০০০ বর্গ মাইল বন-ভূমি আছে। ইহা ছাড়া জমিদারি প্রভৃতি ব্যক্তিগত অধিকারভুক্ত বন-ভূমি (private forest) আছে ৪৫০০০ বর্গ মাইল। বৃটিশ ভারতের মোট জমির পরিমাণের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র বন-ভূমি। কিন্তু এই বন-ভূমির অধিকাংশই আবার অকেজো জলা এবং বৃটিশ ভারতের মোট পরিমাণের শতকরা মাত্র ১২ ভাগ প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ উৎপাদক বন-ভূমি। অপর পক্ষে অন্যান্য দেশের বন-ভূমির পরিমাণ ইউরোপীয় রাশিয়া শতকরা ৪৪ ভাগ, জাপানে ২৪ ভাগ, জার্মানি ২৭ ভাগ, সুইডেন ৫৫ ভাগ, ফিনল্যাণ্ড ৭৪ ভাগ, গ্রেট বৃটেন ৬ ভাগ এবং ইউরোপের দেশগুলির গড়ে মোট পরিমাণের শতকরা ২৬ ভাগ বন-ভূমি এবং তাহা ভারতবর্ষের বন-ভূমির তুলনায় অনেক উন্নত।

ভারতবর্ষের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় মোট বন-ভূমি পরিমাণে খুব সামান্য না হইলেও এদেশের কাষ্ঠের আবাদ ও উৎপাদন ব্যবস্থা অত্যন্ত অবহেলিত। ভারতবর্ষে বহু শত প্রকার মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ জন্মে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ প্রয়োজনীয় কাষ্ঠের আবাদ এবং সংরক্ষণ না হওয়ায় সকল এবং প্লাইউড প্রভৃতি উন্নতরূপ কাষ্ঠজাত শিল্পগুলির প্রবর্তন ও প্রসার বাধা কাষ্ঠের অভাবজনিত অসুবিধা নিবারিত না হওয়ায় সকল দেশের আত্মরক্ষামূলক প্রয়োজন মিটাইবার জন্যেই বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকার কাষ্ঠ এবং প্লাইউড প্রভৃতি কাষ্ঠজাত দ্রব্য আমদানী হইতেছিল। এবং ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যিক নীতি অনেকাংশে বৃটিশ বণিক সমাজের স্বার্থে এবং নির্দেশে পরিচালিত হয় বলিয়া দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এতদ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক কাজই এখনও করা হয় নাই।

ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীর অধিকতর কর্তৃত্ব লাভের আশায় কথা শুনা যাইতেছে। ভারত সরকার এবং ভারতের শিল্পবাণিজ্যকেরা নিয়োজনের দ্বারা ভারতবাসীর আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা করিতেছেন। দেশের সর্বপ্রকার সম্পদকে উন্নতরূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজে লাগাইয়া আর্থিক সংস্থান বাড়াইতে হইবে। জাতীয় সম্পদের অপচয় নিবারণ করা দেশের আর্থিক ধনিয়াদ গঠনের প্রথম কাজ। সুতরাং ভারতবর্ষের কাষ্ঠ-সম্পদের অপচয় নিবারণ করিবার জন্য দেশের শিল্পবাণিজ্যিক এবং দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি।

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

==আসামের বৃহত্তম ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান==

রেজিঃ আফিস :—
সিলেটে

কলিকাতা আফিস :—
৬ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

আসামের শাখাসমূহ :
শিলং
গৌহাটী
নওগাঁও
শিলচর
করিমগঞ্জ
মৌলভী বাজার
হাফলঙ
হবিগঞ্জ

অনুমোদিত মূলধন ১০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন ৫,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ৪,৩৫,০০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন— এক কোটি টাকার উর্দ্ধে।

বাঙ্গলার শাখাসমূহ :
ঢাকা
ময়মনসিংহ
কিশোরগঞ্জ
নেত্রকোণা
নারায়ণগঞ্জ
চট্টগ্রাম

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
পত্র লিখিলে সর্ত্তাদি পাঠান হয় —

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

মিঃ জে, এম, দাস,
জেনারেল ম্যানেজার।

জলপা, সোরা, সোনা প্রভৃতি খনিজ সম্পদগুলির মত কাঠ উৎপাদক বন-ভূমিগুলিও ভারতের প্রথম শ্রেণীর জাতীয় সম্পদ। বৃষ্টিহীন ঋতুতে অথবা যে বৃষ্টিহীন ঋতুতে দেশের সম্পদের অভাবের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের কাষ্ঠ-সম্পদের অপচয় এবং অপ-ব্যবহার রোধ করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে। শিল্প-বিজ্ঞানে উহার যে দেশগুলি প্লাইউড, বোর্ড-উড, সেলিং বোর্ড, ফিলিং বোর্ড প্রভৃতি আসবাব ও আস্তরণের দ্রব্যের নব প্রকার উন্নত শিল্প স্থাপন করিয়া এবং কাষ্ঠের অপচয় নিবারণ করিয়া জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করিতেছে।

প্লাইউড ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যগুলির সাধারণ কাষ্ঠের তুলনায় অনেক বিষয়ে গুণ আছে এবং তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রও অনেক বিস্তৃত। প্লাইউড-এর বোর্ড আসবাবে অনেক বহু হইতে পারে; ইহা সাধারণ কাষ্ঠ অপেক্ষা অনেক গুণ লঘু অথচ দৃঢ়তা; অগ্নিসহনীয় এবং অন্যান্য সুন্দর। প্লাইউডজাত অন্যান্য দ্রব্যগুলির মধ্যে ফ্লেক্সউড, ফ্লেক্সবোর্ড, সেলিং বোর্ড, ফিলিং বোর্ড প্রভৃতি আর্দ্রতা, বরফ-জমাটা, পাকা-মজবুত ছিদ্রের ছাউনি (roof), মেঝেতল প্রভৃতি গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয় অংশে ব্যবহৃত হইতেছে। বর্তমান যুদ্ধকালে আমেরিকা হইতে যে সকল তৈরী (Pre-fabricated) বসবাসি প্রভৃতি প্রয়োজনে সৈনিকদের জন্য এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য আসিতেছে, তাহার প্রায় সমস্তই প্লাইউডের তৈরী। বিমান এবং মোটর গাড়ির বডি তৈরীর কাজে প্লাইউড অপরিহার্য। টীল, ষ্টিলের অথবা এলুমিনিয়ামের পাত প্রভৃতি দামী ধিনিষের পরিবর্তে এখন অনেক ক্ষেত্রেই প্লাইউড ব্যবহার চলিতেছে। সর্বপ্রকার প্যাকিং-এর কাজে সাধারণ কাঠের পরিবর্তে প্লাইউডের ব্যবহার এখন পৃথিবীর সকল দেশেই বহু বেশী প্রচলিত হইয়াছে। প্লাইউডজাত দ্রব্যাদির প্রধান বৈশিষ্ট্য দুইটী: প্রথমতঃ, সাধারণ কাঠের পরিবর্তে প্লাইউড ব্যবহার করিলে কাঠের বহু লভ্যতা সম্পদ অনেক বেশী কম হয়; দ্বিতীয়তঃ, প্লাইউডের উপরিভাগে উৎকৃষ্ট কাঠের পাতলা ফিতার (veneer) লাগাইয়া ভিতরে নিকৃষ্ট কাঠের ফিতা অথবা তক্তা দেওয়া হয় বলিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট এবং দামী কাঠের বহু কমাইয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সস্তা কাঠ ব্যবহার করা হয়। উপরন্তু প্লাইউডের নির্মিত দ্রব্যাদি সাধারণ নিরেট কাঠের দ্রব্যের চাইতে লঘু, টেকসই, সুন্দর এবং আরও বহু গুণে শ্রেষ্ঠতর।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ ঘর-বাড়ি, জল-জাহাজের তক্তা, আসবাব, খুঁটি, বর্গা, পার্টিশন, মেঝেতল, বেড়া, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি ছাপরা কার্যে; বাই-সাইকিল-রেহার, চৌকী-খাটিয়া, আসবাবি-বাক্স ইত্যাদি কার্পিচার নির্মাণ কার্যে; খেলার জিনিষ, খেলনাগাড়ি, মোটর গাড়ির বডি, দেশীয় গরুর গাড়ি, টেনা গাড়ি, গরুর-টানার-লক্ষ ইত্যাদির নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে ও দিন-দিন্যাপীয় নানাবিধ প্রয়োজনীয় অন্য নির্মিত দ্রব্যাদি নির্মাণ কার্যে লঘু ও দামী কাঠের ব্যবহার হইয়া থাকে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মালপত্র প্যাকিংএর জন্য ও মালামির জন্য অপেক্ষাকৃত লঘু ও সস্তা কাঠের ব্যবহার অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে বাস্তুহারা এই দুই প্রকার কারিগরী এক প্রধান অংশ প্রায় যুদ্ধকালে বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছিল। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য এই আমদানী অনেকাংশে হ্রাস এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু দেশের কাষ্ঠ-সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার প্রচলন এবং অপ-ব্যবহার ও অপচয় রোধ না করিতে পারিলে যুদ্ধের পরের অবস্থার উন্নতি আশা করা যায় না।

ভারতবর্ষে শিল্পজাতের প্লাইউডের প্রচলন ও ব্যবহার বাড়াইয়া অনেক ক্ষেত্রেই কাঠের পরিমাণ সহজতা ৫০ হইতে ৭০ ভাগ পর্যন্ত কমাইয়া দেশের কাষ্ঠ-সম্পদের অপচয় ঐ পরিমাণে নিবারণ করা যায়। একমাত্র কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত এলাকায় শিল্প-বাণিজ্যের কাজ-কারবারের জন্য এবং মালপত্র প্যাকিং ইত্যাদি কাজের জন্য প্রতি বৎসর আন্দাজ এক কোটী ঘন ফুট নরম কাঠের প্রয়োজন হয়। এই এলাকার সমস্ত প্যাকিং-এর কাজে সাধারণ কাঠের পরিবর্তে প্লাইউড ব্যবহার করিলে প্রতি বৎসর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ঘন ফুট নরম কাঠের বহু কমান যাইতে পারে। প্লাইউডের প্যাকিং শক্ত, সুন্দর এবং হালকা।

একমাত্র ভারতীয় চা শিল্পের জন্যই প্রতি বৎসর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ প্লাইউডের বাক্স প্রয়োজন হয়। প্লাইউড প্রচলিত হইবার পূর্বে সাধারণ কাঠের বাক্সেই চা পাঠান হইত; বর্তমানে প্লাইউডের বাক্স ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু তাহার প্রধানাংশই আসে বিদেশ হইতে। এই দেশে যে সামান্য কয়েকটী প্লাইউড-এর কারখানা ছিল, তাহারা এই বিরাট চাহিদার অতি সামান্য অংশই যোগাইতে পারিত। সম্প্রতি কলিকাতার চারিপাশে, উত্তর বঙ্গে, আসামে, সংযুক্ত প্রদেশে, বিহারে, পাঞ্জাবে এবং অন্যান্য ভারতে কয়েকটী প্লাইউড তৈরীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতেছে। বাস এবং ট্রাক-বডিসহিত প্যাকিং ও অন্যান্য কার্যের জন্য প্লাইউডের চাহিদা মিটাইতে ভারতীয় প্লাইউড শিল্পকে আরও অনেক উন্নত ও বিস্তৃত করার আশু প্রয়োজন রহিয়াছে।

সাধারণ প্যাকিং কাজের উপযুক্ত সস্তা হালকা প্লাইউড ছাড়া ও অপেক্ষাকৃত মূল্যবান কাঠের ফিতার উপরে দিয়া ফিতের সস্তা কাঠের ফিতার বা বোর্ড দিয়া তৈরী ফ্লেক্সউড, সেলিং বা ফিলিং বোর্ডের ব্যবহার প্রচলিত করিয়া দেওয়া, বিস্তৃত ভাবে প্রস্তুতি দামী কাঠের অভাব অনেক কমান যাইতে পারে। বরফ-জমাটা, বাই-সাইকিল-রেহার, আসবাবী প্রভৃতি আসবাবপত্র নির্মাণ কার্যে, সিলিং, দেওয়াল, পার্টিশন ইত্যাদি প্রস্তুতের কাজে এবং রেলগাড়ির বডি, মোটরগাড়ি, বাস ইত্যাদির বডি তৈরীর কাজে এবং অন্যরূপ নানার প্রকার কাজে প্লাইউড ও প্লাইউডজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার প্রচলিত হইলে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের বহু লক্ষ ঘন ফুট মূল্যবান কাঠের বহু বাঁচিয়া যাইবে। এবং সেই পরিমাণে বিদেশ হইতে ষ্টীল এবং ষ্টীলজাত দ্রব্যাদির আমদানী হ্রাস প্রয়োজন করিবে।

প্লাইউড শিল্পের সম্প্রসারণ ও প্লাইউড ও প্লাইউডজাত দ্রব্যের ব্যবহার চালু করিয়া এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিকৃষ্ট কাঠকে উন্নত করিয়া ভারতবর্ষের কাষ্ঠ-সম্পদকে সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের শিল্প পরিকল্পনা-কারী জন-নায়কদের, সরকারের এবং দেশ-বাসীর দৃষ্টি এই জাতীয় সমস্যাটীর প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি। এখনও এদিকে মনোযোগ দিলে ভারতের কাষ্ঠ সমস্যার শুভ-সমাধান হইতে পারে।

টেলিগ্রাম—'মেসোরেণ্ডাম' ফোন : কলিঃ ৫৭৪৬

দি লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড আফিস : চাঁদপুর (বেঙ্গল)

কলিকাতা অফিস :—২৯, ষ্টাণ্ড রোড

শাখাসমূহ

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পুরাণ-বাজার (শ্রিপুরা), মালদহ, টাঙ্গিবাড়ী (ঢাকা), সেরাজদিখা (ঢাকা), শিয়ালদহ (কলিকাতা)।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

তরুণ চীনের পল্লী-সংস্কার

শ্রীবলাই রায়-রায়

চীনের সভ্যতা সত্যকারী পরিধার কৃষকশ্রেণী এবং সভ্যতা আশীজন লোকই সহরের বাহিরে বাস করে। চীনারা গত চল্লিশ শতাব্দী যাবৎ অর্থাৎ ৪০০০ বৎসর যাবৎ 'কৃষক' বলিয়া পরিচিত। সুতরাং চীনের জাতীয় সংস্কার মানে পল্লী-সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকন্তু যে দেশে রাজাধারাই সর্বাপেক্ষা বড় পেশা এবং জীবন যাপনের সর্বপ্রধান উপায়, সে দেশে পল্লী-সংস্কার মানে কৃষি-সংস্কারেই রূপান্তর মাত্র। অন্তরিকে পল্লী-সংস্কার কেবল কৃষি বলিয়াই ব্যস্ত নহে। অবশ্য সাধারণভাবে কৃষি-সংস্কার বলিলে আমরা ভাল বীজ, ভাল সার, ভাল কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদিই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু ওকল চীনের পল্লী-সংস্কার মানে অধিবাস ও প্রজার মধ্যে সাক্ষ্য ও মিত্রতা, আদান ও বিনিময়ের ব্যবস্থার দূর করা এবং সুন্দর পল্লীজীবন ও সুখী পল্লী-সমাজ সৃষ্টি করা।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে (১৯১৪-১৮) যখন চীনা শ্রমিক সেনা (labour corps) ফ্রান্সে যুদ্ধে গিয়াছিল, তখন চীনা কুলীদের সাহস ও নির্ভীক ভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুদ্ধ শেষে তাহারা যখন দেশে ফিরিয়া আসিল, তখন হইতেই তাহাদের মনে পল্লী-সংস্কারের কথা জাগিয়া উঠে। তখন তৎকালে চীনা পল্লী-সমাজ ডাকাতি, রেষারেষি, দারিদ্র্য, দুর্নীতি-জাকাতি ইত্যাদির দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন ছিল যে, তখন কোনরকম উন্নতির ব্যবস্থা ও উন্নতির চেষ্টা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইত। এইভাবে কিছুদিন চলিয়া যায়। ১৯২৭ সাল হইতে আস্তে আস্তে পল্লী-সংস্কার আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে 'জীবিকা' বা প্রদেশের 'ভাল-ভাত' ছিল উহাদের সংস্কারের মূল কথা। যে ভাবেই হউক সকলের 'জীবিকার' ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই আশা এবং এই প্রতিজ্ঞা লইয়া উহারা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়।

১৯৩২ সালে জাতীয় সরকারের উহাদের কার্যতালিকা দেখিয়া পল্লী-সংস্কারে মনোনিবেশ করে। ইং ১৯৩১ সালে কৃষি-বিভাগ একজন মন্ত্রীর অধীনে খোলা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের তার প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকারের পল্লী-উন্নতি বিধায়ক সংস্কার-বিভাগ আছে। কিয়াংসি (Kiangsi) প্রদেশে পল্লী-সংস্কারক নারী শিক্ষা-সংঘ আছে। এই সমস্ত শত শত শিক্ষিত নারীকে পল্লী-পুনর্গঠনের সাহায্যের জন্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রেরণ করিয়া থাকে। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (Country Magistrate) বা তাঁহার প্রায় সর্ব্ব সময়েই চাষীদের সংস্পর্শে আসেন, তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক শিক্ষাকেন্দ্রে অল্পকাল কিম্বা দীর্ঘকালের জন্য বিশেষ শিক্ষা লইতে হয়,—কৃষি-বিষয়ে। জাতীয় সরকারের নিয়মানুযায়ী মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের অর্দ্ধেক সময় থাকিতে থাকিতে ঘুরিয়া কাটাইতেন। সেনাপতি চিয়াং কাইশেকের পুত্র চিয়াং কো ছাংগী মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি সব সময়েই পল্লীগ্রামে চলিয়া কৃষিকের ও পল্লী-সমাজের ব্যাপারাদি পরিদর্শন করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামে গ্রামের উন্নতির, লেখাপড়ীকে সরল ভাবে জীবন যাপন করিতে শিক্ষা দেওয়া।

নবীন চীনের নীতি (Hsien) বা মহকুমা এক একটি নূতন সৃষ্টি। এই সব নীতিই শাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দেশ-রক্ষা এবং লোক-হিতৈষণা শিক্ষা দিবার প্রধান কেন্দ্র। নীতের শাসন পরিষদের সভ্যরা স্থানীয় লোক দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত পল্লী-সংস্কারের কর্ম্মসূচী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পুলিশিক্ষিত পল্লী সংস্কারকের প্রয়োজন। সেই জন্য ইদানীং ওকল চীনের পল্লীগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের উচ্চশিক্ষা পর্য্যন্ত যে সব শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টি নিম্ন স্তরে কলেজ গ্রামের হইতে বহুদূরে। বর্তমান চীনের সমস্ত শিক্ষার প্রধান ও বিশেষ লক্ষ পল্লী-সংস্কার এবং পল্লী-সমস্যা সমাধান। উহারা এমন শিক্ষারই পক্ষপাতী যে শিক্ষা হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন কুশিক্ষা ও কুসংস্কারকে দূর করিয়া বর্তমান যুগের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পল্লী-জীবনকে উন্নত ও উন্নত করিয়া তোলে, সামাজিক প্রাচীন রীতি-নীতির বেড়াজাল ভাঙিয়া পল্লী-সমাজ সহজ ও সরল হইয়া উঠে এবং সত্য স্বাধীনতা দেশের শান্তি-সম্পদ দেশে অর্থ সম্পদ আহরণ করে। তাহে স্বার্থপর স্থানীয় "অসহযোগের" অভাব কোন দেশেই নাই। যে কোন উন্নতি ও অগ্রগতিকে বাধা দেওয়া এই জাতীয় স্থানীয় নেতাদের কাজ। উহাদের বাধা-বিপত্তি ছিন্নভিন্ন করিয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গল করিবার জন্য ওকল চীন সমস্ত শিক্ষার মূলে "পল্লী-সংস্কারকে" মুখ্য করিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই জন্য বর্তমান সময়ে স্বাধীন চীনে ১৮৫ জন কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং সমাজ-সংস্কারক বর্তমান। তাহাদের অধীনে ৬০০০ (ছয় হাজার) প্রচারক, সংস্কারক দেশের পল্লীতে পল্লীতে কাজ করিতেছে। এগুলির দেশের সর্ব্বত্র গ্রাম-উন্নয়ন কেন্দ্র, দুটীর সময় তাহাদের পল্লী-সংস্কার সমিতিসমূহ, সেবা সমিতি, বর্ণপ্রচারক সমিতিসমূহ আজকাল পল্লী-সংস্কার কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। চীনের পল্লী-সংস্কারের ইচ্ছা বহু পুরাতন এবং এই ইচ্ছা ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিতে পারে যদি তাহারা তাহাদের প্রাণের কথা ও বেদনা মনে, গানে, ছবিতে, ধর্ম্মে প্রকাশ করিবার সুযোগ পায়। সেই জন্যই বর্তমান যুগের চীনা পল্লী-সংস্কারক পল্লীর নিরক্ষর লোক হইতে সংস্কার করিতে সুরু করিয়াছেন। তাহা এককাল উহা উনিশ হইতে বাদ্যই চলিয়াছিল।

যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষয় হয় চীনের পল্লী জীবন ও নাগরিক জীবনের মিলনে। বহু শিল্প আজ যুদ্ধের ফলে বন্ধ বন্ধ সময় ছাড়িয়া সুদূর পল্লীগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে আজ কৃষি ও শিল্পের মিলনকাজ যোগ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। চীনের অধিকাংশ কৃষি সীমাবদ্ধ এবং তাহার লোক সংখ্যা প্রচুর। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত চীনের শিল্প ও কৃষি সমস্যার সমাধানের সাহায্য না করে এবং এক সঙ্গে পরিচালিত না হয়, ততদিন চীনের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। যুদ্ধের ফলে বর্তমান সময় চীনে শিক্ষা ও কৃষি যে ভাবে এক সঙ্গে মিলিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয় যুদ্ধোত্তরকালে ওকল চীনে অবস্থান নগর এবং নীন-ভিত্তি পল্লী থাকিবে না। সংস্কারের ফলে চাষীরা পল্লী ও সহরের মাঝের ফল প্রায় এক হইয়া যাইবে। বর্তমান সরকার পল্লী গ্রামে শিল্প ও কারখানা, চীনা কৃষকের অবসরকালে অর্থ উপার্জনের এক নূতন পথ দেখাইয়াছে এবং শিল্পাদিক সভ্যতার জন-মজুর পাইয়া অতি সহজেই এবং অল্প খরচে অধিক লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। শিল্প ও কৃষির এই মধুর-পূর্ণ মিলন,—পল্লী ও সহরের এই মধ্য বিধান —নগরের অর্থ ও পল্লীর দারিদ্র্যের এই সামঞ্জস্য ওকল চীনের বৈশিষ্ট্য এবং যুদ্ধোত্তর ভালে জগতের আদর্শ।

ফোন :—বড়বাজার ৫৫০৮

নবজীবন

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।

(স্থাপিত—১৯৩১ সাল)

হেড অফিস :—৮৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ঃ ঃ কলিকাতা।

টেনিসিভেলী পরিকল্পনা ও তাহার শিক্ষা

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

উনবিংশতির শেষে ঐতিহাসিকেরা মানবসৃষ্টিতে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আমেরিকা হইতেই এই সিভিল বিপ্লবগুলির উৎপত্তি হইয়াছে, আমেরিকার মধ্যেই উহার স্থিতি। বিশ্বস্রষ্টার এই যে আমেরিকা অনুভূত হইয়াছে, মানুষের জীবনে তাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অত্যাবশ্যক নয়। মানুষের জন্য নির্দ্ধারিত এই আমেরিকা—সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতার সন্ধানের প্রয়াস হইতেই মানুষের বুদ্ধি গভীরতা লাভ করিয়াছে, জ্ঞান হইয়াছে প্রসারিত এবং বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাহার প্রাপ্য যে এখনও মানুষ পায় নাই, একথা সত্য, কিন্তু নবনবী, পর্ব্বতের প্রান্তর এবং মরু অঞ্চলে যে প্রাকৃতিক সম্পদ লুক্কায়িত রহিয়াছে, মানুষ যে তাহাকে তাহার সুখ শান্তি স্বাস্থ্য বৃদ্ধির প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতে সমর্থ, বিজ্ঞান তাহা আজ বিশ্লেষণের-দ্বারে প্রকাশ করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, বন্যার যে জল-কল্লোল মানুষের প্রাণে মৃত্যুর পদ-ধ্বনির মতই শোনায়—যে জলোচ্ছ্বাস শস্যপূর্ণ মাঠকে মুহূর্ত্তে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়, সহস্র সহস্র নরনারীকে করে মৃত্যুহীন, মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান মিলিয়া এই জলের প্রলয়ঙ্করের যে কল্যাণময় সেবকায় রূপান্তরিত করিতে সমর্থ আমেরিকার টেনিসি-ভেলী পরিকল্পনা তাহাও প্রমাণিত করিয়াছে অল্পকালের মধ্যে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার পূর্ব্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবাহিত টেনিসি নদীটী বর্ষার প্লাবনে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধ্বংসলীলায় মাতিয়া উঠিত। আবার অন্য সময়ে উহাতে এত সামান্য পরিমাণ জল থাকিত যে, মানুষের কোন প্রয়োজনেই উহা লাগিত না। সুনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বাঁধ তৈয়ার করিয়া আজ এই নদীতে শুধু নৌযানাদিবাহী কতকগুলি হ্রদের সন্ধানই পরিলক্ষ করা হয় নাই, জল-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এই নদীর অববাহিকায় অবস্থিত পল্লী, নগর, রেলপথ, কৃষিক্ষেত্র এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বন্যার কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে; সস্তা জলজ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বাস যুক্তরাষ্ট্রকেই শুধু আলোকিত করিতেছে না, তাহার রসায়ন কারখানার সম্ভার হইয়াছে, কৃষিক্ষেত্রে জল চালান করিতেছে এবং শিল্প ভারখানায় হইয়াছে বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রের চালক শক্তি। দশ বৎসরের মধ্যেই এতখানি উন্নতি সাধন সম্ভবপর হইয়াছে। বিজ্ঞান বলে বলীয়ান মানুষ শুধু বুদ্ধি প্রয়োগিত হইলে কতখানে যে নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহা আজ আর ঠাকুরমার উপকথা নয়, টেনিসিভেলীতে তাহা প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া।

দশ বৎসরের মধ্যে টেনিসিভেলীতে যে অদ্ভুতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে হইলে টেনিসি নদী হইতেই এই আলোচনা সুরু করা প্রয়োজন। অন্ধ্রপ্রদেশটি এই টেনিসি নদীটি শুধু এটির নদীর একটী অন্যতম উপনদীই নয়, টেনিসি, আর্কান্সাস, উহার ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, আলাবামা, মিসিসিপি এবং কেন্টাকি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সাতটী রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত। বস্তুতঃ যে অববাহিকা অঞ্চল দিয়া এই নদীটী প্রবাহিত, তাহা উল্লিখিত সাতটী রাষ্ট্রে অবস্থিত থাকায় এই অববাহিকা অঞ্চল এবং নদী উভয়কে একত্রই সহজে আমরা বুঝিতে পারি। উহার ক্যারোলিনা ও আর্কান্সাসের পশ্চিমাংশ আর্কান্সাস, আলাবামা এবং মিসিসিপির উত্তরাংশ এবং টেনিসি রাষ্ট্রের প্রায় সম্পূর্ণটা এবং কেন্টাকির কতকাংশ লইয়া এই অববাহিকা অঞ্চল অবস্থিত। উহার আয়তন ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের প্রায় সমান এবং এই অঞ্চলে প্রায় ৪৫ লক্ষ লোকের বাস। টেনিসি নদীটির আলাবামা, মিসিসিপি এবং কেন্টাকি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সাতটী রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত। বস্তুতঃ যে অববাহিকা অঞ্চল দিয়া এই নদীটী প্রবাহিত, তাহা উল্লিখিত সাতটী রাষ্ট্রে অবস্থিত থাকায় এই অববাহিকা অঞ্চল এবং নদী উভয়কে একত্রই সহজে আমরা বুঝিতে পারি। উহার ক্যারোলিনা ও আর্কান্সাসের পশ্চিমাংশ আর্কান্সাস, আলাবামা এবং মিসিসিপির উত্তরাংশ এবং টেনিসি রাষ্ট্রের প্রায় সম্পূর্ণটা এবং কেন্টাকির কতকাংশ লইয়া এই অববাহিকা অঞ্চল অবস্থিত। উহার আয়তন ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের প্রায় সমান এবং এই অঞ্চলে প্রায় ৪৫ লক্ষ লোকের বাস। টেনিসি নদীটির পাইকেল, ক্লিঞ্চ, হলষ্টন, আর্কান্সাস হইতে, ক্লেঞ্চফোর্ড ও ফোর টেনিস, উহার ক্যারোলিনা হইতে এবং ডিবলা সি জর্জিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ওকোই, নরলী এবং ওয়াটোগা এই তিনটী নদী উপনদীর উপনদী। টেনিসি নদী দীর্ঘ হইলেও টেনিসিভেলী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে উহার খাতসংকীর্ণতা খুব বেশী ছিল না। আলবামা রাষ্ট্রে অবস্থিত উইলসন ড্যাম হইতে টেনিসি রাষ্ট্রে অবস্থিত ফাইফ্রগজ্যাম পর্য্যন্ত এবং উহার আরও উজানের আগে টেনিসি নদীর গভীরতা ছিল মাত্র দুই ফুট এবং উইলসন-ড্যাম হইতে ওকিও নদীর সহিত সংযোগ স্থল

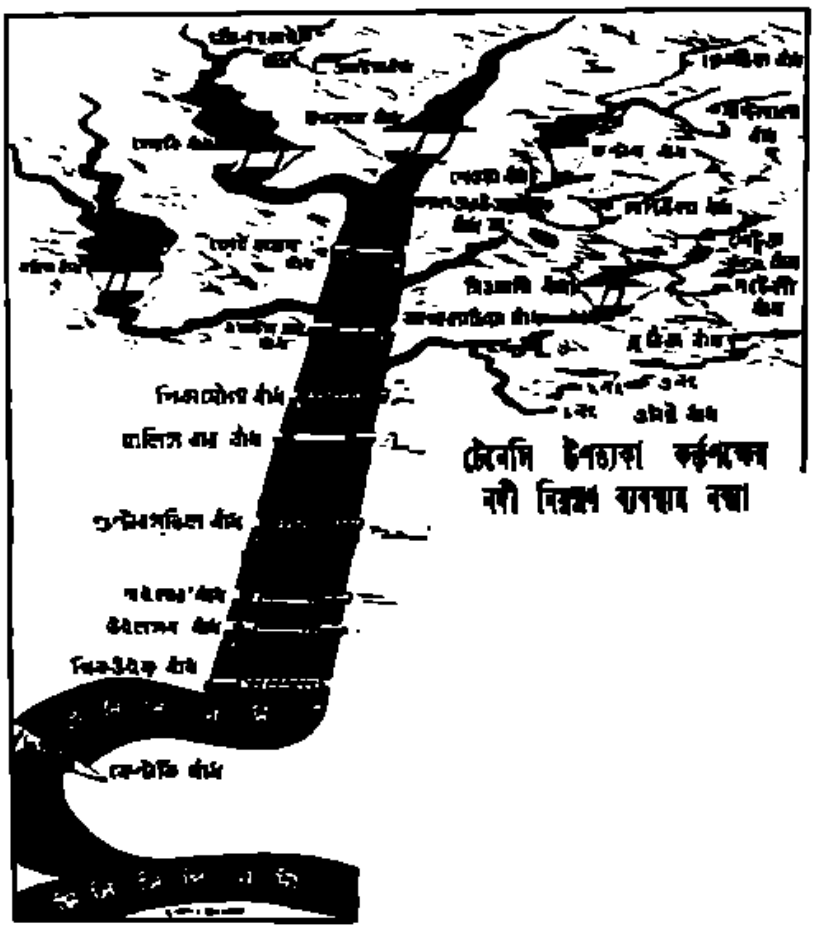

পর্য্যন্ত নদীর গভীরতা মাত্র চারি ফুট ছিল, টেনিসি নদীর অববাহিকা অঞ্চলের ভূমি বিশেষ ছিলপ্রস্ত জলসেচ্যাপী চাষবাস এবং প্রবল বারিপাতের ফলে অত্যর্থর হইয়া পড়িয়াছিল। বন লক্ষ একর ভূমি পতিত পড়িয়া থাকিত, আরও ২৫ লক্ষ একর জমি ঠিক পতিত পড়িয়া না থাকিলেও উহা একরূপ পতিত জমির পর্য্যায়েই দাঁড়াইয়াছিল এবং ৪৫ লক্ষ একর ভূমিতে উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। টেনিসিভেলীর ১৫ লক্ষ অধিবাসীর জীবন-যাত্রার মান সাধারণভাবে আমেরিকার্যাসীর

(পড়পড়তা) জীবনযাত্রার মান অন্যান্য স্থানে অনেক অনুন্নত ছিল।

১৯৫০ সালের প্রথমদিকে নদীতীরস্থলক স্থানে টেনিসিভেলীর উন্নতি চেষ্টা আরম্ভ হয়। এই বৎসরের মধ্যেই প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ এক্স বসতি পরিচালনা করা হয়। টেনিসিভেলী নামটি মার্কিন রাষ্ট্রে অবস্থিত। উহাদের প্রয়োজনেই বিদ্যুৎ যোজনা গড়িয়াছে কাজেই টেনিসিভেলীর উন্নতির জন্য নির্মাণে এবং অতিরিক্ত ক্ষমতালাভের একটি স্বতন্ত্র শক্তি থাকা প্রয়োজন। সুতরাং ১৯৩৩ সালের যে মাসে মার্কিন কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করিয়া যখন টেনিসিভেলী অথরিটি (সংক্ষেপে টি. ভি. এ) গঠন করিলেন, তখন হইতে মার্কিন রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে একটি নূতন অধ্যায়ই শুধু সুরু হইল না, কৃষি, বনবনী, ভূমিক্ষয়, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষিক্ষেত্রে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এবং মানুষ যে একই ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ, তাহাও স্বীকৃত হইল। অন্যান্য সকল নদীর মতই টেনিসি নদীরও বহু প্রকার বা সম্ভাবনা সম্পন্ন রহিয়াছে। যে সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য টেনিসিভেলী অথরিটি গঠিত হইল, সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই শুধু টেনিসি নদী নয়, যে-কোন নদীর প্রকৃত সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কিন রাষ্ট্রে অবস্থিত টেনিসি নদী অববাহিকার নিম্নলিখিত ৭টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া শ্রেষ্ঠতর সাধন করিবার জন্য এই স্বতন্ত্রসত্ত্ব গঠিত হইয়াছে। (১) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, (২) কৃষিকে উর্বর করা, (৩) নূতন বসতি স্থাপন, (৪) সস্তা জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদন, (৫) সার উৎপাদন, (৬) নূতন বসতি সংস্থাপন এবং (৭) অন্তর্ভাগীয় নদীপথে যান চলাচলের ব্যবস্থা।

টেনিসিভেলীর উন্নতি সাধনের জন্য প্রথম ও প্রধান কথা টেনিসি নদী। টেনিসি নদীকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইল যে, বন্যা অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা নিবারণের ব্যবস্থা এবং নদীর আন্তর্দেশের গভীরতা নৌ-চলাচলের উপযোগীই শুধু করা হইল না, এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হইতে যাহাতে সর্বপ্রকারে লাভবান ও উপকৃত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদন অন্যতম। এই উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য কতকগুলি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেকটি বাঁধ টেনিসি নদীর উৎপত্তিস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া মোহনা পর্যন্ত সমগ্র নদীটির জন্য একটি সুসমন্বয় ব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ। প্রত্যেকটি বাঁধের অবস্থান, আকার এবং কার্যপ্রণালী অন্যান্য বাঁধের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র নদীটির প্রকৃত সম্পদ মানুষের ব্যবহারোপযোগী হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখনও পূর্ণতা লাভ করে নাই, সাড়ে ৬৫০ মাইল দীর্ঘ নদীর ৪৬৪ মাইল পরিমিত আন্তর্দেশ আজ ৯ ফুট গভীর হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র নদীটিকে নৌ-চলাচলের উপযোগী ৯ ফুট গভীর করিবার ব্যবস্থা পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। ইতিমধ্যেই টেনিসি নদীতে নৌ-চলাচল বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯৩০ সালে ২ কোটি ২৪ লক্ষ টন-মাইলে নৌ-চলাচল হইয়াছিল। সেই স্থানে ১৯৫৯ সালে হইয়াছিল ৭ কোটি ৭ লক্ষ টন-মাইল। ইহার মধ্যে বালি এবং প্রস্তর বহনের হিসাব ধরা হয় নাই। ১৯৪০ সালের প্রথম ৯ মাসে ১৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টন-মাইল পণ্য চলাচল হইয়াছে। উহা ১৯৩৯ সালের দ্বিগুণেরও বেশী। বর্তমানে ২০টি বাঁধ টেনিসি নদী ও উহার উপনদীগুলির জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং আরও ১০টি নূতন বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বাঁধগুলির দ্বারা হ্রদের যে সকল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বন্যা নিবারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বে বন্যার যে জল-প্রবাহ মানুষের দুর্ভাগ্যের, শস্যক্ষেত্র, রাজপথ, সেতু, বিদ্যুতের প্রকৃতি তালাইয়া লইয়া যাইত, তাহাকে সংযত করিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। টেনিসি নদীর নিয়ন্ত্রিত জলপ্রবাহ দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপুল ব্যবস্থা হইয়াছে। বন্য নিয়ন্ত্রণ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা টেনিসিভেলী সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৪৪ সালে এখানে ১০১৭০০০ কিলওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তি বর্ধিত হইয়া ১৭০০০০০ কিলওয়াট হইয়াছে। এখানে যে 'বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহা টেনিসিভেলী ও নীমা ডাকাইতাও মেক্সিকো উপসাগরের এবং উত্তর-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেটলেকস্-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পর্যন্ত প্রবাহিত করা হইয়াছে।

টেনিসি নদী হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ উক্ত নদীর অববাহিকার সর্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। এই অঞ্চলে পূর্বে মিসিসিপি রাষ্ট্রে প্রতি সাতটি কৃষি কার্যের, মিসিসিপির প্রতি ৩৯টি কৃষি কার্যের এবং টেনিসি ও আলবামার প্রতি ২৫টি কৃষি কার্যের ১টিতে বৈদ্যুতিক শক্তি

১৯৪৪ সালে
নূতন বীমাপত্র বিক্রয় করা হয়েছে
২,১৩,৫২,৮২৫৲ টাকা
(দুই কোটী তের লক্ষ বাহান্ন হাজার আট শত পঁচিশ টাকা)
১৯৪৩ সালে
কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ছিল
১,৩২,২৫,৭৭৫৲ টাকা
(এক কোটী বত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার সাত শত পঁচাত্তর টাকা)
মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড
১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

Gram : "CALINDBANK". Phone : Cal. 6228
ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
ক্লাইভ রো, কলিকাতা
নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান
শাখাসমূহ :—বগুড়া, বারাকপুর, বড়বাজার (কলিঃ), হাটখোলা (কলিঃ), বেনারস, বহরমপুর (মোরশিদ), মৌলাখরকুল (আজমগড়), জামুই (মুঙ্গের), রাজা (মুঙ্গের), রায়ডাঙ্গা, রাসপুর, রাসপুর সিটি, হাজোইজল (বেহার)
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

যাতায়াত করিত। পরে এক একটির মধ্যে সময়ের অন্তরে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে ৭টি রাষ্ট্রের ৮৫ হাজার কৃষিক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রতি পাঁচটি কৃষি ফার্মের ১টিতে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হইতেছে। ৩ কৃষকদের কৃষণে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার বিপুল পরিবর্তন আনিয়াছে। আমাদের রান্নাঘরে রিফ্রিজিরেটর স্থান পাইয়াছে। 'চলে যাওয়া আমে গাড়ী' আর দেখা যায় না। পাম্পের সাহায্যে জলপাত্র পূর্ণ করা হয়। সব গুদামঘরে জন্য খোলাবাড়ীতে জল-যন্ত্র বসান হইয়াছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আছে সাজানি মজুত রাখিবার জন্য টাঙ্গা ঘর। ঘাস তরীকরণের জন্য আছে যৌথ শুষ্ক করা যন্ত্র, সেখাই জন্য, কাঠ কাটা ও কুটি চালাই-বার জন্য যৌথ মোটর। ঘাস লবণাক্ত করিয়া শুষ্ক করিবার, মিল্লি আলুর খোসা ছাড়াইবার জন্য এবং ডেয়ারী ফার্মে দুধ ঠাণ্ডা করিবার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার হইতেছে। এই সকল কাজের জন্য জন সমবায় সমিতি গঠন করিয়া কৃষকরা নিজেরাই পরিচালন করিয়া থাকে। টেনেসিভেলীর এই রাষ্ট্রে ৪৫টি এইরূপ সমবায় সমিতি আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অংশের তুলনায় টেনেসিভেলী অঞ্চলের লোকদের প্রতি একর জমির উপর আয় পরিমাণে দ্বিগুণ হইতে হয়। কৃষি ফার্মগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র, গড়ে ২৫ একরের বেশী নয়। কিন্তু কৃষক পরিবারে লোকসংখ্যা বেশী। জমির চারের এই অল্প আয়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ছাড়াইয়া গিয়াছে। টেনেসি নদীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের কৃষির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে। ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আধুনিক সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতির সাহায্যে একটা নদীকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করা অপেক্ষা বহু সুফল ধরিয়া যে মৃত্তি উৎপাদিকা শক্তি ছাড়াইয়াছে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করা অনেক কঠিন কাজ। তথাপি এই অনেক বৎসরের মধ্যে যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহাও কম নয়। মৃত্তিকে মাটি মুইয়া যাইয়া ভূমির যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করা হইতেছে। সমুদ্র মাটি, সোয়াবিন কৃষি এবং লক্ষ্যক্ষেত্রগুলি কৃষির উর্বরতা ও উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি ঘোষণা করিতেছে। নদী তীরবর্তী লক্ষ লক্ষ একর কৃষি আচ্ছাদিত ও চাষ করিয়া, বীজ বপন করিয়া এবং ঘাসের চাপড়া বসাইয়া মৃত্তির জলে মাটি মুইয়া যাওয়া নিবারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জলের গতিকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার জন্য নালা কাটা হইয়াছে, আবার সেই জল যাহাতে একেবারে বাহির হইয়া না যায় সেই জন্য ঢেকরা হই-য়াছে ছোট ছোট বাঁধ। এই ভাবে জমিতে যে জল আটকান হয়, মাটিতেই ভিজে উহা ভূমিয়া যাইয়া নব যৌলিক গাছপালা ও ঘাসের শিকড়কে সরস রাখিয়া থাকে। টি-ভি-এ পরিচালিত ছোট বড় বাঁধ এক ব্যাপী নালাইটিতে ১৩ কোটি গ্যালন জল ধারণ করা হইয়াছে। প্রায় ৩০ লক্ষ একর কৃষি বাসিয়া ১০ হাজার ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ চলিতেছে। এই গুলি কৃষকদের ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্র হইলেও উহাদিগকে ডিমোনেস্ট্রেশন ফার্ম বলা হয়। গত বৎসরে টেনেসিভেলীতে সবজির উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে। একরগুলি সবজির উৎপাদন শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য সবজির মোট পরিমাণ বাড়ে নাই বটে, কিন্তু পূর্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণ জমিতেই পূর্বের অনুরূপ পরিমাণ সবজি উৎপন্ন হইতেছে। ডিমোনেস্ট্রেশন ফার্মগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির হার আরও বেশী, প্রায় দ্বিগুণ। নূতন পদ্ধতিতে এতই পরিমাণ লৌহ বিরোধ ভাতা দান, ডিম, দুধ প্রভৃতির উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ হইতে ৪০ ভাগ বাড়িয়াছে।

টেনেসি নদী নৌ-চলাচলের উপযোগী করার নদীপথে বাহিত মালের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আজ এই নদীপথে তাঁতাতালই শুধু বাহিত হয় না, উহাতে বাহিরাহাম হইতে ইস্পাত এবং কার্পাসজাত জব্য, মিরিয়া পোলিস হইতে শস্য, লক্ষ লক্ষ গ্যালন গ্যাসোলিন, তৈল, কল যন্ত্র, মোটর প্রভৃতি এই নদীপথে চালান দেওয়া হইয়া থাকে। ১৯৫৫ সালের মধ্যে নদীটিকে নৌ-চলাচলের উপযোগী করা একেবারে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা অর্থাৎ যার মাঝারি নদীর আদলোতা নৌ-চলাচলের উপযোগী হইবে। তখন নদীপথে বাহিত পণ্যের পরিমাণ যে আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু যে পণ্য চলা-

* আলোচ্য বন্দ সংখ্যের মধ্যে এমন একটিও কৃষি ফার্ম পাইবে না যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত না হইবে।

Telegram : WARRANTY Calcutta Phone : Cal. 2[illegible]

হাওড়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯৫৫

হেড অফিস : ৩।১, ন্যাপো লেন, কলিকাতা

— শাখা সমূহ —

বাংলা—বালীগঞ্জ, টালিগঞ্জ, বড়বাজার, বৌবাজার, শ্যামবাজার, কুটী (ত্রিপুরা), বগুড়া, জলপাইগুড়ি, দুবরাজপুর, ঢাকা, বরিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল),

বিহার—গয়া, কোদারমা ইউ পি—বেনারস, এলাহাবাদ

—পে অফিস—

পোড়াবাজার—বহরমপুর (বেঙ্গল), দোমচাচ—কোদারমা।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

এন, বি, বোষ দস্তিদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

গুলই বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নয়, ভাহার ভাহার বিভিন্ন শ্রেণীর প্রয়োজন-মৌতাত বহু লোক এই নদীকে প্রয়োজনমত করিয়া থাকে। ৯ হাজার মাইল ব্যাপী পৃথিবীর অন্যান্য-ভাগের খেলাধূলার জন্য পার্কও সন্তুষ্ট হইয়াছে। নদীর তীরে তীরে পার্ক তৈয়ার করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সংখ্যকলোকী এই নদীতে যান বহিতে থাকে। তাহাদের নৌকা বাঁধিবার জন্য ৫০টিরও অধিক ডক নির্মিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের সহযোগিতায় প্রকৃতিরও মধ্যে উৎপাদন শক্তি বর্ধিত হইয়াছে। জল সংরক্ষণের জিলাগুলিতে মাত্র ৪০ লক্ষ বাড়িয়াছে, আর মূল নদীর জিলাগুলিতে বাড়িয়াছে ৫০ লক্ষ। মাথের শ্রেণীর বাড়িয়া প্রায় ৪০টি হইয়াছে। ১৯৪০ সালে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মাংস যুক্ত হইয়াছিল, উহা বাড়িয়া পঁচিশের ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

নদীপথে মাল চলাচলের সুব্যবস্থার সহিত বাণিজ্যের সম্বন্ধ যেমন খুব ঘনিষ্ঠ, নিয়ন্ত্রণের সহিতও তাহার সম্পর্ক তেমনি খুব নিবিড়। টেনেসি নদী নৌ-চলাচলের উপযোগী হওয়ায় উহার তীরে বহু নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন লক্ষ লক্ষ মজুর নিয়োজিত হইয়াছে, তেমনি জনসাধারণের জন্যও সৃষ্টি হইয়াছে চাকরির হাজার নূতন নূতন চাকুরী। আলবামা রাষ্ট্রের ডিকাটুর (Decatur) পূর্বে যে সকল ভূমিতে তুলার চাষ ও তুলা উৎপাদন করিত, এখন সেখানে শিল্পের হইয়াছে আধার। টেনেসিতেও শুধু তুলার উৎপত্তিস্থানেই পরিবর্তন হয় নাই, মাটির গঠনেও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। টেনেসিভেলীর তুলার প্রায় ৫০ ভাগের চেয়ে বেশী পরিমাণ সম্পন্ন তুলাকে রক্ষিত করিয়াছে। এগুলির মধ্যে কতকগুলি মানুষের ভোগ লাগেই আসিত না। আজ এই ধরনের সম্পদও মানুষের কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

টেনেসিভেলীতে যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহাদের আমাদের এই আলোচনার দাবীদের জন্য এই সকল উন্নতি করা হইয়াছে সেই মানুষের—টেনেসিভেলীর অধিবাসীদের কথাই এ পর্যন্ত বলা হয় নাই। মানুষের উন্নতির কথা বলিতে গেলে প্রথমেই তাহার আর্থিক অবস্থার কথাই বলা প্রয়োজন। ১৯৩০ সালের মধ্যে উক্ত ৭টি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় ১৯৫০ সালের তুলনায় শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন প্রতি আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৫৬ ভাগ। ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে খাদ্যে আমদানের পরিমাণ শতকরা ৭৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমগ্র মার্কিন রাষ্ট্রে ঐ সময়ের মধ্যে খাদ্যে আমদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৪৯ ভাগ। টেনেসিভেলীর অধিবাসীদের আয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে একথা উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্র মার্কিন রাষ্ট্রে জন প্রতি গড়পড়তা আয়ের তুলনায় টেনেসিভেলীর অধিবাসীদের জন প্রতি গড়-পড়তা আয় অনেক কম—প্রায় অর্ধেক। তথাপি এই আয় বৃদ্ধি বিশেষভাবেই উল্লেখ-যোগ্য। মন্দ বৎসরে তাহাদের আয় বিগুণ হইয়াছে। এই আয় বৃদ্ধির অর্থ তাহারা ভাল খাইতে পাইতেছে, ভাল পরিতে পাইতেছে। পূর্বাপেক্ষা তুলনায় তাহাদের দিন সুখেই কাটি-তেছে। ইহা নদীর মানুষ যে দেশের অত মূল্যবান সম্পদ টেনেসিভেলীর উন্নতিসাধনের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। টেনেসি-ভেলীর এই উন্নতি প্রচেষ্টা উহার অধিবাসীদের আত্মবের সাহিত্যই প্রদান করিয়াছে। কৃষকেরা, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকেরা অনেক মূল্যবান শিল্প-কৌশল শিক্ষা করিয়াছে, যদিও শিক্ষার বাকী আছে এখনও অনেক।

টেনেসিভেলীতে এই যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার মূলের কথাও এখানে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। নদীকে নৌ-চালনোপ-যোগী করা, বন্যা নিবারণ এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ বাবদ ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ব্যয় হইয়াছে ৬৭১,০০০,০০০ ডলার। নূতন আরও কয়েকটি বাঁধ নির্মিত হওয়ায় ১৯৪৪ সালের শেষ পর্যন্ত মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০ কোটি ডলারে। উহার মধ্যে ৪৫ কোটি ডলারই ব্যয় হইয়াছে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য। ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে, ঐ আর্থিক বৎসরে বৈদ্যু-তিক শক্তি বিক্রয় করিয়া টেনেসিভেলী কর্তৃপক্ষের ৩১,৫০০,০০০ ডলারেরও বেশী আয় হইয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তি

হেড অফিস : লাইভ ব্যাঙ্ক : কলিঃ　　টেলিগ্রাম : ব্যাঙ্ক | ৪২৭৫ ৪৭৩১

স্থাপিত—১৯৩০

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ২১-এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

● নিষ্ঠা ● নিরাপত্তা ● নির্ভরযোগ্যতাই
আমাদের সমস্ত শাখা ও কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য

ব্যাঙ্কিং কার্য্যে অতুলনীয় সুবিধা এখানে পাইবেন

চেয়ারম্যান
রায় জে, এন, মুখার্জ্জি বাহাদুর
ভূতপূর্ব্ব ষ্টীমার ও পাবলিক প্রসিকিউটর (হুগলী)

ডিরেক্টর ইন-চার্জ
মিঃ হৃষীকেশ মুখার্জ্জি

উৎপাদনের সর্বপ্রকার ব্যয় বাবদ উদ্বৃত্ত হইয়াছে ১ কোটী ৩০ লক্ষ ডলার। নদী নিয়ন্ত্রণের ব্যয় বাবদীয় ভূমি পুনঃপ্রাপ্তির জন্য উক্ত আর্থিক বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ৩,৭৪,৫০০ ডলার। ভূমির পুনঃগঠন ও অন্যান্য উন্নতির বাবদ ১০ বৎসরে মোট ৪৯,৮০০,০০০ ডলার ব্যয় হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ব্যয় উৎপাদন ইত্যাদি বাবদ ব্যয় হইয়াছে ৮,৩০৫,০০০ ডলার। টি-ভি কর্তৃপক্ষ এক বৎসরে মোট ৭৪ কোটী ডলার মূলধন ব্যয় করিয়াছেন। এই ব্যয় যে খুব বিপুল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যয়ের যে সার্থকতা তাহা শুধু টাকা পয়সার হিসাবে নির্ণয় করা অসম্ভব।

যে পদ্ধতিতে টেনিসিভেলীর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা টি-ভি কর্তৃপক্ষের নূতন কোন আবিষ্কার নয়। নদী হইতে যে আমরা বহুবিধ উপকার পাইতে পারি এবং নদীর উন্নতির সঙ্গে উহার অববাহিকা অঞ্চলের উন্নতি যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, বহুবিধ পূর্তবিদ ইঞ্জিনীয়ার ও বৈজ্ঞানিকগণ এই সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। ভূমির সহিত নদীর সম্বন্ধ অনেক। আমার ভূমির সহিত বন-জঙ্গল, খনিজ সম্পদ, কল-কারখানা, লোকবসতি এবং মানুষের সম্বন্ধও তেমনি নিবিড়। প্রয়োজন শুধু মানুষ, বিজ্ঞান এবং পুনর্গঠনের কর্মতৎপরতা প্রভৃতির সম্মিলিত শক্তি দ্বারা নদী, ভূমি এবং খনিজ সম্পদকে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য নিয়োজিত করা। টেনিসিভেলীতে তাহাই সম্ভব করা হইয়াছে। ভূমির উন্নতি, উহার উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি শুধু ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা নয়, শুধু কৃষিকার্য সংক্রান্ত সমস্যা নয়, শুধু কৃষি-বিজ্ঞানের সমস্যাও নয়। তেমনি নদীর উন্নতিসাধনও শুধু নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ নির্মাণ এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলাকৌশল সংক্রান্ত সমস্যাই নয়। ভূমির উর্বরতা সাধন, বৃষ্টির জলে মাটি ধুইয়া যাওয়া নিবারণ, পর্বতের সানুদেশে নূতন বনভূমি প্রতিষ্ঠাই যেমন ঐ গুলিকে কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্য নয়, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নৌ-চালন, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যও শুধু ঐগুলি কার্যে পরিণত করা নয়। মানুষের খাওয়া, পরা, থাকার সুব্যবস্থা করা, তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য বিধান করাই ঐগুলির উদ্দেশ্য। টেনিসি নদী সম্বন্ধেই শুধু ইহা সত্য নয়, পৃথিবীর হাজার হাজার নদী সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই, যেখানে পর্বত বা পাহাড় হইতে নদী উৎপন্ন হইয়া সাগরে মিশিয়াছে —সেখানেই টেনিসিভেলীতে যাহা করা হইয়াছে তাহা করা সম্ভব। আমাদের দেশেও—তাহাতে তথা বাংলাদেশও নদী যেখানে ক্ষয়-পীড়নে ভূমি এবং মানুষের বিপুল ক্ষতি সাধন করে, আবার অন্য সময় পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের জন্য নিষ্ক্রিয়, ক্ষীণ স্রোতের মধ্যে অলস হইয়া পড়িয়া থাকে, সেখানেই টেনিসিভেলী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা সম্ভব। সুখে ও স্বচ্ছন্দতায়, শান্তিতে ও স্বাস্থ্যে মানুষের জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিবার জন্য এইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশ্বের সভ্যতাগর্বী জাতিরা না করিতে পারেন, কিন্তু আর সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন। সম্পদ অর্জিত, সুখ-দুঃখ সবই মানুষ এই কথা ভাবিয়া দেশকর্তৃদের বাঁচিয়া থাকার জন্য মানুষের জীবন নয়। মানুষ যে নিজের চেষ্টাতেই দুঃখকে জয় করিতে পারে টেনিসিভেলী পরিকল্পনা তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

টেনিসিভেলী পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা উপলক্ষে বাংলার দুঃখের নদী দামোদরের কথা স্বভাবতই আমাদের মনে পড়ে। দামোদরের বন্যায় প্রতি বৎসরেই বহুসংখ্যক এবং অধিবাসীদের প্রচুর ক্ষতি করে। কোন কোন বৎসর উহার তাণ্ডব-লীলার ব্যাপকতা ও ভীষণতা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। মানুষের বন্ধুরূপে যাঁর সৃষ্টি করিয়া মানুষের দুঃখকে শুধু বর্ধিত করিয়াছে মাত্র। মানুষের কল্যাণের জন্যই টেনিসিভেলীর যে প্রচুর উন্নতি হইয়াছে, দামোদর অববাহিকারও অনুরূপ উন্নতি সম্ভবপর। কিন্তু সেই কল্যাণময় হস্তের সাক্ষাৎ এখনও আমরা পাই নাই। দুঃখের পরে পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার অনেক কথাই আমরা শুনিয়াছি। আমাদের দেশেও পরিকল্পনা কম রচিত হয় নাই। বাংলা দেশ সম্বন্ধে কোন যে-সরকারী পরিকল্পনার কথা আমরা জানি না, কিন্তু সরকারী পরিকল্পনা গঠন কার্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাও আমাদের অজানা। এই পরিকল্পনায় বাংলার বন্যা নিবারণ, নদী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কতটুকু স্থান পাইবে আমাদের পক্ষে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। দামোদর বন্যা তদন্ত কমিটির সুপারিশ কার্যে পরিণত হইতে কত বিলম্ব হইবে তাহাও আমরা জানি না। বাংলার নদীগুলির সহিত বাঙালীর খাদ্য, স্বাস্থ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—তাহার সমগ্র জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এতদিন এখন অবহেলার দৃষ্টিই সরকারের নদী মানুষের পরিকল্পনা গ্রহণে প্রণোদিত করিতে সমর্থ। টেনিসিভেলীতে যাহা হইয়াছে, বাংলায়ও তাহা সম্ভব করিবার প্রয়োজন আছে। উহার জন্য সরকার ও জনগণ উভয় পক্ষকেই উদ্যোগী হইতে হইবে।

উলুবেড়িয়া লোন অফিস

= কোম্পানী লিমিটেড =

হেড অফিস—১৩৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত ঃ—১৯২৭

— টাকা খাটাইবার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান —

গত ৩৮ বৎসর এই লোন অফিস জনসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—অশোক নাথ ধাওয়ালী। ম্যানেজার—বিনয় সি. ঘোষ।

খাদ্য রেশন

রেশনের মূলে মাত্র খাদ্য রেশন মানিলেই চলিবে না—
আপনার আর বায়ের রেশনও মানিয়া চলিতে হইবে।
এই বিষয়ে নিত্য চিন্তার পরামর্শ লইতে পারেন

শ্রীমন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ডেণ্টা প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স

লিমিটেড

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক

Tele : OVERDRAFT. Phone : CAL. 3141

ন্যাশনাল ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ ১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ

ডালহৌসী স্কোয়ার.	খিদিরপুর	আলতা (বাগুরা)
ক্লাইভ ষ্ট্রীট.	বরবর	বহরমপুর
বালিগঞ্জ	বাগড়া	এলাহাবাদে

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

বেঙ্গল কমার্শিয়াল
এণ্ড
এগ্রিকালচারাল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
৩।১, অ্যাঙ্গো লেন,
কলিকাতা।

•

শাখা :
বড়বাজার, মাণিকতলা, আলমবাজার
ও
অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে।

•.•

বরানগর শাখা
শীঘ্রই খোলা হইবে।

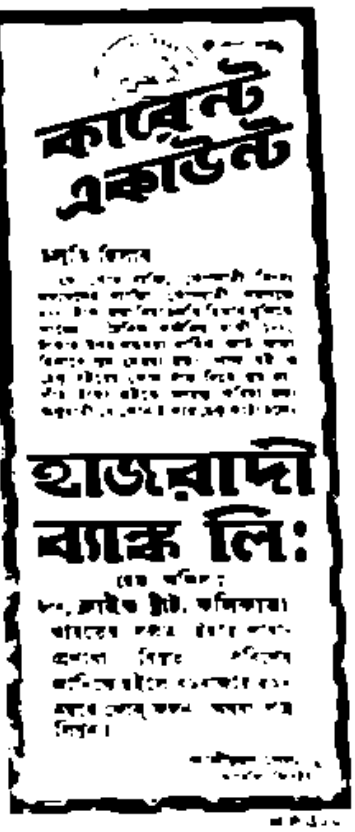

একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান—
আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করতে আপনাকে সকলপ্রকার সুযোগ সুবিধায় সাহায্য করবে।

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড
কলিকাতা

ব্রাঞ্চ

কলিকাতা—
আলবার্ট রোড, বড়বাজার, কাশিয়াপাড়া, অলেন্স ষ্ট্রীট, বিডনষ্ট্রীট, হরিঘাটা, বাগবাজার, বেহালা, বালিগঞ্জ।

উড়িষ্যা—
পুরী, কটক, ভদ্রকাশ্বর ও ভীমনেশ্বর, পুরুষোত্তম, পুরুষ, বেরহামপুর (গঞ্জাম), আসুল ও ঝোলপুর ষ্টেট।

ইষ্ট, পি—
ঝোলাংগ ও ঝোলপুর।

বাংলা—
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বিক্রমপুর, করিমপুর, গোপালগঞ্জ, বাঘুড়ী, মেদিনীপুর, আলমবাজার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং।

আসাম—
গৌহাটী, শিলং, ডিব্রুগড় (শীঘ্র), শ্রীহট্ট।

বিহার—
মুঙ্গের, রাঁচী, ভাগলপুর, সমস্তিপুর, দারভাঙ্গা, সাহিবগঞ্জ, কাটিহার, ডালটনগঞ্জ, জামসেদপুর (মুসলমানী ও সাকচী)।

সি, পি—নাগপুর

যুঃ অফিস : বিলাসপুর—রায়পুর (শীঘ্র)
এজেন্সিজ—আগ্রা, দিল্লী, লাহোর

হেড অফিস হাউস
দার্জিলিং ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস
আশুতোষ মুখার্জ্জী রোডে
শিঘ্র স্থানান্তরিত করা হইবে।

টেলি : "ব্লেসবো" ক্যাল
ফোন : পি, কে—২৬৮১

মিঃ বি, মুখার্জ্জী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মার্ক্সবাদ না গান্ধীবাদ ?

অতুল সেন

কার্ল মার্ক্স ব্যক্তিগত জীবনে বহু নির্য্যাতন সহিয়াছিলেন। এই নির্য্যাতনকারী শ্রেণীর পক্ষে তাঁহার মতবাদ দুঃস্বপ্নস্বরূপ। তাহাই, তাঁহার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর এই শ্রেণীর পক্ষ হইতে তাঁহার মতবাদের তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। ইহাদের কলম পরিচালনা ব্যক্তিরা বুঝিয়া ও না বুঝিয়া মার্ক্সবাদের খণ্ডন করিয়াছে এবং ইহার ভ্রান্ত ও বিকৃত টীকা-টিপ্পনি লিখিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে পণ্ডিত, ফোট, ম্যালথ ও রেভারিটির আক্রোশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বন্ধু বলিয়া থাকে ধনিক শ্রেণী। তাহাই, বিভিন্ন দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা ব্যবস্থায় মার্ক্সবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্যারী ল্যোরম্ স্কুলের একটি প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য অর্থশাস্ত্রের যে সব পুস্তক সুপারিশ করা হইত, তাহার মধ্যে মার্ক্সের পুস্তকের নাম ছিল না; কোন অধ্যাপক ঐ সব পুস্তকের নাম করিতেন না, অথবা করিলে অন্যান্য ভাষায় করিতেন।

কিন্তু ব্যবহারিক সংশোধন সত্ত্ব এই মার্ক্সীয় অর্থনীতি যখন প্রথম সোভিয়েট রুশিয়ায় প্রবর্ত্তিত হয়, তখন উহার বিরুদ্ধে তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ হইয়াছিল। বোল্ডার সম তখন মোটা মোটা মাথা দোলাইয়া বলিয়াছিলেন,—এই অর্থ-নৈতিক পরীক্ষা ব্যর্থ হইবেই, হইতে বাধ্য। তাহার পর, সকলে মুখে ছাই দিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার নূতন অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা যখন সফলতার দিকে চলে, তখন উহার বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। ধনিক শ্রেণীর সকল অর্থনীতিক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকরা সোভিয়েট রুশিয়া ঘুরিয়া আসিয়া বলিতে আরম্ভ করে—মার্ক্সবাদ সেখানে রুশিয়ার নাই; ষ্ট্যালিনের একনায়কত্বে সেখানে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, সোভিয়েট রুশিয়ায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই, পারিবারিক বন্ধন নাই, শিল্প নাই, সংস্কৃতি নাই—ইত্যাদি যত প্রকার অপপ্রচার সম্ভব, সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে সবই চলিতে থাকে অপ্রতিহত গতিতে।

এমন সময় আরম্ভ হয় ফাসিস্ট যুদ্ধ। এ যুদ্ধের মূল বিষয় পৌরাবৃত্তি নয়—উহা বিজ্ঞানবল ও সংগঠন-শক্তির প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় সোভিয়েট রুশিয়ার অসাধারণ সফলতা দেখিয়া সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হয়। নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মনে প্রশ্ন জাগে—এতটা অসাধারণ অগ্রগতি দেশ দিন বৎসরের মধ্যে কিভাবে এইরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য তখন চারিদিকে প্রবল আগ্রহ জাগে। ফলে প্রকাশ হইয়া পড়িতে থাকে যে, রুশিয়ার অসাধারণ শক্তির উৎস তাহার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ইতিপূর্ব্বে তাহার বিরুদ্ধে পরিচালিত উৎকট প্রচারকার্য্যের প্রায় সবই যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রের নিকটই সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিরা এই সময় সোভিয়েট রুশিয়ার অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রবল প্রচার-

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সময়ে, উভয় কালেই আপনার দেশীয় প্রতিষ্ঠান ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের আপনাদের প্রয়োজনীয় লবণ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবে।

ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস

(ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস : ৫, রমাপ্রসাদ বিল্ডিংস্, কলিঃ
ফোন : কাল। ৪২৮৪

ম্যানেজিং এজেন্টস্
সেণ্ট্রাল ট্রেডার্স

ভারতের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান—

ওরিয়েণ্ট সেফ এণ্ড ক্যাবিনেট ষ্টোরস

চোর ডাকাত ও আগুন হইতে যদি আপনার মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে চান তবে ওরিয়েণ্ট সেফ্, ক্যাবিনেট, ষ্টংরুম ডোর, ক্যাশবাক্স ও তালা ব্যবহার করুন।

ফোন : বি, বি ৫৮৯৩

শো রুম—১৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট (জ্যাকসন লেন সাইড),
কলিকাতা।

— একটি নির্ভরযোগ্য জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান —

গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৮ টেলিগ্রাম—"PURSE" Calcutta.

হেড অফিস :

৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বেলিয়াঘাটা, হরিণঘাটা ও জলপাইগুড়ি।

— জীবন বীমার জন্য —

দি নর্থ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

বি, সেনগুপ্ত,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কার্য্য আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ সোভিয়েট রুশিয়ার বিপ্লবকর আর্থিক সাফল্য দেখে সমাজতন্ত্রবাদেরই বিজয় ঘোষণা করিয়াছে।

তাহাই, সমাজতন্ত্রবাদ যাঁহাদের পক্ষে বিভীষিকা স্বরূপ, তাঁহারা আবার উৎসব করিয়া উঠিয়াছেন। সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারের জন্য আবার বই লিখা হইতেছে; তাহার পরাস্থ নীতি উপলক্ষ করিয়া তাহাকে বাজারে গালি দেওয়া হইতেছে। উহার প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশেও দেখা দিয়াছে। ভারতীয় পুঁজিপতিরা এখন খুব সন্ত্রাস। তাঁহারাও দেশের জন্য উৎকোচ দিয়া দালাল রাখিয়াছেন। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই দালালের পক্ষে খুব সুবিধাজনক হইয়াছে। মার্ক্সবাদের একনিষ্ঠ প্রচারক ও সোভিয়েট রুশিয়ার ঐকান্তিক সমর্থক ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারতবর্ষের প্রধানতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সাম্প্রতিক নীতি সমর্থন করেন নাই। উহার ফলে কংগ্রেসের নামে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে তথা সোভিয়েট রুশিয়া ও মার্ক্সবাদকে গালি দিয়া পাকিস্তান ও দলমত প্রতিষ্ঠিতা চরিতার্থের অবসর জেনীলস আর্থনিতির সুযোগ ঘটিয়াছে।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত কংগ্রেসের মতানৈক্য নীতিগত ব্যাপার। এই সম্পর্কে উভয় পক্ষেরই উপযুক্ত বক্তব্য আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, দালালের দল কংগ্রেসের সমর্থক সাজিয়া সোভিয়েট রুশিয়াকে গালি দেয়, চীনের কম্যুনিষ্টদের দেশদ্রোহী বলে, ইটোকে গুণ্ডা আখ্যা দেয়, লণ্ডনের পোলদের জন্য মায়াকান্না কাঁদে। ইহাদের আচরণ আশ্চর্য্যের বিষয় এইজন্য যে, ইহারা ভারতীয়তাবাদীর মুখোস পরিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির একমাত্র বিজয়ের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারকার্য্য চালায় এবং ভারতের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে। মতবাদ হিসাবে কম্যুনিজম্ গ্রহণযোগ্য হইক আর নাই হউক, কম্যুনিষ্টরাই প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-শোষিত দেশগুলির প্রকৃত মিত্র।" আর, কম্যুনিষ্টরা যে অকিঞ্চিৎকর তাহাদের মতবাদ সম্বন্ধে জোর করিয়া চালাইতে চায় না, ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাফল্য।

এই দালালের দল ছাড়া, আমাদের দেশের এক শ্রেণীর যুবক এখনও সন্ত্রাসবাদী নীতি হইতে মুক্ত হয় নাই। তাহাই মার্ক্সবাদের দলনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা ইহাদের মনঃপুত নয়। সন্ত্রাসবাদীদের নীতিতে দলনীতির স্থান নাই। সব দেশেই অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদ প্রথম প্রকাশ পায় বুদ্ধিজীবী, যুবকশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী উৎপাতের। তবে, উহা কখনো গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারা যাহাদিগকে পাইয়া বসে, তাহারা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে মানিয়া লইতে পারে না। বর্তমান সমাজে বুদ্ধিজীবীরাও বণিক শ্রেণীর সোভিত। কাজেই, ইহারা এক দিকে বণিক বিরোধী, অন্যদিকে গণ-শক্তিতে অবিশ্বাসী। অর্থাৎ, ইহারা কখনো শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা দিবার পক্ষপাতী

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

হেড অফিস- ৯/১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট • কলিকাতা

শাখা অফিস

কালীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বড়বাজার, ল্যান্সডাউন, খিদিরপুর, বেহালা, বরানগর, বাটানগর, বজবজ, ডায়মণ্ড হারবার, ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, কার্শিয়াং, ঘাটশীলা, বিষ্ণুপুর, মধুপুর, দিল্লী, নয়াদিল্লী।

ডিরেক্টর এবং জেনারেল ম্যানেজার　　ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

মিঃ সুশীল সেন, বি-এ.　　মিঃ সুধাংশু বিশ্বাস, বি-কম,

শুভেচ্ছা-সংবাদ

আমাদের অগণিত শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধু-বান্ধবগণ জানিয়া সুখী হইবেন যে, আমাদের নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে "পাবলিক লিমিটেড" হিসাবে রূপান্তরিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

এই সুযোগে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা জনসাধারণের নিকট কিছু কিছু শেয়ার বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা আশা করি যে, আপনাদের অর্থ ও নির্দ্দেশে এবং আমাদের পরিশ্রম ও ৫৫ বৎসরের অভিজ্ঞতার অতি শীঘ্রই এই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটি ভারতের শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিবে।

শেয়ার ক্রয়ের আবেদনপত্র ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন।

●

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

দি জি, এস্, এম্পোরিয়াম লিঃ

৪৭এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—শিলং, ফুলবিয়ার ও জলপাইগুড়ি।

ডিরেক্টর প্রভৃতি :—ডিরেক্টর-এর ইতিহাস প্রকাশ ৪৩-এ ধারা অনুযায়ী ঘোষণার কার্যালয়ের বিভিন্ন রেজিস্ট্রেশন পেপারে, বিজ্ঞাপন, কার্যালয় অনুযায়ী প্রকাশ, বিজ্ঞাপন অনুযায়ী, বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ঘোষণার কার্যালয়ের ঘোষণা অনুযায়ী

দেশের এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য এইভাবে ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহারা সমাজতন্ত্রের মারাত্মক বিরোধী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে—এক সময় ক্যাপিটালিজমের বলিষ্ঠ সমর্থকদের বিরুদ্ধে মতবিরোধের বিরোধ মনে করিয়া অনেকে ভুল করিয়াছিল।

যাহা হউক, আমাদের দেশের যাহারা একদল বিভিন্ন কারণে মার্ক্সবাদ-বিরোধী, তাহাদের মধ্যে অনেকে এখন একটা নূতন বক্তব্যের জন্য আমার দুঁদিয়েছেন গান্ধীবাদে। স্মরণ রাখিতে হইবে—ইহারা নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী নয়। গান্ধীবাদের মূল ভিত্তি অহিংসার ইহারা বিশ্বাস করে না। তবু, মার্ক্সবাদ যে অচল নয়, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইহারা অধিকতর অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইহাদের প্রথম বক্তব্য, বিশেষজ্ঞদের মতামতের মার্ক্সবাদ আর জনতের অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধান করিতে পারিবে না; কারণ মার্ক্সিজমের এখন অত্যাবশ্যক উন্নতি হইয়াছে এবং দ্রুতবেগে আরও উন্নতি হইতেছে। মার্ক্স সম্বন্ধে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া উহার মূলধন দূর করিতে বলিয়াছিলেন। গান্ধীজী বলিতেছেন—মূলধন সরল হয়, সকলের ব্যবহারযোগ্য হয়; উহার আকৃতি কমাও।

মার্ক্সবাদের সমালোচকরা গান্ধীজীর এই উক্তির সমর্থনে যে দুইটি প্রধান যুক্তির অবতারণা করেন, তাহার প্রথমটি এইরূপ—বিরাট যন্ত্রশিল্প পরিচালনের জন্য বিশেষজ্ঞ দরকার; সাধারণ শ্রমিকের পক্ষে যন্ত্রের জটিল ব্যবস্থা বোঝা সম্ভব নয়। ইহার ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যন্ত্রশিল্প নামে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে—প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্ব স্থাপিত হইবে বিশেষজ্ঞদের। সুতরাং প্রয়োগতিলীল যন্ত্রশিল্প যদি সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হয়, তাহা হইলে কালে এই বিশেষজ্ঞদেরই একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তনে সমাজ যে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়।

এই যুক্তির উত্তরে প্রথম বক্তব্য—সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইলে মনস্তত্ত্বের সমাজের কি আমূল পরিবর্তন ঘটিবে, তাহা উপলব্ধি করিতে অক্ষমতার জন্যই এই আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। ধরিয়া লওয়া হইতেছে—সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষের লিপ্সা ও লোভ বর্তমান অবস্থাতেই থাকিবে। সুতরাং কেবল যন্ত্রশিল্প জাতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে পুঁজিপতির কর্তৃত্বের পরিবর্তে বিশেষজ্ঞের কর্তৃত্ব সর্বসাধারণের ঘাড়ে চাপিবে।

বর্তমান সমাজে কেবল অর্থনীতিক্ষেত্রে মূলধনের ধনিকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত নয়—শিক্ষার ক্ষেত্রেও পুরোহিত কর্তৃত্ব করে অন্যায়ই। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রধান ও উহার আর্থিকতার উপর নির্ভরই বর্তমান সমাজে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষা সর্বজনীন নয়—সকলের পক্ষে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত নয়। "সকলের সমান সুযোগ"—এই কথাটা বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিদ্রূপ মাত্র। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিক্ষাক্ষেত্রে এই শ্রেণী-বিভেদ দূর হইবে। শিক্ষা তখন সত্যই সর্বজনীন হইবে; সর্বসাধারণের শিক্ষার ভার উহা হইতে উদ্ধৃত হইবে। বর্তমান কালে উহার ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সর্বসাধারণ যে শিক্ষা পায়, তাহা প্রাথমিক শিক্ষা—শিক্ষার নিতান্ত অল্প। এরূপভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সর্বসাধারণের উচ্চ শিক্ষা পাওয়া সম্ভব। কাজেই, বর্তমান সমাজের মানুষের

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

সকলপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

টেলি: মঙ্গলধ্বনি স্থাপিত—১৯২৬ ফোন: বি, বি, ২১৭৩

হেড অফিস—৭১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট :: কলিকাতা।

এস, ঘটক, বি-কম, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এ, কে, ঘটক, বি-এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

স্থাপিত—১৯২৯

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

(লিমিটেডভুক্ত)

হেড অফিস—১২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন	...	২০,০০,০০০৲ টাকা
বিলিকৃত বা বিক্রীত মূলধন		১০,৩২,৩২০৲ "
আদায়ীকৃত	"	৩,৩৩,১৮৩৲ "
কার্যকরী		৯৮,০০,০০০৲ টাকার উপরে

শাখাসমূহ :—কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, ডিব্রিগড়, বর্ধমান, দুর্গাপুর, বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি এবং চাঁদপুর।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ইহা অনুমোদিত হচ্ছে, ঘোষণা করা।

কেন্দ্রীয় সরকার হইতে দেশের বিক্রীর অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

সোনেটা ডেয়ারী এণ্ড প্রডাক্টস্

লিমিটেড

দেশের তথা সীমাবদ্ধ একটী যৌথ কোম্পানী

অনুমোদিত মূলধন — ১০,০০,০০০৲ টাকা

অংশগুলি ১০৲ মূল্যের এক লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত, আবেদনের সঙ্গে ৫৲ টাকা, এলটমেণ্ট হইলে ৫৲ টাকা এবং বাকী টাকা যখন দাবী করা হইবে তখন দেয়। প্রত্যেক আবেদনের সঙ্গে ১৲ টাকা করিয়া দিতে হবে। ইহা কলিকাতার নিকটেই অবস্থিত একটী অভিনব ডেয়ারিফার্ম, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমত ডেয়ারী ও ফার্মিং প্রতিষ্ঠান।

সুযোগ্য ডিরেক্টর বোর্ড দ্বারা পরিচালিত

ডেয়ারী এণ্ড ফার্মিং :

কলিকাতার ১০ মাইলের মধ্যে মোলন্দপুরে প্রায় ৮০০ বিঘা জমি লেজা হইয়াছে। ইহার মধ্যের ১০০০ বিঘার প্রায় একটী সুষ্ঠু নিবন্ধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে চালিবার ব্যবস্থাও প্রায় সম্পূর্ণ। কোম্পানী অভিযোগ অ্যাসোসিয়েশন) সভ্যপদ ঘোষণা করার জন্যই করিয়াছেন।

আপনার নিজের স্বার্থের ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে আপনার কর্তব্যটি এখন এই ব্যবসায়ে খাটান এবং একটী জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলুন।

নীঘ্রই শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। শেয়ার ক্রয়ের জন্য এখন শেয়ার বিক্রয় এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন।

ম্যানেজিং এজেন্টস :

ইণ্ডিয়া ব্রোডাষ্টিং এণ্ড মার্কেটিং কোম্পানী

রেজিষ্টার্ড অফিস—৮নং ক্যামিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্যকরণ আইনের ৮৬-এ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এতৎসম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ইহা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতিজ্ঞাপনকালে ভারত সরকার এতৎসম্পর্কে প্রকৃত আর্থিক কোন হিসাবের বা মতামতের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই।

পক্ষে নিম্নোক্ত বস্তুগুলি অত্যধিক দুর্মূল্য, সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষের পক্ষে উহা অত্যধিক দুর্মূল্য থাকিবে না।

তাহার পর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে মানুষের মনোজগতেও বিপ্লব ঘটিবে। পারিবারিক সম্পত্তির জন্য মানুষের যেমন একটা মমত্ব ও আগ্রহ থাকে, তখন সমাজের সম্পত্তির জন্য মানুষের তেমনি মমত্ব ও আগ্রহ জাগিবে। সে তখন জানিবে—বিরাট কারখানাগুলি তাহার সম্পত্তি। এই সম্পত্তির ব্যাপারটা বুঝিবার জন্য স্বভাবতই তাহার আগ্রহ হইবে। বর্তমান সমাজে যন্ত্রশিল্প ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি। ইহার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহ কেবল তাহার জীবিকার্জনের প্রয়োজনে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের এই মনোভাবের আমূল পরিবর্তন হইবে। তখন যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে সর্বজনীন আগ্রহ উহাকে আর দুর্মূল্য থাকিতে দিবে না।

বস্তুতঃ যন্ত্রশিল্পের অত্যাবশ্যকীয় উন্নতিতে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যাইতেছে যে, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে। মার্ক্সের শিক্ষার প্রধান কথাও এই। তাঁহার সময়ে যন্ত্রশিল্পের এতদূর উন্নতি হয় নাই সত্য। কিন্তু সমগ্রিগত শ্রমের দ্বারা উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার ক্রমবর্ধমান অসঙ্গতির কথা তিনি বলিয়াছেন। এই ক্রমবর্ধমান অসঙ্গতির জন্য সমাজতান্ত্রিক প্রথা ভাঙিয়া পড়িয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে যাহা—ইহাই মার্ক্সবাদের মূলসূত্র। ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পত্তিরূপ যন্ত্রশিল্পের অসাধারণ উন্নতি এই অসঙ্গতিকে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে মার্ক্সের দৃষ্টির বহির্ভূত কোন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। বরং অসঙ্গতি শান্তি ও শৃঙ্খলা আনিবার জন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন তাড়াতাড়ি হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রবর্তনে যন্ত্রই বিশেষ হইবে, অনিবার্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তত্ত্বই জীবন হইবে। যন্ত্রশিল্পের উন্নতিতে যেন টানিয়া কৃত্রিম উপায়ে সমাজে শান্তি আনিবার চেষ্টা নিরর্থক মানুষের বৈভবের বিনাশ। এই বিজ্ঞানের যুগে উহা অচল।

যন্ত্রশিল্পের উন্নতির নজীর দেখাইয়া মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি তোলা হইয়াছে যে, উহা বেকার সমস্যা সমাধান করিতে পারিবে না। যন্ত্রশিল্পের যতই উন্নতি হইবে, মানুষের শ্রমের প্রয়োজন ততই কমিবে। কাজেই, মানুষ বেকার হইবেই; যন্ত্রশিল্পের উন্নতি অব্যাহত থাকিলে কোন সমাজ-ব্যবস্থাই মানুষের বেকার হওয়া ঠেকাইতে পারিবে না।

মার্ক্সবাদীরা বলেন—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমেই উচ্চে উঠিবে এবং শ্রমের সময় কমিবে। এইভাবে যন্ত্রশিল্প সকল মানুষের ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবে। প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা কাজের পরিবর্তে ২ ঘণ্টা কাজ করা যদি মানুষকে বেকার হওয়া বলে, তাহা হইলে মার্ক্সবাদীরা নিশ্চয়ই মানুষকে সেইভাবে বেকার করিবার কথা কল্পনা করে। কিন্তু ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ২ ঘণ্টা কাজ করিয়া অবশিষ্ট সময় ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পের চর্চায় যাপন করিবার ব্যবস্থা দেওয়া সমস্যা নয়—ইহা মানব জীবনের পরম প্রাপ্তির সুযোগ। পূর্বেই বলিয়াছি, বর্তমান সমাজের গড়পড়তা মানুষের শিক্ষা সাংস্কৃতির সহিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গড়পড়তা মানুষের শিক্ষা ও সাংস্কৃতির তুলনা করা ভুল।

এই সম্পর্কে মার্ক্সবাদীদের যুক্তির অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া কেহ কেহ অর্থনৈতিক বিপ্লবের ত্যাগ করেন; তাহার পরিবর্তে ফেবিয়ান নীতিবাদের দৃষ্টান্ত। তাঁহারা বলেন—মানুষের শ্রমের সময় অস্বাভাবিক কমিয়া গেলে সে অলস হইবে, তাহার নৈতিক অধঃপতন ঘটিবে। ইহার উত্তরে প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে, জগতের কোটি কোটি লোক এখনও হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না; পৃথিবীর ৬টি মহাদেশ এখনও যন্ত্রশিল্পে অত্যন্ত অনুন্নত। সমগ্র পৃথিবীতে উন্নত যন্ত্রশিল্প প্রসারিত হইবার পর সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে মানুষ তখন অলস হইয়া নৈতিক অধোগতি লাভ করিবে—এই যুক্তিহীন এখন বস্তুতঃ তাহাকাছে করা নিরর্থক চিন্তার বিলাস। এই

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

বিক্রীত মূলধন　৪ কোটী
আদায়ীকৃত মূলধন　২ কোটী

—বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্—

মিঃ জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

মিঃ এম, এ, ইস্পাহানী (ভাইস-চেয়ারম্যান)
স্যার আবদুল্লা হারুণ কে, বি
মিঃ হরলাল ভার্গব
মিঃ ইন্দরী প্রসাদ পোদ্দার
মিঃ আবদুল্লা লাদা

মিঃ প্রবণলাল বি সরাইয়া (ভাইস-চেয়ারম্যান)
মিঃ মহাদেও এল মহাদেওকার
মিঃ নরীমান্দ্র সরকলাল
মিঃ মধুসূদনদাস আর কইয়া
মিঃ মতিলাল ভাপুরিয়া

শাখাসমূহ

আগ্রা, আহমেদাবাদ, আজমীর, এলাহাবাদ, আলমোড়া, আলোয়ার, বারাণসী, বেলগঞ্জ, বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, চৈনাকোণ, দে, দিল্লী, দেরাদুন, দিনাজপুর, হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু), জবলপুর, করাচী, করাইকুড়ি, লাহোর, মজঃফরপুর, মাদ্রাজ, মাদুরা, মাদুরা, মাদুরা

এসবের উল্লেখ, তবু উচিত—সমাজতন্ত্রবাদ পাশ্চাত্যদেশীয় সমাজ—এদেশী লেখে ইহার প্রবর্তন সম্ভব না হইলেও, পাশ্চাত্যদেশ যাহাই ইহার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি সম্ভব না।

তার পর, বর্তমানে আমরা একটা সাময়িক অব্যবস্থার মধ্যে বাস করি। এই সময়ে মানুষের প্রবণতা দেখিয়া মানব চরিত্র সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত। অর্থনৈতিক সংকট ও এদুর অবসর বর্তমান সমাজের মানুষকে অতিমাত্রায় অর্থলোভী করিয়া তুলিয়াছে যদি করিয়া লই যে; সর্ব অবস্থাতে অধিকাংশ লোকই মানুষের প্রকৃতি নিষ্ঠুর, তাহা হইলে মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর অভিযোগ করা হয়।

মহাত্মা গান্ধী উপবাস অভিযোগ সহিত সমতি জানিয়া উহার পরিবর্তিত সমাজে স্থান গ্রহণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা আপনাআপনিই সমাজের সম্পূর্ণ হাত হইতে খসিয়ে। মানুষের সহজবুদ্ধি আসিবে যে, সমাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ইতিপূর্বে হইয়া গিয়াছে। এমনও যদি কেহ সেই অবস্থা-বিশেষে আনন্দ পায়, তাহা হইলে তাহার সহিত তর্ক চলিতে পারে না।

কিন্তু তর্ক হয় তাহাদের বিরুদ্ধে, যাহারা মহাত্মা গান্ধীর মত আর্থিক পরিবর্তে বিশ্বাসী নয়—অথচ ন্যায় প্রথায়, জোরাই হোক। তাহারা বলে—পুঁজিপতিরা ত্যাগকারী হইয়া উঠিবে না, তাহাদের স্বার্থত্যাগের ভাবে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইবে। তাহাদের যুক্তি—সমাজতান্ত্রিকদের কল্পনা অনুসারে তাহাদের সম্পত্তি যদি পুঁজিপতিদিগকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তির জোরে পুঁজিপতিরা সমাজে থাকিবে না কেন?

যুক্তিটী অদ্ভুত। পুঁজিপতিদের আর্থিক উন্নতি না হইলে তাহারা নিশ্চয়ই মনে করিবে যে, ন্যায্য অধিকারে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। নিজের উন্নতিতে নৈতিক প্রকাশ ও নূতন পদ্ধতির বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র তখন তাহাদের স্বাভাবিক নীতি হইবে। সমাজের এই শত্রুদের হাতে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব সমর্পণ করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ তাহাদের প্রতি তোষ প্রকাশের কথা যৌক্তিকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

ভ্রম সংশোধন—২৯ পৃষ্ঠার শ্রীযুক্ত সোমনাথ লাহিড়ী কর্তৃক লিখিত 'বস্ত্র সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম কলমের দ্বিতীয় প্যারায় সাময়িক প্রয়োজনে ৭০ কোটী গজ কাপড় কাটিয়া ছাপা হয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা ৭৪ কোটী গজ হইবে।

—সম্পাদক

স্থাপিত—১৯৩০ খৃঃ ফোন—বড়বাজার ৪২৯০

ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

৫৭ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টরস্

মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক (বাংলার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী) চেয়ারম্যান
খানবাহাদুর মৌলভী হাসেম আলি খান (বাংলার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী)
ডেপুটী চেয়ারম্যান

ভবসিন্ধু নস্কর—এডভোকেট, কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন
অনিলকুমার চ্যাটার্জ্জি—প্রোপ্রাইটার এরিয়ান বেকারী,
সরোজকুমার গরাই—সেক্রেটারী সুগার ক্যাণ্ডি ম্যাণুফ্যাক্চারার্স এসোঃ
বিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত—ডিরেক্টার ইষ্টার্ণ সিইং মেসিন্স্ লিঃ

এ, এম, শায়েম—এডভোকেট
দেবপ্রসাদ গাঙ্গুলী—প্রোপ্রাইটর শায়েন্টিফিক ইকুপমেণ্ট সাপ্লায়ার্স
ভবানীভূষণ রায়—প্রোপ্রাইটর ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং কোং,
সুকুমার চৌধুরী—ডিরেক্টর, ন্যাশনাল সেলার এণ্ড বোর্ড লিঃ

জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত—জেনারেল ম্যানেজার

প্লাইউডের জয়যাত্রা

"বেঙ্গল ব্র্যাণ্ড"

চা এর বাক্স ও প্লাইউড

সর্ব্বোৎকৃষ্ট

আধুনিক শিল্পোন্নতির যুগে প্লাইউডের ব্যবহার সকল দেশেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মূল্যবান কাষ্ঠের পরিবর্তে অধিকাংশ কাজেই প্লাইউড ব্যবহৃত হওয়ায় দেশের কাষ্ঠ-সম্পদের অপচয় হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা জাতীয় সম্পদের দিক হইতে কল্যাণকর, তাই প্লাইউডের এই জয়যাত্রা। হাল্কা ধরণের প্যাকিং কার্য্যে প্লাইউড অত্যন্ত সুবিধাজনক। ইহা সুন্দর এবং মজবুতও। বিদেশে চা রপ্তানির জন্য বেঙ্গল ব্র্যাণ্ড চা-এর বাক্স বিশেষ উপযোগী। ইহা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত ও অনুমোদিত।

FACTORY AT DUMDUM

UPCO

বেঙ্গল ভরীন এণ্ড প্লাইউড কোং লিঃ

ম্যানেজিং এজেন্টস্ - সন্তোষ চাটার্জ্জী এণ্ড কোং

৪৪-৪৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

• **India** is Destined to be Great

• **India** shall be a Mighty Power

• **India** shall Solve the World Problems

• **India** shall Lead the World

লিলি বিস্কুট !!!

রুচিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের কতিপয় শ্রেণীর বিস্কুট আবার বিক্রয়ের জন্য বাজারে দেওয়া হইয়াছে।

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

বিশুদ্ধ পথ্য ও পানীয়

আমাদের প্রস্তুত বার্লি ভারতের ঘরে ঘরে, প্রসিদ্ধ হাসপাতালে ও সৈনিক বিভাগে ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত।

LILY BISCUIT Co.

CALCUTTA BOMBAY

MANUFACTURERS OF THE FAMOUS "LILY BRAND" BARLEY

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—মাধবিক প্রেসে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।